চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে–স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 1 Friday, 1 December, 2023 ❋ ২৯ বর্ষ, ১ সংখ্যা ❋ ১৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০, শুক্রবার, ১ ডিসেম্বর, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

গত ৯ আগস্টের ছাত্রমৃত্যুর ঘটনার পরে এখনও পর্যন্ত কোনও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ পুরোপুরি করেননি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ...বিস্তারিত পাতা ৩

আগামী ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে ঝালদায় আস্থা ভোট করাতে নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার এমনই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। ...বিস্তারিত পাতা ৫

শীতের আগমণের সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে ফের তুষারপাতের সাক্ষী হল ভূস্বর্গ। বৃহস্পতিবার কাশ্মীরের উঁচু পার্বত্য এলাকায় তুষারপাত ও সমতলে বৃষ্টি হয়েছে। ...বিস্তারিত পাতা ৬

এ বার শোনা যাচ্ছে আন্তর্জাতিক ট্রফির খরা কাটাতে রোহিত শর্মাকে ভারতের টি-২০ দলের অধিনায়ক করার কথা ভাবছে বিসিসিআই। ...বিস্তারিত পাতা ৮

বিধানসভায় বিজেপি-তৃণমূলে উত্তেজনা চরমে, পরিস্থিতি দেখতে এলেন পুলিশ কর্তারা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ নভেম্বরঃ শাসক-বিরোধী বিধায়কদের বিক্ষোভ হট্টগোল ঘিরে ক্রমেই উত্তেজনার পারদ চড়ছে বিধানসভায়। খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার বিকেলে বিধানসভায় এলেন কলকাতা পুলিশের শীর্ষ কর্তারা। সিনিয়র আইপিএস অফিসার মিরাজ খালিদ, ডিসি সেন্ট্রাল দীনেশ কুমার সহ একাধিক পুলিশ কর্তা চলে আসেন বিধানসভায়। বিধানসভা চত্বরে ঘোরাফেরা করেন তাঁরা। ততক্ষণে থালা, বাঁশি বাজিয়ে বিক্ষোভে মত্ত দু'পক্ষের বিধায়করা। বিধায়কদের বিক্ষোভের জেরে নতুন করে পরিস্থিতির যাতে অবনতি না ঘটে, সেকারণেই পুলিশ কর্তারা উপস্থিত হয়েছেন বলে সূত্রের খবর। যদিও মীরাজ খালিদের দাবি, এটা রুটিন টহলদারি। পর পর দু'দিন। শাসক-বিরোধী বিধায়কদের বিক্ষোভ ঘিরে সম্প্রতি এমন বিশৃঙ্খলা শেষ কবে হয়েছে, মনে করতে পারছেন না রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। তবে বিধায়কদের থালা, বাঁশি বাজানোর এমন দৃশ্য চাক্ষুষ করার সুযোগ পেয়ে এদিন বিধানসভার পাশের রাস্তায় পাঁচিলে রীতিমতো ভিড় জমে যায় কৌতূহলী জনতার। বিধায়কদের এমন কাণ্ড কারখানা দেখে জনতার মধ্যে শুরু হয় হাল্কা হাসি মস্করাও। বুধবার বিধানসভায় চোর চোর স্লোগান উঠেছিল। তৃণমূল এবং বিজেপির বিধয়াকরা পরস্পরের দিকে চোর, চোর স্লোগানে সরব হয়েছিলেন। বৃহস্পতিবারও সেই স্লোগান উঠল। বাড়তি সংযোজন হিসেবে বিধানসভায় বিধায়কদের হাতে দেখা গেল থালা এবং মুখে বাঁশি! দুর্নীতি বনাম বঞ্চনার ইস্যুতে বুধবার সকাল থেকেই উত্তেজনার পারদ চড়ছিল শহর কলকাতায়। অমিত শাহ সভা সেরে ফিরে যেতেই শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিধানসভায় হাজির হয় বিজেপি বিধায়করা। অন্যদিকে শাসক শিবিরের ধর্না বিক্ষোভের নেতৃত্বে ছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবারের সেই দৃশ্য যেন ফিরল বৃহস্পতির দুপুরেও। তৃণমূলের ধর্না বিক্ষোভ থেকে স্লোগান উঠল, ‘ওয়ান টু, থ্রি, ফোর বিজেপির সবাই চোর।’ পাল্টা হিসেবে বিজেপির শিবির থেকে স্লোগান উঠল, ‘দিদি চোর, ভাইপো চোর, তৃণমূলের সবাই চোর’। দুপুর থেকে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। সময় যত গড়াচ্ছে ততই স্লোগানের ঝাঁঝও বাড়ছে দু'তরফের।

সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে পেশ হতে পারে ন্যায় সংহিতা-সহ ১৮টি বিল

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বরঃ আগামী ৪ ডিসেম্বর সংসদে বসতে চলেছে শীতকালীন অধিবেশন। এই অধিবেশনেই যেমন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের ভাগ্য নির্ধারণ হবে, তেমনই জম্মু ও কাশ্মীর নিয়েও বড় সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে। এছাড়া পেশ হতে পারে ন্যায় সংহিতা বিলের মতো গুরুত্বপূর্ণ ১৮টি বিল। সবমিলিয়ে, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে চলেছে এবারের শীতকালীন অধিবেশন। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, এবারের শীতকালীন অধিবেশন আগামী ৪ ডিসেম্বর থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। ১৯ দিনে মোট ১৫টি অধিবেশন বসবে। আর এই ১৫টি অধিবেশনে ১৮টি বিল পেশ করা হতে পারে। যার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাশ্মীর বিধানসভার পুনর্গঠন বিল, নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ সংক্রান্ত বিল ও দণ্ডসংহিতা বিল রয়েছে। ন্যায় সংহিতা বিলের মাধ্যমে ভারতীয় দণ্ডবিধি, ফৌজদারি দণ্ডবিধি এবং এভিডেন্স আইনের বদলে তিন নতুন বিধি লাগু করতে চায় সরকার।

‘ক্যাগের কাজকে স্বাগত জানানো প্রশাসনের নৈতিক কর্তব্য’

পরামর্শ রাজ্যপাল আনন্দ বোসের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ নভেম্বরঃ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে রাজ্য সরকারের নানা ইস্যুতে মতাপার্থক্য দেখা দিয়েছে। তবে নরম-গরমে একে অপরকে বার্তা দিয়ে থাকেন। আবার সংঘাতের আবহ দেখতে পাওয়া যায়। যদিও সম্প্রতি রাজভবনে বসে সাংবাদিকদের রাজ্যপাল জানিয়ে ছিলেন, আসলে রাজভবন-নবান্নের মধ্যে কোনও সংঘাত নেই। সবটাই সংবাদমাধ্যম তৈরি করে। রাজ্য সরকার ক্যাগকে যথেষ্ট তথ্য দেয় না বলে অভিযোগ অনেকেই তুলে থাকেন। এবার নাম না করে রাজ্য সরকারকে ক্যাগের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে পরামর্শ দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সমস্ত রাজ্যের সরকার যাতে ক্যাগের কাজকে গুরুত্ব দেয় সেই পরামর্শ দিয়েছেন রাজ্যপাল। এদিন অডিট দিবস উপলক্ষ্যে কলকাতার ‘কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিট জেনারেল’-এর অফিসে হাজির হন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সেখানে উপস্থিত হয়ে অডিটরদের কাজের বর্ণনা করেন রাজ্যপাল। রাজ্যপাল এখানে বলেন, ‘‘অডিটরদের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।’’ তাঁর মতে, মানুষের কষ্ট করে উপার্জন করেন। আর সেই অর্থ কোথায় খরচ হচ্ছে তার হিসেব রাখা অত্যন্ত জরুরি। নাম না করে এই বার্তা দিলেও দুটো প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এক, এই পরামর্শ কি রাজ্য সরকারকে দিলেন? দুই, কেন্দ্রীয় সরকারকে এমন পরামর্শ দিলেন কি? যদিও খোলসা করেননি রাজ্যপাল। এদিকে

গতকাল বাংলায় পা রেখে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না। তারপরই রাজ্যপালের এমন মন্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। অনেকে মনে করছেন এই পরামর্শ রাজ্য সরকারকে দিয়েছেন রাজ্যপাল। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আগেই তথ্য গোপন করার অভিযোগ তুলেছেন বিরোধীরা। তারপরই সিএজি অফিসে গিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বলেন, ‘‘ক্যাগের কাজকে স্বাগত জানানো উচিত। প্রত্যেক প্রশাসনের এটা নৈতিক কর্তব্য হওয়া উচিত।’’ এমন আবহে এমন মন্তব্য জোর চর্চর কারণ হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে যে নরেন্দ্র মোদি ইউপিএ আমলের ক্যাগ রিপোর্ট নিয়ে দেখিয়ে সরব হয়েছিলেন এবং ক্ষমতায় এসেছিলেন এখন সেটাই তিনি মানছেন না বলে অভিযোগ। কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক প্রকল্পে দুর্নীতি রয়েছে বলে সংসদে ক্যাগ রিপোর্ট পেশ করেন। যার ফলে বিপাকে পড়ে যায় নরেন্দ্র মোদির সরকার। সাফাই হিসাবে বলা হয়, ওই রিপোর্ট ভুল আছে। তারপর একাধিক ক্যাগের অফিসারকে বদলি করা হয় বলে অভিযোগ। সেখানে রাজ্যপাল বলছেন, ‘‘সিএজি সর্বদা সত্য তথ্য তুলে ধরে। কে দোষী, কে দোষী নয়, তা সিএজি'র অডিটররা বের করে আনেন। অর্থ কোথায় ব্যয় হচ্ছে সেটা সঠিকভাবে খতিয়ে দেখার জন্য সিএজি'কে তথ্য দেওয়া উচিত। কারণ তারা বেহিসেবি খরচ নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করে এবং দোষীদের খুঁজে বের করতে পারেন।’’

অমিত শাহের সুরে সুর মিলিয়ে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে বরখাস্তের দাবি

বিধানসভায় ওয়াকআউট বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ নভেম্বরঃ আজ ফের উত্তাল রাজ্য বিধানসভা অধিবেশন। রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে গ্রেফতার বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে বরখাস্তের দাবিতে বিক্ষোভ বিজেপি বিধায়কদের। বরখাস্তের দাবিতে পয়েন্ট অফ ওডার আনতে চায় বিজেপি। কিন্তু স্পিকার তা খারিজ করে দেন। তারপরেই বিজেপি বিধায়করা ওয়াকআউট করেন। বিধানসভায় বাইরে বেরিয়ে স্লোগান দিতে শুরু করে দিয়েছেন তাঁরা। গতকাল ধর্মতলার সভায় অমিত শাহ দাবি তুলেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস যদি দুর্নীতি মুক্ত হয় তাহলে

জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, অনুব্রত মণ্ডল, পার্থ চট্টোপাধ্যায়দের সাসপেন্ড করে দেখাক। তার পরেরদিনই বিধানসভায় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে বরখাস্ত করার দাবিতে সোচ্চার হন বিজেপি বিধায়করা। রেশন দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে গ্রেফতার হয়েছেন রাজ্যের বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তাঁর বিরুদ্ধে রেশনে কোটি কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। খাদ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি করেছেন বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। কেন্দ্রের দেওয়া রেশনের চাল খোলা বাজারে মোটা টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। তাঁর মদতেই চলেছে রেশনের সামগ্রির কালোবাজারি। জ্যোতিপ্রিয়কে গ্রেফতারির পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলেছেন জ্যোতিপ্রিয়কে চক্রান্ত করে গ্রেফতার করা হয়েছে। কোনও প্রমাণ তদন্তকারীদের হাতে নেই। এমনকী এর আগে পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং অনুব্রত মণ্ডলদের পাশেও দাঁড়িয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো। জ্যোতিপ্রিয়র গ্রেফতারির পর উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সভাপতি পদের দায়িত্ব থেকে তাঁকে সরানো হয়নি। তার জায়গায় একটি কোর কমিটি গড়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে বালু ঘনিষ্ঠ নেতারাই রয়েছেন। অর্থাৎ ইডির গ্রেফতারির পরেও নিজের দলের নেতাকে বরখাস্ত করতে নারাজ মমতা। গতকাল সেই সূত্র ধরেই মমতা সরকারকে নিশানা করেছিলেন অমিত শাহ।

বালুর নিরাপত্তায় বাড়তি নজরদারি
সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর নির্দেশ আদালতের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ নভেম্বরঃ রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে ভর্তি রয়েছেন এসএসকেএম হাসপাতালে। এবার জ্যোতিপ্রিয় যেখানে ভর্তি আছেন, সেখানে সর্বক্ষণের জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর নির্দেশ দিল আদালত। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডির আবেদনের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দিয়েছে আলিপুরে বিশেষ ইডি আদালত। আদালত আরও জানিয়ে দিয়েছে, ওই সিসিটিভি ফুটেজের লিঙ্ক দিতে হবে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তদন্তকারী অফিসারের কাছে। আদালত আরও জানিয়ে দিয়েছে, হাসপাতালে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। বাইরের কেউ এসে যাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে না পারেন, সেটি দেখতে হবে। প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের সুপারের উদ্দেশে আদালতের নির্দেশ, যাতে কোনও ‘আউটসাইডার’ বা ‘ভিসিটর’ জ্যোতিপ্রিয়র সঙ্গে দেখা করতে যাতে না পারেন, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। আদালতের নির্দেশ মেনে, প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারকে এই সব ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে। প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার এবং এসএসকেএম হাসপাতালে কী কী চিকিৎসা হয়েছে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সেই রিপোর্ট আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে আগামী ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। প্রসঙ্গত, ইডি হেফাজতের মেয়াদ শেষে আদালত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছিল জ্যোতিপ্রিয়কে। তখন থেকে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারেই ছিলেন তিনি। মাঝে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করায় তাঁকে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার থেকে সোজা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এসএসকেএম হাসপাতালে। কার্ডিওলজি বিভাগে রাখা হয়েছিল তাঁকে। দিন কয়েক আগেও আবার তাঁকে সেখান থেকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল আইসিইউ-তে। এমন অবস্থায়, ইডির আবেদনের ভিত্তিতে, জ্যোতিপ্রিয় যেখানে ভর্তি রয়েছেন, সেখানে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর নির্দেশ দিল আদালত।

রং বদল হওয়ায় আটকে গেছে টাকা

মোদির হস্তক্ষেপ চেয়ে চিঠি মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ নভেম্বরঃ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজ্যের প্রতি আর্থিক বঞ্চনার অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে তুলে আসছে বাংলার শাসক দল। একশো দিনের কাজের টাকা, আবাস যোজনার টাকা নিয়ে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রকে বিঁধে দফায় দফায় আক্রমণ শানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়রা। আর এবার বাংলার জন্য বরাদ্দ জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের টাকাও আটকে দেওয়ার অভিযোগ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। এই নিয়ে এবার সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আর্থিক বরাদ্দ থেকে যে স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও অন্যান্য পরিকাঠামো তৈরি হবে, সেগুলিতে একটি নির্দিষ্ট রঙের ‘ব্রান্ডিং’ করার গাইডলাইন রয়েছে। অন্যান্য সব গাইডলাইন পূরণ হলেও শুধুমাত্র রঙের গাইডলাইনের জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের টাকা আটকানো হচ্ছে বলে অভিযোগ মমতার। এই নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হস্তক্ষেপ দাবি করে চিঠি পাঠিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মোদিকে পাঠানো দু'পাতার চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, গত ১২ বছর ধরে জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় বাজেট বরাদ্দ ভীষণভাবে বাড়ানো হয়েছে রাজ্যে। সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যসাথী, শিশুসাথী, চোখের আলো-সহ বিভিন্ন প্রকল্পের কথাও লিখেছেন তিনি। এমনকী বিভিন্ন জনস্বাস্থ্য কর্মসূচিতে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ সামনের সারিতে, সে

কথাও উল্লেখ করেছেন মমতা। চিঠিতে মমতার দাবি, রাজ্যের প্রায় ১১ হাজার স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে প্রতিদিন তিন লাখেরও বেশি মানুষ উপকৃত হন। ২০১১ সাল থেকে রাজ্যের নিজস্ব ‘কালার ব্র্যান্ডিং’ অনুযায়ী এই ভবনগুলি তৈরি করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, বাংলার তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন সরকারি ভবনকে নীল-সাদা রঙ করা হয়েছে। মমতার বক্তব্য, ‘আমার কাছে খবর এসেছে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির জন্য কিছু কালার ব্র্যান্ডিং গাইউলাইন না মানার কারণে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক থেকে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের বরাদ্দ আটকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অন্য সব গাইডলাইন মেনে চলা হয়েছে। এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক।’ চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, ‘এই টাকা আটকে গেলে গরিব-প্রান্তিক মানুষরা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন।’ প্রধানমন্ত্রীকে পাঠানো চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী আরও লিখেছেন, ‘এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভবনগুলি নতুন করে ‘কালার ব্র্যান্ডিং’ অনুযায়ী রং করতে গেলে প্রচুর টাকা খরচ হবে। এমন অবস্থায়, প্রধানমন্ত্রী যাতে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করেন, সেই দাবি জানিয়েছেন মমতা। তাঁর আরও দাবি, যাতে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের বরাদ্দ টাকা পাওয়ার শর্তের তালিকা থাকে ‘কালার ব্র্যান্ডিং’-এর নির্দিষ্ট শর্তটি সরিয়ে দেওয়া হয়।

বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

প্রাথমিক নিয়োগ থেকে বঞ্চিত হতে পারেন কয়েক হাজার প্রার্থী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ নভেম্বরঃ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এবার নতুন জটিলতা। প্রায় পাঁচ বছর পর টেট পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে রাজ্যে। সেই প্রার্থীরা নিয়োগের অপেক্ষায় রয়েছেন। এরই মধ্যে নতুন নির্দেশে বাড়ল উদ্বেগ। অন্তত চার হাজার নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত হতে পারেন প্রায় চার হাজার পরীক্ষার্থী। সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি ডিএলএড প্রশিক্ষণ নিয়ে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছে। তার ভিত্তিতেই বৃহস্পতিবার প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে সিদ্ধান্ত নিতে বলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। আপাতত বোর্ড কী সিদ্ধান্ত নেয় সেদিকেই তাকিয়ে আছেন চাকরি প্রার্থীরা। যাঁরা ১৮ মাসের ডিএলএড প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, মূলত তাঁদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিয়েই তৈরি হয়েছে জটিলতা। প্রশিক্ষণ না নিয়েই অনেকে স্কুলের শিক্ষকতার চাকরি পেয়েছিলেন। সেই কারণে ২০১৭ সালে চাকরিরতদের জন্য ১৮ মাসের প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ওপেন স্কুল (এনআইওএস)-এর মারফত ‘ওপেন অ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং’ কোর্স করানো শুরু হয়। অভিযোগ, চাকরিরতদের জন্য হলেও বহু চাকরিপ্রার্থী সেখান থেকে ১৮ মাসের ডিএলএড কোর্স করে নেন। তাঁদের অনেকে আবার চাকরি জন্য আবেদনও করেছেন। গত ২৮ নভেম্বর উত্তরাখণ্ডের একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়ে জানায়, নতুন কোনও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন না ওই ১৮ মাসের প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা। এদিন শীর্ষ আদালতের ওই নির্দেশ মেনেই পর্ষদকে পদক্ষেপ নিতে বললেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের প্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কয়েক হাজার চাকরিপ্রার্থী রয়েছেন যাঁরা ১৮ মাসের ওই কোর্স করেছেন। আইনজীবীরা মনে করছেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁরা নিয়োগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।

পার্থর জামিন মামলা

বৃহস্পতিবারের তল্লাশির রিপোর্ট এলে তবেই শুনানি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ নভেম্বরঃ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে চলেছে ম্যারাথন তল্লাশি। আতস কাচের নীচে রয়েছেন কাউন্সিলর থেকে বিধায়ক। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠরাও রয়েছেন নজরে। মূলত নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কারা সুবিধা ভোগ করেছিলেন, সেই বিষয়ে তদন্ত করতে নেমেই একের পর এক জায়গায় তল্লাশি শুরু করেছে সিবিআই। প্রভাবশালী বলে পরিচিত সেই সব ব্যক্তিদের বাড়িতে তল্লাশি চালানোর পর কী সামনে আসছে, তা দেখে তারপরই শুনানি চায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। বৃহস্পতিবার হাইকোর্টে ছিল পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন মামলার শুনানি। সেই শুনানি পিছিয়ে গেল আবারও। জামিন মামলার শুনানিতে ইডি-র আইনজীবীর আদালতে আর্জি জানান, তল্লাশি থেকে কী তথ্য উঠে আসে, তা আগে দেখে নিতে চান তাঁরা। ইডি-র আইনজীবী বলেন, ‘‘আজ এই মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই সিবিআই বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি করছে। তাদের থেকে তথ্য নিয়ে সবকিছু খতিয়ে দেখে আমরা এই জামিন মামলার শুনানি চাই।’’ পার্থর আইনজীবী কিশোর দত্তও এই বিষয়ে সহমত হন। পার্থর আইনজীবী জানান, সুপ্রিম কোর্টে এই মুহূর্তে তাঁরা জামিনের জন্য আর্জি জানাবেন না। আগামী ৪ জানুয়ারি এই মামলার শুনানের দিন ধার্য করেছে আদালত। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার পাটুলি থেকে রাজারহাট, মুর্শিদাবাদ, কোচবিহারের একাধিক জায়গায় হানা দিয়েছে সিবিআই। এই তালিকায় রয়েছে বিধায়ক অদিতি মুন্সির স্বামী তথা কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তীর বাড়িও। ঠিকানাও। এদিনই ডোমকলের বিধায়ক জাফিকুল ইসলামের বাড়ি থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে সিবিআই। আধিকারিকরা প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছেন বলে সূত্রের খবর।

লক্ষ্মীবারের সকালে অদিতি মুন্সির বাড়িতে সিবিআই! জেরা তাঁর স্বামীকেও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ নভেম্বরঃ শিক্ষা নিয়োগে দুর্নীতি মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়িতে সিবিআই হানার পর এবার পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তৃণমূল কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তীর বাড়িতেও হানা দিল সিবিআই। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার কিছু পরে রাজারহাটে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে যান আধিকারিকরা। এর আগেও দেবরাজকে পুর নিয়োগ মামলায় জেরা করা হয়েছিল। তবে গোয়েন্দারা যখন সেখানে পৌঁছন, তখনও বাড়িতে ছিলেন না দেবরাজবাবু। উল্লেখ্য, দেবরাজ চক্রবর্তী কীর্তনশিল্পী তথা রাজারহাট-গোপালপুর বিধানসভা এলাকার বিধায়ক অদিতি মুন্সির স্বামী। সিবিআই আসার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি আসেন বিধাননগর পুরসভার মেয়র পারিষদ। বাড়িতে ঢোকার মুখে তিনি বলেন, ‘‘সিবিআই কেন এসেছে জানি না। তবে ওঁদের জেরায় আমি অবশ্যই সাহায্য করব।’ উল্লেখ্য, দেবরাজ বিধাননগর পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। ২০২২ সালে তাঁকে ভোট পরবর্তী হিংসা মামলাতেও একবার তলব করেছিল সিবিআই। জানা গিয়েছে, দেবরাজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশ ঘনিষ্ঠ। ২০১৫ সালে দল ছেড়ে কংগ্রেসে চলে গিয়েছিলেন তিনি। পরে অভিষেকের হাত ধরেই আবার ফিরে আসেন তৃণমূলে। তখন থেকেই দু'জনের সম্পর্ক বেশ ভাল। কারও কারও মতে, দেবরাজের অনুরোধেই তৃণমূল ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর স্ত্রী অদিতি মুন্সিকে ভোটের টিকিট দিয়েছিল। তৃণমূলে সেকেন্ড ইনিংস শুরুর পর ধীরে ধীরে রাজনীতির ময়দানে নিজের জায়গা পাকা করেন দেবরাজ। বিধাননগর তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলার তৃণমূলের একজন ‘দাপুটে’ নেতা হিসাবে পরিচিত হন অচিরেই। এরপর ২০১৮ সালে কীর্তনশিল্পী অদিতি মুন্সিকে বিয়ে করেন তিনি। স্বামী দেবরাজের হাত ধরেই রাজনীতিতে পদার্পণ করেন অদিতি।

শিবরাজ জাদু উধাও, মধ্য প্রদেশে সরকার গড়তে পারে কংগ্রেস

ভোপাল, ৩০ নভেম্বরঃ মধ্য প্রদেশে ২০১৮ সালে ১১৪টি আসনে জিতে প্রাথমিকভাবে সরকার গঠন করেছিল কংগ্রেস। কিন্তু, দুই বছর পর জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া-সহ বেশ কয়েকজন কংগ্রেস বিধায়ক, দল ছেড়ে গেরুয়া শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন। যার ফলে, রাজ্যে সরকার বদল ঘটেছিল। ফের মুখ্যমন্ত্রী হন শিবরাজ সিং চৌহান। ওই দুই বছর ছাড়া, গত ১৫ বছর ধরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদে আছেন তিনি। তবে, চলতি বছরের নির্বাচনে হাওয়ার গতি ছিল উল্টোমুখী। যা আঁচ করেই, ভোটের আগে কোনও মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি বিজেপি। বরং, প্রধানমন্ত্রী মোদিকেই প্রচারের প্রধান মুখ করা হয়েছিল। বুথ ফেরত সমীক্ষাতেও, রাজ্যে পালা বদলের ইঙ্গিত মিলেছে। ১৭ নভেম্বর এই রাজ্যে ভোটগ্রহণ করা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার (৩০ নভেম্বর), তেলঙ্গানার ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পরই মধ্য প্রদেশের বুথ ফেরত সমীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। বুথ ফেরত সমীক্ষার ফল, আসল ফলাফলের থেকে অনেক সময়ই আলাদা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই সমীক্ষার ফলের সঙ্গে আসল ফলাফল মেলে না। আবার কখনও কখনও মিলেও যায়। তবে, ফলাফলের একটা প্রবণতা এই সমীক্ষায় ধরা পড়ে। এদিন সমীক্ষা সংস্থা পোলস্ট্র্যাট জানিয়েছে, বুথ ফেরত সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০২৩ সালের নির্বাচনে ২৩০ আসনের মধ্য প্রদেশ বিধানসভায় কংগ্রেস পেতে পারে ১১১ থেকে ১২১টি আসন। রাজ্যে সরকার গঠনের ম্যাজিক সংখ্যা ১১৬। কাজেই মধ্য প্রদেশে এবার কংগ্রেসের সরকার গঠনর সম্ভাবনাই সবথেকে উজ্জ্বল। অন্যদিকে, পোলস্ট্র্যাটের সমীক্ষা অনুযায়ী, এই রাজ্যে এবার বিজেপির ঝুলিতে যেতে পারে ১০৬ থেকে ১১৬টি আসন।

অমিত শাহ নিশ্চয় বলে গিয়েছেন তারপরই সিবিআই হানা ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ নভেম্বরঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর নির্দেশেই বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সিবিআইয়ের তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন কলকাতার মহা নাগরিক তথা পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। নারদ মামলায় বৃহস্পতিবার হাজিরা দিতে আদালতে গিয়েছিলেন ফিরহাদ। সেখানেই এদিনের সিবিআই হানা নিয়ে এই মন্তব্য করেন তিনি। পুরমন্ত্রীর কথায়, ‘‘অমিত শাহ নিশ্চয়ই বলে গিয়েছেন, তারপরই সিবিআই হানা।’’ লোকসভা ভোট যত এগিয়ে আসবে কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে এই ধরনের অভিযানও ততই বাড়বে বলে অভিযোগ করেছেন ফিরহাদ। পুরমন্ত্রী বলেন, ‘‘এসব করে কোনও লাভ হবে না। বিজেপি এইভাবে আমাদের সঙ্গে লড়তে পারবে না। এজেন্সি পুলিশ দিয়ে লড়াই হয় না। লড়াই হয় মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সংগঠন দিয়ে। যত আমরা আক্রান্ত হব, তত

হঠাৎ বান্ধবী বৈশাখীকে নিয়ে আদালতে শোভন, সঙ্গে ববি-মদনও।

আমরা মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নেব। বাংলায় কোথাও পায়ের তলার মাটি পাবে না বিজেপি।’’ ফিরহাদের পাশাপাশি এদিন নারদ মামলায় আদালতে হাজিরা দিতে গিয়েছিলেন শোভন চট্টোপাধ্যায়, মদন মিত্র। ফিরহাদের সুরে মদনও বলেন, ‘‘গতকাল অমিত শাহ এলেন। আর আজ সিবিআই অভিযান। মানুষই এর বিচার করবে।’’ শোভনের সঙ্গে ছিলেন তাঁর বান্ধবী বৈশাখীও। এজেন্সির তৎপরতা নিয়ে শোভন বলেন, ‘‘আগে রেড হলে মানুষ ভাবত, পর্যালোচনা করত, এখন মানুষের একটা দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছে- মানুষও জানে যে এটা একটা রাজনৈতিক চক্রান্ত। রাজনৈতিক কারণেই এই অভিযান।’’ নারদ মামলায় নাম রয়েছে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীরও। তাঁকে কেন কেন্দ্রয় তদন্তকারী সংস্থাকে ডাকছেন না, নাম না করে এদিন ফের সেই প্রশ্ন তোলেন শোভন। তিনি বলেন, ‘‘শুধু আজকে নয় ধারাবাহিকভাবে এই প্রক্রিয়া চলছে। রাজনৈতিক দল রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করুক। কিন্তু এভাবে ৬ বছর ধরে কোর্টে হাজিরা দিয়ে যাচ্ছি, আরও একজন রয়েছে, তাঁকে ডাকা হচ্ছে না। এর থেকেই তো উদ্দেশ্য স্পষ্ট।’’

ভোটদানে রাজনীতিবিদদের জবাবদিহিতা বাড়বে, প্রথমবারের ভোটারদের অনেক বড় দায়িত্বঃওয়াইসি

হায়দরাবাদ, ৩০ নভেম্বর ঃ ভোটদানে রাজনীতিবিদদের জবাবদিহিতা বা।বে, প্রথমবারের ভোটারদের অনেক ব। দায়িত্ব। বৃহস্পতিবার তেলেঙ্গানা বিধানসভা নির্বাচনে নিজ ভোট দেওয়ার পর বললেন অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমীন-এর সভাপতি আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। এদিন সকালে হায়দরাবাদের একটি পোলিং বুথে গিয়ে ভোট দিয়েছেন ওয়াইসি।ভোট দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছেন, আমি তেলেঙ্গানার জনগণকে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য নিজেদের ভোটের অধিকার প্রযোগ করার জন্য আহ্বান জানাই। শহুরে এলাকায় বসবাসকারীরা এই দিনটিকে ছুটির দিন হিসেবে ভাববেন না, ভোট দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভোট দিলে রাজনীতিবিদদের জবাবদিহিতাও বাড়বে। প্রথমবারের মতো ভোটারদের বড় দাযিত্ব পালন করতে হবে।

মুর্শিদাবাদের মোট ৪টি ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান

মুর্শিদাবাদ, ৩০ নভেম্বর ঃমুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকলের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক জাফিকুল ইসলামের বাড়িতে হানা দিল সিবিআই। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা প্রথমে বিধায়ক জাফিকুলের বাড়ি ঘিরে ফেলেন। ভিতরে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন সিবিআই আধিকারিকরা। তাঁদের বয়ানও রেকর্ড করা হয়। তবে বিধায়ক বাড়িতে রয়েছেন কি না, তা এখনও পরিস্কার নয়।শুধু জাফিকুলের বাড়িই নয়, মুর্শিদাবাদ জেলায় মোট চার জায়গায় সিবিআই তল্লাশি চলছে বলে খবর। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ছ'টা নাগাদ প্রথমে বড়ঞার কুলিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ী ঝন্টু শেখের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান শুরু করে সিবিআই। তল্লাশি অভিযান চলাকালীনই খবর আসে ডোমকলের বিধায়ক জাফিকুলের বাড়িতেও তল্লাশি শুরু করেছে সিবিআইয়ের চার সদস্যের দল। জাফিকুলের সিবিআই হানার কারণ অজানা।

মন্তব্য আজহারউদ্দিনের

হায়দরাবাদ, ৩০ নভেম্বর ঃ ভোট না দিলে প্রশ্ন করারও অধিকার নেই, উক্তি প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা কংগ্রেস প্রার্থী মহম্মদ আজহারউদ্দিনের। বৃহস্পতিবার সকালে সপরিবারে ভোট দেওয়ার পর মহম্মদ আজহারউদ্দিন বলেছেন, ভোট দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপনি ভোট না দেন, তাহলে প্রশ্ন করারও কোনও অধিকার নেই আপনার।তেলেঙ্গানা

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউট পর্বে উঠল আর্সেনাল

লন্ডন, ৩০ নভেম্বর ঃবি' গ্রুপে সেরা হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউট পর্বে উঠে গেল মিকেল আর্তেতার দল। লঁসএর সঙ্গে খেলা আমিমাংসিত রাখলেও আর্সোনালের শেষ ষোলো নিশ্চিত ছিল, আর জিতলে তো গ্রুপ সেরা। এই সমীকরণকে সামনে রেখে আর্সেনাল খেলতে নেমেছিল। প্রথমার্ধেই আর্সোনাল পাঁচ গোল করে এগিয়ে যায়। এর ফলে এই জয়ে গ্রুপ সেরা হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউট পর্বে পা রাখল মিকেল আর্তেতার দল। এমিরেটস স্টেডিয়ামে বুধবার রাতে ' গ্রুপের ম্যাচে লঁসকে ৬-০ গোলে উড়িয়ে দিল আর্সেনাল। এরফলে পাঁচ ম্যাচে চার জয়ে ১২ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হল আর্সেনাল। ৫ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে লঁস।

নাপোলিকে হারিয়ে রিয়ালের পাঁচে পাঁচ

সান্তিয়াগো, ৩০ নভেম্বর ঃ ম্যাচের শুরুতেই পিছিয়ে পড়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ। তবে বেশিক্ষণ পিছিয়ে থাকতে হয়নি। পিছিয়ে পড়ার কিছুক্ষণ বাদেই গোল শোধ করে এগিয়ে যায় তারা। তবে নাপোলি হাল ছাড়ে নি। তবে লা।ইয়ের শেষ দিকে আক্রমণের ঝড় তুলে বড় জয় তুলে নেয় কার্লো আনচেলত্তির দল।সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে বুধবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচটি ৪-২ গোলে জিতেছে রিয়াল। আর এই জয়ে টানা পাঁচ ম্যাচ জিতে ' গ্রুপের শীর্ষস্থান নিশ্চিত করল প্রতিযোগিতার রেকর্ড চ্যাম্পিয়নরা। শতভাগ সাফল্যে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গ্রুপ সেরা হল কার্লো আনচেলত্তির দল।

তেলেঙ্গানায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে বিজেপি, ভোট দেওয়ার পর বললেন জি কিশান রেড্ডি

হায়দরাবাদ, ৩০ নভেম্বর ঃ তেলেঙ্গানা বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে বিজেপি। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা তেলেঙ্গানার বিজেপি সভাপতি জি কিশান রেড্ডি। বৃহস্পতিবার সকালে ভোট দেওয়ার পর জি কিশান রেড্ডি বলেছেন, জনগণের উচিত নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করা। আমি জনগণের কাছে নিজ নিজ দাযিত্ব পালনের জন্য আবেদন করছি। আমি জনগণকে বলতে চাই, আজ আপনাদের কাছে সরকার বেছে নেওয়ার সুযোগ। জনগণকে প্রার্থী অথবা দলের দিকে তাকাতে হবে, মদের প্রলোভনে না পড়ে।বৃহস্পতিবার সকালে হায়দরাবাদের বরকতপুরায় ভোট দিয়েছেন জি কিশান রেড্ডি। ভোট দেওয়ার পর তিনি আরও দাবি করেছেন, আমাদের অন্য দলের বিধায়কদের প্রয়োজন নেই। আমরা রাজ্যে নিজেরাই সরকার গঠন করব। তেলেঙ্গানায় আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাব। রেড্ডির কথায়, তেলেঙ্গানার ভবিষ্যতের জন্য এবং একটি ভাল সরকারকে ক্ষমতায় আনতে, আমি জনগণের কাছে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করছি।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার সিবিআই এর র‍্যাডারে পার্থ ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য

দুরন্ত বার্তা, ৩০নভেম্বরঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাসগুপ্তর বাড়িতে বৃহস্পতিবার সাত সকালে হানা দিল সিবিআই। সূত্রের খবর, প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তল্লাশি চালানোর জন্যই সিবিআই গোয়েঃদারা পৌঁছেছেন সেখানে। আজ সকালবেলা নিজাম প্যালেস থেকে সিবিআই-এর দু'টি দল বের হয়। দুটি গাড়ি করে তাঁরা পৌঁছয় পাটুলিতে বাপ্পাদিত্যর বাসভবনে। গোয়েঃদা আধিকারিকদের সঙ্গে রয়েছেন নিরাপত্তারক্ষীরাও।পার্থ-র হাত ধরেই রাজনীতিতে আসা বাপ্পাদিত্যর। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর মানসপুত্র বলেই চিহ্নিত করা হয় তাঁকে। কলকাতা পুরসভার ১০১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা কলকাতা পুরনিগমের মুখ্যসচেতক বাপ্পাদিত্য তিনি। পার্থর গ্রেফতারির পর থেকেই গোয়েন্দাদের র‍্যাডারে ছিলেন এই তৃণমূল কাউন্সিলর। এরপর আজ তাঁর বাড়িতে পৌঁছলেন গোয়েন্দারা। তৃণমূল কাউন্সিলর দাবি করেছেন, সিবিআই-কে সব রকমভাবে সহযোগিতা করা হচ্ছে। যা যা নথি চাওয়া হবে তা গোয়েঃদাদের দেখানো হবে বলেও দাবি করেছেন তিনি। সূত্রের খবর, এই মুহূর্তে বাড়িতেই রয়েছেন বাপ্পাদিত্য। তাঁর সামনেই প্রাথমিক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার বিভিন্ন নথি-পত্র ঘেঁটে দেখছেন গোয়েন্দারা।বাপ্পাদিত্য দাসগুপ্ত ছাড়াও বেহালা এলাকার বেশ কয়েকজন কাউন্সিলর পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ হিসাবেই পরিচিত। যেহেতু তকালীন সময়ে শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন পার্থ, তাই শিক্ষদফতরের নিয়োগের ক্ষেত্রে কোথাও প্রভাব খাটানো হত কি না, টাকার বিনিময়ে কোনও রকম নিয়োগের কথা তিনি জানতেন কি না সবটাই বাপ্পাদিত্যর কাছ থেকে জানতে চাইছেন গোয়েন্দারা।উল্লেখ্য, গত বছর পার্থর গ্রেফতারি নিয়ে মুখ খুলেছিলেন এই তৃণমূল কাউন্সিলর। প্রাক্তন মন্ত্রীর এ হেন বিলাস বহুল বাড়ি ও তাঁর ঘর থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা উদ্ধার প্রসঙ্গে টিভি ৯ বাংলাকে জানিয়েছিলেন, তিনি স্তম্ভিত। জানা যায়, আগে ইন্ডিয়া পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড নামে যে সংস্থায় পার্থ চট্টোপাধ্যায় কাজ করতেন, সেই সংস্থাতেই এইচআর হিসেবে কর্মরত ছিলেন বাপ্পাদিত্য। সেখান থেকেই আলাপ। পার্থ-র কাছ থেকে কাজ শিখেছেন বলেও জানান কাউন্সিলর। এরপর বয়সে অনেকটাই বড় পার্থ-র হাত ধরে রাজনীতিতে প্রবেশ তাঁর। কার্যত পার্থ চট্টোপাধ্যায়কেই ' হিসেবে মানতেন তিনি।

নারদ মামলায় আদালতে হাজিরা শোভন, মদন, ববি-দের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী নারদ মামলায় বৃহস্পতিবার আদালতে হাজিরা দিলেন তিন অভিযুক্ত নেতা মদন- শোভন ও ববি। এদিন সকালেই ব্যাঙ্কশাল কোর্টে পৌঁছে যান রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র ও প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। তিনজনের গলাতেই এদিন ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব শোনা যায়। নারদ স্টিং অপারেশন মামলায় ২০২১ সালে গ্রেফতার করা হয়েছিল তাঁদের। গ্রেফতার হয়েছিলেন প্রয়াত নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায়ও। পরে তাঁরা জামিনে ছাড়া পেলেও নির্দিষ্ট সময় অন্তর হাজিরা দিতে হয় তাঁদের।শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেন, আমরা বলি বা না বলি, মানুষের একটা ধারনাই তৈরি হয়ে গিয়েছে যে এভাবে আসলে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হচ্ছে। সারা দেশ জুড়েই এমন ঘটনা ঘটছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। একই কথা শোনা যায় ববি হাকিমের গলাতেও। তাঁর দাবি, কোনও প্রমাণ ছাড়াই দিনের পর দিন তদন্ত চলছে।নারদ স্টিং মামলায় আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে। ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছিল, নগদ টাকা নিচ্ছেন ওই নেতারা। এরপরই তদন্ত শুরু করে সিবিআই। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর আচমকা তাঁদের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে সিবিআই। জেলেও কাটাতে হয় তাঁদের।

সপ্তাহান্তেই কী আসতে চলেছে ঘূর্ণিঝড় মিগজাউম? কী বলছে হাওয়া অফিস?

দুরন্ত বার্তা,৩০নভেম্বরঃ ডিজিটাল ডেস্কঃ আলিপুর আবহাওয়া অফিস সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত হবে সুস্পষ্ট নিম্নচাপ। শনিবার সেটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। যার নাম মিগজাউম। নামটি দিয়েছে মায়ানমারের দেওয়া। এর অভিমুখ থাকতে পারে পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম দিকে। ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার পর সেটি উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে। এরপর গতিপথ পরিবর্তন করলেও করতে পারে।জানা গিয়েছে, ঘূর্ণিঝড়টি অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল থেকে বাংলাদেশে মূলত আছড়ে পড়তে পারে। তবে ওড়িশা ও অন্ধ্র উপকূলের দিকেও ল্যান্ডফলের সম্ভাবনা।সপ্তাহন্তে আবহাওয়ার বদল ঘটতে পারে উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে। মেঘলা আকাশে ঢেকে থাকতে পারে এলাকা। শীতের পথে আপাতত কাঁটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ঘূর্ণিঝড়। শুধুমাত্র সকাল এবং সন্ধ্যেতে শীতের আমেজ বজায় থাকবে।এ দিকে, কলকাতায় কুড়ি ডিগ্রির উপরে চড়ল পারদ। আপাতত আংশিক মেঘলা আকাশ। রাতের তাপমাত্রা বাড়বে। কমবে দিনের তাপমাত্রা। সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০.৯ ডিগ্রি। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮.৯ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৪৩ থেকে ৯৩ শতাংশ।সপ্তাহের শেষের দিকে দার্জিলিং, কালিম্পংয়ে হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি। পার্বত্য এলাকা ছাড়া আপাতত মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশ।উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাতে একই রকম পরিবেশ শুকনো আবহাওয়া থাকবে আরও চার-পাঁচ দিন।

বিধানসভায় পুলিশ ডাকলেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বিজেপি জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননা করেছে এই ইস্যুতে বিধানসভায় পুলিশ ডাকেন স্পিকার বিমান বঃদ্যাপাধ্যায়। তবে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কিংবা কোনও বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে কোনও আইনি পদক্ষেপ করা হয়েছে কি না তা বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত স্পষ্ট নয়।বুধবার বিকেলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বিধানসভা। বি আর আম্বেদকরের মূর্তির নিচে তৃণমূলের ধরনা কর্মসূচি চলছিল। ছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোাপাধ্যায়ও। এদিকে অমিত শাহের সভা শেষ হতেই শুভেন্দু-সহ বিজেপির অন্য বিধায়করা বিধানসভায় হাজির হন। তৃণমূলের ধরনার অদূরে গাড়ি বারাঃদার নিচে পালটা ধরনা শুরু করেন তাঁরা। ' চোর' স্লোগান দিতে থাকেন। এদিকে তৃণমূলের কর্মসূচির ধরনার শেষে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে জাতীয় সঙ্গীত চলাকালীন বিজেপি স্লোগান দিতে থাকে। এর পরই তৃণমূল জাতীয় সঙ্গীত অবমাননার অভিযোগ তুলেছে বিজেপির বিরুদ্ধে।বিষয়টি নিয়ে স্পিকারের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ জানান তাপস রায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তাপস রায়ের অভিযোগ, আমাদের কর্মসূচির শেষ পর্বে জাতীয় সঙ্গীতের সময় বিজেপি তা অবমাননা করে। সূত্রের খবর, পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করতে ডিসি সেন্ট্রালকে বিধানসভায় ডেকে পাঠান স্পিকার। বৈঠকে কী সিদ্ধান্ত হয়েছে তা এখনও জানা যায়নি। যদিও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে বিষয়টিকে আমল দিতে নারাজ। বলছেন. ওদের যা ইচ্ছে করুক। এর আগেও ওরা আমাদের নামে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা করেছে।

' সরকারের উচিত সিএজি কে সব তথ্য দেওয়া' রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা,৩০নভেম্বরঃ দেশের রাজ্যগুলি ক্যাগ কে যথেষ্ট তথ্য দেয় না, এ অভিযোগ পুরানো নয়। এবার সেই কথাকে প্রাধান্য দিয়ে নাম না করে রাজ্য সরকারকে ক্যাগ-এর প্রয়োজনীয়তা বোঝালেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। সিএজি অফিসে গিয়ে তিনি বলেন, ক্যাগের কাজকে স্বাগত জানানো উচিত। প্রত্যেক প্রশাসনের নৈতিক কর্তব্য হওয়া উচিত। প্রত্যেক রাজ্যের সরকার যাতে ক্যাগের কাজকে গুরুত্ব দেয়, সেই বার্তাই দিয়েছেন রাজ্যপাল। বুধবার অডিট দিবস উপলক্ষে কলকাতার ' অ্যান্ড অডিট জেনারেল'-এর অফিসে উপস্থিত হয়ে.এভাবেই অডিটরদের কাজের বর্ণনা করেন রাজ্যপাল।রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে আগেই তথ্য গোপন করার অভিযোগ উঠেছে। রেশন বন্টন দুর্নীতি নিয়ে প্রশ্ন ওঠার পর আরটিআই-তে জানা গিয়েছিল, রাজ্যে কত রেশন কার্ড আছে, কোন ক্যাটেগরির উপভোক্তারা কী পান, রাজ্য সরকার মাসে বা সপ্তাহে কোন কার্ডে কতটা খরচ করে সে বিষয়ে কোনও তথ্যই দেওয়া হয়নি ক্যাগ-কে।রাজ্যপাল এদিন বলেন, সিএজি সর্বদা সত্য তথ্য তুলে ধরে। কে দোষী, কে দোষী নয়, তা সিএজি-র অডিটররা বের করে আনেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, অর্থ কোথায় ব্যয় হচ্ছে, তা সঠিকভাবে খতিয়ে.দেখার জন্য সিএজি-কে তথ্য দেওয়া উচিত। কারণ তারা বেহিসেবি খরচ নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করে, কে দোষী তা খুঁজে বের করতে পারেন একমাত্র অডিটররা। রাজ্যপাল আরও বলেন, অডিটরদের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, মানুষের কষ্টের উপার্জন করা অর্থ কোথায় খরচ হচ্ছে, সেই হিসেব রাখা খুবই জরুরি।

এবারের কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে থাকছে অরিজিতের চমক

দুরন্ত বার্তা ,৩০নভেম্বরঃ ৫ ডিসেম্বর শুরু হতে চলেছে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উসব। ২৯ তম বছরে এসে কী কী চমক থাকছে এবারের উৎসবে, সেই দিকেই তালিকে রয়েছেন এখন দর্শকেরা।বুধবার এই অনুষ্ঠান নিয়ে সাংএদিক বৈঠক ও অনুষ্ঠিত হয়ে গেল , এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক গৌতম রায়, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মন্ত্রী ইন্দ্রলীন রায়। এ ছাড়াও মিমি চক্রবর্তী, সোহম চক্রবর্তী, হরনাথ চক্রবর্তী, চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, জুন মালিয়া, অরিন্দম শীলের মতো চিত্র পরিচালক এবং টলিউডের কলাকুশলীরা। এ দিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল লোগোর উন্মোচন করা হয়েছে। তবে এবার উদ্বোধনে থাকছেন না শাহরুখ খান। খবর সামনে এসেছিল আগেই। তবে এই মন খারাপের মাঝেই মিলল অন্য এক সুখবর, সকলের প্রিয় গায়ক অরিজি সিং এবারের অনুষ্ঠানের অংশ। চলচ্চিত্র উসবের থিম সং গেয়েছেন তিনি।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃদ্যাপাধ্যায়ের ভাবনায় এবারের তৈরি থিম সং অরিজি সিং-এর কণ্ঠে। শাহরুখ খানের সামনে রং দে তু মোহে গেরুয়া গাইবার পর জলঘোলা হয়েছিল বহু। বিভিন্ন মহলে তা নিয়ে চর্চাও ছিল তুঙ্গে। তবে সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে এবার চলচ্চিত্র উসবে অরিজি সিং-এর গলায় গান থাকাতে বেজায় খুশি ভক্তরা। শোনা যাচ্ছে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে থাকছেন, সলমন খান, অনিল কাপুর, কমল হাসান, শত্রুঘ্ন সিনহা, সোনাক্ষী সিনহা, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায.প্রমুখেরা। পাশাপাশি শোনা যাচ্ছে মহেশ ভাটের থাকার কথাও।এ বছর সিঙ্গেল স্ক্রিনের পাশাপাশি মাল্টিপ্লেক্সেও দেখানো হবে চলচ্চিত্র উৎসবের সিনেমা। ২৩টি প্রেক্ষাগৃহে মোট ২১৯টি ছবি দেখানো হবে এ বছরের চলচ্চিত্র উসবে। এ বছরের চলচ্চিত্র উসবের ক্যাচলাইন ' সিনেমার বঙ্গ ভ্রমণ'। ফোকাস কাঃট্রি হবে স্পেন ও অস্ট্রেলিয়া। ২০২৩ সালের চলচ্চিত্র উসবের উদ্বোধনী ছবি, উত্তম কুমার এবং তনুজার অভিনীত ' নেয়া'।

৩০ টাকা ও সামান্য জলে মুক্তি দূরারোগ্যব্যাধি, কু-সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের দেদার প্রচার

জয়দীপ মৈত্র,দক্ষিণ দিনাজপুরঃ দশদিকপ্রশাসনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিযে.বিজ্ঞানের যুগেও বুজরুকির দাপট দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সীমান্ত শহর হিলিতে। ত্রিমোহিনী হাই স্কুল মাঠে রীতিমতো প্যান্ডেল ও মাইক বাজিয়ে.কু-সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের দেদার প্রচার । আর যার আড়ালেই চলছে দুঃস্থ মানুষদের পকেট কাটবার কৌশল। এমনই ঘটনার সাক্ষী রইল হিলিবাসি। মূলত বুজরুকি কান্ড কারখানা জমে উঠেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি ব্লকের ত্রিমোহিনী হাইস্কুল মাঠে। মাত্র ত্রিশ টাকার একটি টিকিট কেটে ভেতরে প্রবেশ করে মঞ্চে উপস্থিত ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে পৌছালেই গায়েব হয়ে যাচ্ছে দূরারোগ্য সমস্ত ব্যাধি, এমনই দাবি সেখানে আসা ব্যক্তিদের। ক্যান্সার থেকে বন্ধ্যাত্ব, পেটের রোগ থেকে পিঠের রোগ, দাঁত ব্যাথা থেকে শুরু করে কান ব্যাথা শুধুমাত্র একটি ত্রিশ টাকার টিকিট আর সামান্য জলেই মিলছে মুশকিল আসান। অভিযোগ উঠেছে বিহার থেকে আগত কিছু ব্যক্তির বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, রীতিমতো তারস্বরে মাইক বাজিয়ে চলছে তার দেদার প্রচার। আর যার খপ্পরে পড়ে জেলা ও জেলার বাইরের বহু অজ্ঞ ও দুঃস্থ লোকেদের ভিড় উপচে পড়েছে এলাকায়। কেটে নেওয়া হচ্ছে খাওয়া ও থাকার বিনিময়ে মোটা অঙ্কের টাকাও। যেখানে চাঁদের বুকে চন্দ্রযান পাঠিয়ে গোটা বিশ্বকে তাক লাগাচ্ছে ভারত, ঠিক তখন হিলিতে খোদ প্রশাসনের নাকের ডগায় কিভাবে এমন তারস্বরে মাইক বাজিয়ে কু-সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের দেদার প্রচার চলছে তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। যদিও এনিয়ে প্রশাসনের অনুমতি রয়েছে বলেই দাবি করেছেন মুক্তির পথ চাঙ্গাই সভার কর্তৃপক্ষ।কৃষ্ণ বন্ধু মহন্ত ও এক আদিবাসী মহিলা বলেন, ক্যান্সার থেকে বন্ধ্যাত্ব সব দূর হয়ে যায় এখানে। এমনটা শুনে তারা তাদের সমস্যা নিয়ে হাজির হয়েছেন ও ত্রিশ টাকার টিকিট কেটেছেন। মালদার ইংরেজবাজার থেকে আগত মহম্মদ মোস্তাক বলেন, দু'দিন ধরে এখানে রয়েছেন। সাতশো টাকা নেওয়া হয়েছে তার কাছ থেকে। ছেলে কথা বলতে পারে না, যে সমস্যা নিয়ে তিনি হাজির হলেও কাজের কাজ

তেলেঙ্গানায় ভোট-যুদ্ধ শুরু ভাগ্যপরীক্ষা হচ্ছে ২,২৯০ জন প্রার্থীর, আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা

হায়দরাবাদ, ৩০ নভেম্বর ঃ তেলেঙ্গানায় শুরু হয়ে গিয়েছে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। বৃহস্পতিবার সকাল সাতটা থেকে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ, চলবে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। তেলেঙ্গানা বিধানসভা নির্বাচনে বৃহস্পতিবার ২,২৯০ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ হচ্ছে, এর মধ্যে ২২১ জন মহিলা প্রার্থী। উল্লেখযোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন-ভারত রাষ্ট্র সমিতির প্রধান তথা মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও, তাঁর মন্ত্রী-পুত্র কে টি রামা রাও এবং বিজেপির লোকসভার সাংসদ বান্দি সঞ্জয়.কুমার, ডি অরবিন্দ এবং সোয়াম বাপুরাও প্রমুখ। সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন সুনিশ্চিত করতে যাবতীয় বন্দোবস্ত গ্রহণ করা হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী কেসিআর দু''টি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, যথাক্রমে গাজওয়েল্ এবং কামারেড্ডি। গাজওয়েল আসনে বিজেপি প্রার্থী করেছে ইটালা রাজেন্দরকে। তেলেঙ্গানায় এবার লড়াই হচ্ছে মূলত ত্রিমুখী, ক্ষমতাসীন বিআরএস-কে জোরদার টক্কর দিতে প্রস্তুত বিজেপি ও কংগ্রেস। তেলেঙ্গানায় মোট ভোটদাতার সংখ্যা ৩ কোটি ২৬ লক্ষের বেশি। ৩৫ হাজার ৬৫৫টি ভোটকেন্দ্রে ৩ কোটি ২৬ লক্ষের বেশি ভোটদাতা নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করছেন। এর মধ্যে ১২ হাজারের অধিক ভোটকেন্দ্রকে স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।২০১৮ সালের সর্বশেষে বিধানসভা নির্বাচনে, ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস), যা আগে তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি (টিআরএস) নামে পরিচিত ছিল, ১১৯টি আসনের মধ্যে ৮৮টি আসনে জয়লাভ করেছিল, মোট ভোটের হার ছিল ৪৭.৪ শতাংশ। কংগ্রেস মাত্র ১৯টি আসন জিতে দ্বিতীয়.স্থান দখল করেছিল।ভোটদানকে ঘিরে সকাল থেকেই সাধারণ মানুষের মধ্যে উসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছে। সকাল সকাল ভোট দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও তেলেঙ্গানার বিজেপি সভাপতি জি কিশান রেড্ডি। ভোট দিয়েছেন বিআরএস এমএলসি কে কবিতাও। সকালেই ভোট দিয়েছেন তামিল অভিনেতা আল্লু অর্জুন।

শীতের পসরা নিয়ে তিলোত্তমায় হাজির ভুটিয়ারা, ঠান্ডার আমেজ না থাকায় বিকিকিনি মন্দ!

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর ঃ শহরে শীতের আমেজ এখনও সেভাবে অনুভূত হচ্ছে না, জমজমাট ঠান্ডাও উধাও। যদিও, এরই মধ্যে শীত বস্ত্র নিয়ে মহানগরীতে বিকিকিনির জন্য হাজির হয়েছেন ভুটিয়ারা। প্রতি বছরের মতো এ বারেও শীতের রকমারি পোশাকের সম্ভার নিয়ে হাজির হয়েছেন তাঁরা। কলকাতার ওয়েলিংটন এলাকায় শীতের রকমারি পোশাক, শোয়েটার, মাফলার, শাল নিয়ে হাজিরা হয়েছেন ভুটিয়ারা। নানা ধরনের শীতের পোশাকে সেজে উঠেছে ওয়েলিংটন চত্বর। জানুয়ারি শেষ পর্যন্ত থাকবেন ভুটিয়ারা।প্রতিবারই তাঁরা আসেন, অন্যথা হল না এবারও। বেচাকেনায় এখনও পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি হয়নি তাঁদের, তার ওপর শীতের আমেজও উধাও। ফলে শীতবস্ত্র কেনার হি।কিও প।নেি মানুষের মধ্যে। স্বাভাবিকভাবেই এই মুহূর্তে বিকিকিনি হচ্ছে মন্দ। তবে, বিক্রেতাদের আশা, আগামী কিছু দিনের মধ্যে শহরে শীতের আমেজ বাড়লেই তাঁদের বিক্রিও বাড়বে। আপাতত সেই আশাতেই পার্বত্য এলাকা থেকে আসা এই বিক্রেতারা। অনলাইন ব্যবসার রমরমার সময় আজকাল, তা-ও ওয়েলিংটন পার্কের ভুটিয়াদের অস্থায়ী গরম জামার দোকানে অন্য টানে ছুটে আসেন ক্রেতারা।

প্রবল বৃষ্টিতে স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত চেন্নাইয়ে, দুর্যোগের কারণে বন্ধ স্কুল

চেন্নাই, ৩০ নভেম্বরঃপ্রবল বৃষ্টিতে স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল তামিলনাড়ুর রাজধানী চেন্নাইয়ে। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট সাইক্লোনিক সার্কুলেশনের ফলে তামিলনাড়ুর চেন্নাইযে.বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টিতে বিভিন্ন স্থানে জল জমে যায়, এই দুর্যোগের কারণে চেন্নাইয়ে বৃস্পতিবার সমস্ত স্কুল বন্ধ রাখা হয়। পুজল হ্রদ, যা রেড হিলস লেক নামেও পরিচিত, এই এলাকায় অবিরাম বৃষ্টিপাতের কারণে উপচে পড়ে। তাই হ্রদ থেকে ৩৮৯ কিউসেক জল ছাড়া হয়।সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। প্রশাসনিক আধিকারিকদের প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বৃহত্তর চেন্নাই কর্পোরেশনের কমিশনার ডঃ জে রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন, আমরা অল্প সময়ের মধ্যে অভূতপূর্ব বৃষ্টিপাতের সাক্ষী হয়েছি। মুখ্যমন্ত্রী পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। আমরা শহরের কিছু

চ্যাম্পিয়নস লিগে ১০ হাজারতম গোল সের্গিও রামোসের

মাদ্রিদ, ৩০ নভেম্বর ঃ সানরচেজ পিজুয়ান স্টেডিয়ামে গতকাল রাতে রেকর্ড গা।ে ফেলল সের্গিও রামোস। পিএসভির কাছে সেভিয়ার ৩-২ গোলে হারের ম্যাচে নতুন এক মাইলফলকও দেখেছে চ্যাম্পিয়নস লিগ। ১০ হাজারতম গোল! ইভান রাকিতিচের ক্রস থেকে হেডে চ্যাম্পিয়নস লিগে ১০ হাজারতম গোলটি করেন সেভিয়া ডিফেন্ডার সের্গিও রামোস। এ প্রতিযোগিতায় ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে প্রথম গোলটি করেছিলেন এই স্প্যানিশ তারকা।এই গোল করে রামোস চ্যাম্পিয়নস লিগে সবচেয়ে বেশি বয়সে গোলের তালিকায় চারেও উঠে এলেন। ৩৫ বছর ২৪৪ দিন বয়সে গোল করলেন তিনি। আর ডিফেন্ডার হিসেবে চ্যাম্পিয়নস লিগেও সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ডে ভাগ বসিয়েছেন রামোস (১৬)। রবার্তো কার্লোস ও জেরার্ড পিকের গোলসংখ্যাও ১৬।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,০১ডিসেম্বর ঃ শুক্রবার, ১৪অগ্রহায়ন মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ ০১ডিসেম্বরঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতঃন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১৪অগ্রহায়ন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ১৪অগ্রহায়ন মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ১৪অগ্রহায়ন মাস ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০১ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯১শতকরা এবং ৪৯শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বৃহঃবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ২৫মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ০১ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেএ স্বাস্থ্য সুন্দরথাকবে। আপনি অর্থের গুরুত্বটি খুব ভালভাবেই জানেন, যে কারণে আপনি আজ যে অর্থ সঞ্চয় করছেন তা হবে। **বৃষভ রাশিঃ**অন্যদের সাথে খুশি ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে স্বাসে্হ্যর বিকাশ ঘটতে পারে। **মিথুন রাশিঃ**তেল এবং মশলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। আপনি আজ যথেষ্ট পরিমাণে অর্থের অধিকারী হবেন এবং এর সাথে মানসিক শান্তি থাকবে। শুভদিন **কর্কট রাশিঃ**আপনার জন্য নিছকই আনন্দ এবং মজা- যেহেতু আপনি পূর্ণমাত্রায় জীবন উপভোগ করতে নেমে পড়েছেন **সিংহ রাশিঃ**খুশিতে ভরা ভালো দিন। নিজের জন্য অর্থ সাশ্রয়ের আপনার ধারণাটি আজ সম্পন্ন হতে পারে। আজ আপনি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে । **কন্যারাশিঃ**আপনার ইচ্ছা শক্তির অভাব আপনাকে আবেগগত ও মানসিক মনোভাবের শিকার করতে পারে। একদিনের জন্য বাঁচার মানসিকতার ফলে । **তুলা রাশিঃ**জয় উদযাপন আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে। **বৃশ্চিক রাশিঃ**বাচ্চাদের সাথে খেলা আপনাকে এর চমকার নিরাময়কারী অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। একদিনের জন্য বাঁচার **ধনু রাশিঃ** আপনার ঝগড়াটে ব্যবহার জন্য আপনার শত্রুর তালিকা বৃদ্ধি পাবে। পরে আপনি অনুতপ্ত হবেন যে কেউ আপনাকে এই রকম ব্যবহার করে **মকর রাশিঃ**আজ স্বাস্হ্য সুন্দর থাকবে। আপনি আজ যথেষ্ট পরিমাণে অর্থের অধিকারী হবেন **কুম্ভ রাশিঃ**আপনার শক্তিঃ পুনরুদ্ধার করতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন। আপনার একজন পুরানো বন্ধু আপনাকে কীভাবে আজ ব্যবসায়িকভাবে আরও বেশি লাভ অর্জন করতে পারে সে সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পারে **মীন রাশিঃ** আজ আপনি আপনার স্বাস্হ্য এবং চেহারা উন্নত করার যথেষ্ট সময় পাবেন। এই চিহ্নের কিছু নেটিভ তাদের বাচ্চাদের মাধ্যমে

পার্টি সিজনে বার পাবে বিশেষ নজর লাল বাজারের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ৩০ নভেম্বর ঃ সামনেই পার্টি সিজন, আর এই সময়ে যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা বা দুর্ঘটনা এড়াতে শহরের নামকরা পাব বা রেস্তোরাঁগুলির সামনে নাকা চেকিং করার পদক্ষেপ করতে চলেছে কলকাতা পুলিশ। সেক্ষেত্রে এই পাবগুলি থেকে কেউ মদ্যপ অবস্থায় বার হয়ে গাড়ি চালাচ্ছেন কিনা, সেই দিকে নজরদারি চালানো হবে। জানা যাচ্ছে, নভেম্বরের ১৭ তারিখ থেকে ২৪ তারিখ -এক সপ্তাহের মধ্যে ৩৫৯টি মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর খবর সামনে আসে। এরপরেই এই ধরনের ঘটনা এড়ানোর জন্য নড়েচড়ে বসে পুলিশ। শীতকালে পার্টির মরশুম। লালবাজার সূত্রে খবর, সপ্তাহান্তে নজরদারি আরও বাড়ানো হতে পারে। ডিসেম্বর মাসেই এই ধরনের নজরদারি আরও বাড়ানো হয়ে থাকে। কিন্তু, চলতি বছর তা আরও আগে থেকে শুরু করা হয়েছে। ২০২২ সালে মদ্যপান করে দুর্ঘটনার যে পরিসংখ্যান ছিল তা কম করতে মরিয়া লালবাজার। আর সেই জন্যই যাবতীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে প্রশাসনের তরফে। এর আগে ১০ টার পর থেকে শহরের বিভিন্ন 'পাব জোন' গুলিতে 'শ্বাস পরীক্ষা' করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে। শহরের সমস্ত ট্রাফিক গার্ড পয়েন্টে যাতে এই যন্ত্র মোতায়েন থাকে, সেই জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, গত কয়েক বছর ধরে নভেম্বর , ডিসেম্বর এই দুই মাসে পথ-দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান সর্বাধিক বলে জানা যাচ্ছে। আর এই ধরনের ঘটনা অপেক্ষাকৃত বেশি রিপোর্ট আসে ইএম বাইপাস, জোড়াবাগান, নিউ পার্ক স্ট্রিট এলাকা থেকে। অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক ঘটনা ঘটেছে পার্ক স্ট্রিট, ক্যামাক স্ট্রিট এলাকায়। উক্ত এলাকা গুলির পাশাপাশি শহরের অন্যান্য এলাকাগুলিতে নতুন করে যাতে এই ধরনের ঘটনা মাথাচাড়া দিয়ে না ওঠে, সেই জন্য পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। পাবগুলির সামনের রাস্তায় ক্রমাগত নজরদারি চালানো হচ্ছে। একইসঙ্গে, রাতের দিকে অতিরিক্ত কড়া প্রহরার ব্যবস্থা থাকছে। প্রসঙ্গত, হেলমেট পরা থেকে শুরু করে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি না চালানো নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে বিভিন্ন প্রচারমূলক পোস্ট করা হয় পুলিশের ফেসবুক পেজেও।

হিমঘরে আলু মজুত রাখার সময়সীমা বৃদ্ধি করেছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ নভেম্বর ঃ রাজ্য সরকার চলতি বছরে হিমঘরে আলু মজুত রাখার সময়সীমা বৃদ্ধি করেছে। হিমঘরগুলিতে এখনও পর্যন্ত পর্যাপ্ত আলু মজুত থাকায় তার সময়সীমা বৃদ্ধি করে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত করা হয়েছে বলে কৃষি বিপণন দপ্তর থেকে জারি করা এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে। এইজন্য দক্ষিণবঙ্গে কুইন্টাল প্রতি ১৮ টাকা ৬৬ পয়সা ও উত্তরবঙ্গে ১৯ টাকা ১১ পয়সা করে ভাড়া দিতে হবে বলে জানানো হয়েছে। হিমঘরগুলিতে এখনও পর্যন্ত ১০ লক্ষ টন আলু মজুত রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য এর আগে আজই হিমঘরগুলিতে আলু মজুত রাখার সময়সীমা শেষ হওয়ার কথা ছিল।

সুন্দরবনে শুরু হতে চলেছে পাখি উৎসব, শুরু অংশ গ্রহণের আবেদন পত্র নেওয়ার কাজ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন, ৩০ নভেম্বর ঃ সুন্দরবনে নতুন বছরের শুরুতে শুরু হতে চলেছে পাখি উৎসব। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প ও বন দফতরের উদ্যোগে এই উৎসব হবে। পাখি প্রেমীদের উৎসাহ এবং পাখি উৎসবের সুফলকে মাথায় রেখে আগামী বছরের শুরুতে পাখি উৎসব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সুন্দরবনে। এই বছর ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে তিন দিন সুন্দরবনের বিভিন্ন নদী-খাঁড়িতে ঘুরে সুন্দরবন এলাকার পাখিদের ছবি তুলেছেন, তথ্য সংগ্রহ করেছেন পাখিপ্রেমীরা। ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে আবার পাখি উৎসব করছে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের। ১৭ জানুয়ারি শুরু হয়ে ২০ জানুয়ারি শেষ হবে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকেরা। প্রথম বার পাখি উৎসবের রিপোর্ট বিচার-বিশ্লেষণ করে বন দফতর জানিয়েছিল, ১৪৫ প্রজাতির পাখির দেখা মিলেছে সুন্দরবনে। পাঁচ হাজারের বেশি পাখির দর্শন পেয়েছিলেন উৎসবে যোগদানকারী পাখিপ্রেমীরা। গত বার তিন দিন ধরে এই উৎসব চললেও এ বার উৎসব চার দিনের হবে বলেই জানিয়েছেন বনকর্তারা। গত বছর যেখানে ৬ টি দলে ৩৪ জন পাখিপ্রেমী উৎসবে যোগদান করতে পেরেছিলেন। এবার ৮ টি দলকে অনুমতি দেওয়া হবে বলে বন দফতর জানিয়েছে। ফলে আর ও বেশি পক্ষীপ্রেমীরা পাখি দেখার সুযোগ পাবেন। গত বার ৫০৬৫ টি পাখির দেখা পেয়েছিলেন যোগদানকারীরা। সে বার শীতের একেবারে শেষ লগ্নে উৎসব হয়েছিল। এ বার আরও প্রায় মাসখানেক আগে এই উৎসব হওয়ায় এবং বেশি দিন ধরে হওয়ায় আরও অনেক বেশি পাখির দর্শন মিলবে বলে আশা বন দফতরের। গত বছরের পাখি উৎসব থেকে বন দফতর বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলো পাখিকুলকে রক্ষার জন্য। শীতে যে সমস্ত পরিযায়ী পাখি সুন্দরবন এলাকায় আসে, তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হচ্ছে। যাতে কোনও ভাবেই কেউ পাখি শিকার না করে, সে দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। শুধু সুন্দরবনের জঙ্গল এলাকা নয়, আশপাশের লোকালয়গুলিতেও পাখিদের নিরাপত্তা বাড়াতে গ্রামবাসীদের সচেতন করার কাজ শুরু হয়েছে। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জোন্স জাস্টিন বলেন, গত বার পাখি উৎসবে ব্যাপক সাড়া মিলেছিল। আর সে কারণে এবারও পাখি উৎসব হবে সুন্দরবনে। পাখিদের জন্য যাতে নিরাপদ স্থান হয়ে উঠতে পারে এই সুন্দরবন, সেই বিষয়ে উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। পাখিদের সংরক্ষণেই এই উৎসবের মূল লক্ষ্য। সুন্দরবনের গোসাবার সজনেখালিতে এই উৎসবের সূচনা হবে। অনলাইনে আবেদন করা যাবে এই উৎসবে যোগদানের www.sundarbantigerreserve.org ও www.wildbengal.com এই ওয়েবসাইট দু'টি বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে খুলে দেওয়া হয়েছে আবেদনকারীদের জন্য। ১ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন পাঠানো যাবে। মাথাপিছু খরচ প্রায় ১০ হাজার টাকা। এই দু'টি ওয়েবসাইটে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে বলে জানানো হয়েছে বন দফতরের তরফে। আর সুন্দরবনে আবার পাখি উৎসব হবার খবরে খুশির হাওয়া পাখি প্রেমীদের কাছে।

মোয়ার মান বাড়ানোর জন্য সরকারি উদ্যোগে কনকচূড় ধান চাষ করা হলো

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৩০ নভেম্বর ঃ শীত পড়ে গেছে খাতায় কলমে। তবে এখনো ঠান্ডা নেই বললেই চলে। আর শীতের সাথে জড়িয়ে আছে জয়নগর ও বহড়ুর মোয়ার নাম। যা ছাড়া শীতকে শীত বলে মনে হয় না। আর এই মোয়া তৈরির অন্যতম উপাদান কনকচূড় ধান। এই ধানের খই দিয়ে তৈরি হয় সুস্বাদু জয়নগর ও বহড়ুর মোয়া। কনকচূড় ধান সংগ্রহ করে আনতে মোয়া প্রস্তুতকারকদের আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন প্রান্তে ছুটতে হতো। আর এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এলো রাজ্যে সরকার কৃষি দপ্তর। জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের কৃষিবিভাগ কয়েক মাস আগে আতমা প্রকল্পের আওতায় ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিয়েছিল কনকচূড় ধানের বীজ ও সার। আর সেই বীজই এবার জয়নগরে চাষ করেছিল কয়েকজন মোয়া ব্যবসায়ী। আর এখন জমি থেকে সেই ধান তোলার কাজের শেষ পর্যায় চলছে। আর তার পরেই শুরু হয়ে যাবে মোয়া তৈরির প্রক্রিয়া। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন এখন মোয়ার গুণগত মান বজায় রাখা ও উৎপাদন বাড়ানোর দিকে নজর দিয়েছে। তাদের পরামর্শে কয়েক মাস আগে জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের বহড়ু ক্ষেত্র, খাকুরদহ, রাজাপুর-করাবেগ এবং চালতাবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ২০ জন মোয়া প্রস্তুতকারককে কনকচূড় ধানের বীজ, ২৫ কেজি করে জৈব সার ও জৈব কীটনাশক তুলে দিয়েছিল ব্লকের কৃষিবিভাগ। কনকচূড় ধানের চাষ মূলত হয় রায়দিঘির কাশীনগর , মন্দিরবাজারের লক্ষ্মীকান্তপুরে। মোয়ার মরশুম শুরুর আগে এসব এলাকা থেকে ধান নিয়ে গিয়ে তবেই মোয়া তৈরি শুরু হতো। এতে খরচও যেমন বেশি পড়ত, তেমনই গুণগত মান বজায় রাখতে গিয়ে নানা সমস্যায় পড়তে হতো। এই ব্যাপারে জয়নগরের এক মোয়া ব্যবসায়ী রাজেশ দাস জানান, মোয়ার গুণগত মান নির্ভর করে কনকচূড় ধানের উপর। বাজারে এই ধানের ঘাটতি থাকায় অনেক অসাধু ব্যবসায়ী অন্য ধানের খই দিয়ে মোয়া তৈরি করতেন। এর সমাধানে ব্লক কৃষিবিভাগ কনকচূড় ধানের চাষ প্রসারের উদ্যোগ নিয়েছিল। সুফলও মিলছে। বহড়ুর আরেক এক মোয়া ব্যবসায়ী গনেশ দাসের কথায় সরকারি উদ্যোগে কনকচূড় ধানের চাষ এলাকায় হওয়ায় এবারে আসল মোয়ার স্বাদ পাবে খাদ্য প্রেমীরা। এই ব্যাপারে জয়নগর ১ নং ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা মহাদেব বারুই বলেন, জয়নগর এলাকায় আগে ঠিকমতন কনকচূড় ধানের চাষ হতো না। দূরের এলাকা থেকে এই ধানের খই এনে মোয়া তৈরি হতো। তাতে খরচ বেড়ে যেত মোয়ার। আর সেই কারনে আতমা প্রকল্পের আওতায় কুড়ি জনকে বীজ, সার ও কীটনাশক দিয়েছিলাম। আর সেই চাষ করা হয়েছে জয়নগরে। আগামী দিনে এই চাষে সহায়তা করা হবে। আর এই কনকচূড় ধানের খই থেকে তৈরি আসল মোয়ার স্বাদ থেকে কেউ বঞ্চিত হবে না।

বাস, ট্রাম নয়! এবার অটোতেই পৌঁছে যাবেন কলকাতা টু বনগাঁ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ৩০ নভেম্বর ঃ রোজ বিভিন্ন কারণে প্রচুর মানুষ কলকাতা থেকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া বনগাঁয় যাতায়াত করেন। আর বনগাঁয় যাতায়াত মানেই নয় লোকাল ট্রেন অথবা বাস। কিন্তু ব্যস্ত সময়ে বাস ট্রেনে ওঠা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ভিড় এড়িয়ে যদি আপনি বনগাঁ সফর করতে চান সেক্ষেত্রে বনগাঁ যাবার আরো একটি বিকল্প পথ বাতলে দিতে পারি। উল্টোডাঙা থেকে অটোয় চেপে প্রথমেই পৌঁছে যান বাগুইআইটি। সেখান থেকে অটোয় চেপে এয়ারপোর্ট ১ নম্বর গেট। এয়ারপোর্ট থেকে পরবর্তী অটো ধরে পৌঁছাতে হবে মধ্যমগ্রাম চৌমাথা মোড়। সেখান থেকে বারাসত চাঁপাডালি যাওয়ার অটো ধরতে হবে। বারাসত চাঁপাডালি মোড় থেকে পাওয়া যায় বিড়া ও গুমার অটো। কোনও একটি রুটের অটো চেপে পৌঁছে যান বিড়া বা গুমা। সেখান থেকে মিলবে হাবড়া যাওয়ার অটো। হাবড়া পৌঁছে ধরুন গাইঘাটা যাওয়ার ডিজেল চালিত অটো। গাইঘাটা থেকে অটো ধরে পৌঁছে যেতে পারেন বনগাঁ। কলকাতা থেকে অটোয় বনগাঁ পৌঁছাতে সব মিলিয়ে ১৫০ থেকে ১৬০ টাকা খরচ হবে। এক্ষেত্রে কমবেশি আড়াই থেকে তিনঘণ্টা সময় লাগবে। তবে পর্যাপ্ত যাত্রী না পাওয়া গেলে কোনও কোনও অটোস্ট্যান্ডে অপেক্ষা করতে হতে পারে। অটো ইউনিয়ন সূত্রে জানা গিয়েছে, যাত্রী সংখ্যার উপর বা রাতের বেলা ভাড়া খানিক বাড়তে পারে। তরফে এমনটাই জানানো হয়েছে।

সম্প্রীতি উড়ালপুলে বাইক আরোহীকে পিষল ট্যাঙ্কার

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ড হারবার, ৩০ নভেম্বর ঃ আবার সম্প্রীতি উড়ালপুলে দুর্ঘটনা। এবার এক বাইক আরোহীকে পিষে দিল তেলবাহী ট্যাঙ্কার। বৃহস্পতিবার সকাল দুর্ঘটনাটি ঘটে মহেশতলা থানার পুরাতন ডাকঘরের কাছে সম্প্রীতির উড়ালপুলে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বজবজ থেকে তারাতলার দিকে বাইক আরোহী যাচ্ছিলেন। কলকাতার দিক থেকে আসছিল ট্যাঙ্কারটি। অভিযোগ, বাইকটি আচমকা বামদিক থেকে ডানদিকে চলে আসে। দৃশ্যমানতার অভাবে ট্যাঙ্কারটি পিষে দেয় বাইক আরোহীকে। সেই সময় রাস্তা বেশ ফাঁকা ছিল। পরে পথচারীরা রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছে মহেশতলার থানার পুলিশ। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বেহালার বিদ্যাসাগর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মৃতের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। ডিএসপি (শিল্প) নিরুপম ঘোষ বলেন, দুর্ঘটনার কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে দেহের অবস্থা দেখে মনে করা হচ্ছে ভারী গাড়ি পিষে দিয়েছে। লোকে দেখে পুলিশকে খবর দেয়। সেভাবে লোক ছিল না রাস্তায় তখন। তবে মৃত্যুর কারণ এখনও জানা যায়নি। পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

ডাকাতির আগেই অস্ত্র সহ ধৃত ২ জনকে আদালতে তোলা হল

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৩০ নভেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার ডাকাতির আগেই অস্ত্র সহ ধৃত দুজনকে জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। আবার বড়সড় সাফল্য পেলো জয়নগর থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার রাতে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নির্দেশে জয়নগর থানার এস আই বলরাম মন্ডল ও তাঁর টিমের হাতে জয়নগর থানার গোয়ালবেড়িয়া বাজার এলাকা থেকে ডাকাতির আগেই অস্ত্র সহ গ্রেফতার করা হয় দুজনকে। ধৃত দুজন হল মাজিদ মন্ডল, বাড়ি ডায়মন্ডহারবার থানার বাগদা রাজপাড়া এলাকায় এবং এম ডি নাসির, বাড়ি জয়নগর থানার বাটরা এলাকায়। ধৃত মাজিদের কাছ থেকে একটি দেশি বন্দুক ও এক রাউন্ড কার্তুজ এবং ধৃত এম ডি নাসিরের কাছ থেকে একটি ভোজালি উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃতদের বৃহস্পতিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচির লাগাতার প্রচারে মিলেছে সুফল

হাওড়াতেও কমেছে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার, দাবি পুলিশ কমিশনারের

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ৩০ নভেম্বর ঃ 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' কর্মসূচির লাগাতার প্রচারে মিলেছে সুফল, হাওড়াতেও কমেছে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার। হাওড়ায় দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় কমেছে। তার কারণ হাওড়ায় বিভিন্ন জায়গায় 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষের সচেতন হওয়া। তার জন্যই এই দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা কমেছে। বৃহস্পতিবার সকালে হাওড়ার বালিটিকুরির নবজাগরণ সংঘের মাঠে হাওড়া সিটি পুলিশ ও রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী তথা শিবপুর কেন্দ্রের বিধায়ক মনোজ তিওয়ারির উদ্যোগে 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়ে একথা বলেন হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী। তিনি এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, গত বছর হাওড়ায় দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল ২২১ জনের। এবছর সেই সংখ্যা কমে হয়েছে ১৬৮ জন। আমরা চাই এই সংখ্যাটি শূন্যতে নামিয়ে আনতে। পুলিশের এই সচেতনতামূলক কর্মসূচির জন্যই দুর্ঘটনা কম হচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন। তিনি আরও বলেন, সিসি ক্যামেরা খারাপ বা সিগন্যালিং ব্যবস্থা গন্ডগোল কোথায় আছে তা পুলিশের নজরে আছে। সেগুলো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঠিক করা হবে। পুলিশ কমিশনার আরও বলেন, হাওড়া আমতা রোডে যানজট হয়। কারণ দিনের পর দিন গাড়ির সংখ্যা বাড়ছে। পাশাপাশি সেখানে রাস্তা সরু। তবে প্রশাসন সেখানে পার্কিং ব্যবস্থা সঠিক করার চেষ্টা করছে। তিনি আরও বলেন, টোটো নিয়ে সকলেরই একটা চিন্তা। তাই টোটো নিয়ে খুব শীঘ্রই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পরিবহন দপ্তরের নির্দেশিকা মেনে টোটোকে কিভাবে ই- রিক্সায় পরিণত করা যায় সেটা নিয়ে আলোচনা করে খুব শীঘ্রই যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, হাওড়া শহরে কতগুলি টোটো চলছে তা কাউন্ট করা হয়েছে। এই নিয়ে আগে যিনি জেলাশাসক ছিলেন তাঁর সঙ্গে একটি বৈঠক হয়েছিল। অবৈধ টোটো কারখানা ও সমস্ত বিষয় নিয়ে খুব শীঘ্রই পরিবহণ দপ্তরের নির্দেশ মেনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান এদিন পুলিশ কমিশনার প্রবীন কুমার ত্রিপাঠী। এদিন মনোজ তিওয়ারি বলেন, বাইকে আরোহণ করার সময় হেলমেট না পরলে কোনও অজুহাত শোনা হবে না। কাউকে রেয়াত করা হবে না। আইন সকলের জন্য সমান। ভলান্টিয়ার বা ট্রাফিক পুলিশ এই ব্যাপারে আরও কড়া পদক্ষেপ নেবেন। মন্ত্রী আরও বলেন, আমরা এদিন মানুষদের সচেতন করলাম। এর পর প্রশাসন আরও কড়া হবে। তিনি বলেন, এই হাওড়া আমতা রোডে খারাপ ভাবে গাড়ি চালানোর জন্য নানা দুর্ঘটনা হয়। তাই মানুষের প্রাণ বাঁচনোর জন্যই আমাদের এই উদ্যোগ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' কর্মসূচি পালন শুরু করেন। আমরা চাই সকলেই রোড সেফটি বিষয়ে সচেতন হোন। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার সকালে হাওড়ার নবজাগরণ মাঠ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হলো হাওড়া সিটি পুলিশের সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি, হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী, হাওড়ার জেলাশাসক পি দীপাপ্রিয়া সহ অন্যান্যরা। এদিন ট্রাফিক পুলিশের এক বাইক র‍্যালির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি এদিন পুলিশের তরফ থেকে হেলমেট বিতরণ, ক্যুইজ প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে ভালো কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ কয়েকজন ট্রাফিকের আধিকারিককে পুরস্কৃত করা হয়।

মাত্র কয়েক হাজার টাকা বেতনের জন্য সব ছেড়ে ভিন রাজ্যে পরিশ্রম করছিলেন হুগলির ছেলেরা রোজগারের তাগিদে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৩০ নভেম্বর ঃ উত্তরকাশির সিল্কিয়ারা বারকোট সুরঙ্গ থেকে সুস্থ শরীরে উদ্ধার হয়েছেন ৪১ শ্রমিক। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন জেলার ২ জন। হুগলির পুরশুড়ার বাসিন্দা জয়দেব প্রামাণিক ও সৌভিক পাখিরা। দুজনেই পাশাপাশি দুই গ্রামের বাসিন্দা। জয়দেবের বাড়ি নিমডাঙি এবং সৌভিকের বাড়ি হরিণখোলায়। দু'জনেই এখন গ্রামের সকল মানুষের কাছে পরিচিত দুটি নাম। কারণ গোটা দেশের পাশাপাশি গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষ চেয়েছিলেন গ্রামের ছেলে সুস্থভাবে বেঁচে ফিরুক। নিজের গ্রাম নিজের রাজ্য ছেড়ে ভিন রাজ্যে কাজে যেতে হয়েছিল দু'জনকে। এদের মধ্যে জয়দেব কাজ করছিল প্রায় এক বছর ধরে। মাত্র ১৯ বছরের ছেলেটি মাসিক ১২ হাজার টাকা বেতনে চাকরিতে যোগ দেয় উত্তরকাশির ওই নির্মান সংস্থায়। উচ্চমাধ্যমিক পড়া শেষ করে ভর্তি হয় আইটিআই কোর্সে। আইটিআই শিখে সেখান থেকেই চাকরির জন্য পাড়ি দেওয়া ভিন রাজ্যে। প্রতিমাসে নিজের বেতনের থেকে পাঁচ থেকে আট হাজার টাকা সে পাঠাতে হত। বাকি সামান্য টাকায় নিজের দিন গুজারান। হরিণখোলার সৌভিক পাখিরাও লকডাউনের পর যোগ দেয় কাজে। বছর ২৪-র সৌভিক পড়াশোনায় ছোট থেকেই মেধাবী। উচ্চমাধ্যমিকে সায়েন্স নিয়ে পড়ার পর, পলিটেকনিক পরীক্ষা দিয়ে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হয়। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজ থেকে পাস করেন ইলেকট্রিক্যাল ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে। করোনার জন্য অনেকদিন বাড়িতে বসেছিলেন সৌভিক। পরবর্তীতে সিল্কিয়ারা নির্মান সংস্থায় তার কাজের সুযোগ আসে। বছর খানেক আগে সেখানে কাজে যোগ দেন। মাত্র কুড়ি হাজার টাকা বেতনে এতদিন কাজ করছিলেন। মাত্র কয়েক হাজার টাকা বেতনের জন্য নিজের গ্রাম, নিজের পরিবার সব ছেড়ে ভিন রাজ্যে পরিশ্রম করছিলেন রোজগারের তাগিদে। জীবনের কঠিন পরীক্ষা দিতে গিয়ে এত বড় সাহসের পরিচয় দিতে হবে, তা তারা কেউই বুঝতে পারেননি। সুরঙ্গের মধ্যে হঠাৎ বিপর্যয় ফেলে দেয় তাদের আরও কঠিন পরীক্ষার মুখে। টানা ১৭ দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে অবশেষে সুরঙ্গ থেকে বেরিয়ে এসেছে ৪১ জনের দল। তবে বাংলা মায়ের দামাল ছেলেদের শিরা উপশিরায় মৃত্যু ভয়ের হিমস্রোত বয়ে গেলেও শিরদাঁড়া সোজা করেই তারা এখনও জীবনের লড়াই লড়তে চায়। সেই কারণেই সুড়ঙ্গ থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেও বাড়ি না ফিরে আবার তারা ফিরতে চান নিজেদের কাজে।

পঞ্চায়েতের কাজ নিয়ে তৃণমূলেরই অন্দরে কোন্দলের অভিযোগ উঠল

বনস্পতি দে, হুগলি, ৩০ নভেম্বর ঃ পঞ্চায়েতের কাজ নিয়ে তৃণমূলেরই অন্দরে কোন্দলের অভিযোগ উঠল এবার। হুগলির কানাইপুর গ্রামপঞ্চায়েতে কেএমডিএর কাজে প্রাক্তন প্রধান তথা হুগলি জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক আচ্ছেলাল যাদব এই বাধা দিচ্ছেন বলে অভিযোগ। পঞ্চায়েতের বর্তমান উপপ্রধান ভবেশ ঘোষ প্রাক্তন প্রধানের বিরুদ্ধে উন্নয়নের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন। যদিও প্রাক্তন প্রধানের দাবি, মানুষকে মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না। সেটাই বলা হয়েছে। কোনওভাবেই কাজে বাধা দেওয়া হয়নি। কানাইপুর গ্রামপঞ্চায়েতের আদর্শনগর এলাকায় তিন বছর পর নতুন তৈরি হওয়া ঢালাই রাস্তা কেটে আবার নতুন করে পাইপলাইনের কাজ শুরু করার কথা। অভিযোগ, এই নতুন করে রাস্তা কাটাকে কেন্দ্র করেই ঝামেলা। আচ্ছেলাল যাদবের কথায়, আমি যখন প্রধান ছিলাম তখনই এই কাজটা আমরা আনি। ফলে বাধা দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সমস্যাটা হল, কেএমডিএর তরফে যে সংস্থা কাজ করতে এসেছিল তিন বছর নষ্ট করে। ওখানকার মানুষ ব্যাপক কষ্ট করেছে তিন বছর। তারপর আমরা কাজ করানো শুরু করি। এখন নতুন একটা এজেন্সি এসেছে কাজ করতে। উন্নয়নের কাজ তো করতেই হবে। কিন্তু আমরা বলেছিলাম রাস্তাটা যাতে তাড়াতাড়ি ঠিক করে দেওয়া হয় সেটা নিশ্চিত করে কাজ করুক। তা নিয়ে আলোচনা করে কাজ হোক। উপপ্রধান ভবেশ ঘোষের অবশ্য বক্তব্য, সকাল থেকেই কাজ শুরু হয়। প্রাক্তন প্রধান বাজে ব্যবহার করেন, গালাগাল করেন। জানি না কেন উনি এটা করছেন? একটা উন্নয়নের কাজ চলছে, চারদিকে পাইপলাইনের কাজ চলছে। অথচ আচ্ছেলাল যাদব বাধা দিচ্ছেন। উনি কোন দলের সেটা বড় না, উন্নয়নের কাজে বাধা দেওয়ার অধিকার কারও নেই। যদিও স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, দীর্ঘদিন পর এলাকায় তাঁরা ভাল রাস্তা পেয়েছেন। অথচ কয়েক দিনের মধ্যেই তা ভাঙতে চলে এসেছে। তাতে এলাকার লোকজনেরই যাতায়াতের সমস্যা হচ্ছে। তবে এই কাজ ঘিরে তৃণমূলের অন্দরে যে কোন্দলের আবহ তা মানছেন সকলেই।

বিতর্ক, র‍্যাগিং যাদবপুরে, গুরুতর আর্জি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে অধ্যাপকেরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ নভেম্বর ঃ একের পর এক বিতর্ক ক্রমশ অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের। গত ৯ আগস্টের ছাত্রমৃত্যুর ঘটনার পরে এখনও পর্যন্ত কোনও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ পুরোপুরি করেননি কর্তৃপক্ষ। তার মধ্যেই ফের র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ। যাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গেছে যাদবপুর ক্যাম্পাসে। আর তার মধ্যেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির দ্বারস্থ হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সংগঠন বা জুটা। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে বৃহস্পতিবারই চিঠি দিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সংগঠন। চিঠিতে বলা হয়েছে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শেষ ছয় মাস ধরে স্থায়ী উপাচার্য নেই। স্থায়ী উপাচার্য না থাকার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজকর্মে পাশাপাশি পঠন-পাঠন কাজকর্মেও একাধিক সমস্যার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি, স্থায়ী উপাচার্য না থাকার দরুন বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কোনও নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে না। স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে যে সমস্যা তা মূলত রাজ্য সরকার ও আচার্যের মধ্যে আইন না মানা নিয়ে তৈরি হয়েছে বলেও চিঠিতে উল্লেখ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সংগঠন। অধ্যাপক সংগঠনের তরফে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তার কারণ রাজ্য এবং আচার্য সার্চ কমিটির আইন নিয়ে একমত নয় যার জন্যই এটি এখন সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন।

মিড ডে মিলের চালে পোকা, বিক্ষোভ অভিভাবকদের

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ৩০ নভেম্বর ঃ মিড ডে মিলের চাল- ডালে পোকা, চাল ডাল আইসিডিএস কর্মীর গায়ে ছুঁড়ে মেরে বিক্ষোভ অভিভাবকদের । বসিরহাট চাঁপাপুকুর দাসপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা। মিড ডে মিলের চাল ডালে পোকা , সেই চালেই হচ্ছে রান্না। রান্নার হাঁড়িতেও পোকা ভাসছে । অভিভাবকরা জানান, বহুবার অভিযোগ জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি । বৃহস্পতিবারও একই রকম ভাবে রান্না হওয়া দেখে বিক্ষোভ দেখান তারা । পোকা লাগা চাল ডাল আইসিডিএস কর্মীর গায়ে ছুঁড়ে মেরে, তাকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন অভিভাবকরা। আই.সি.ডি.এস কর্মী রিনা মজুমদার বলেন, চাল ঝেড়ে নেওয়া হয়েছে তারপরেও পোকা আছে কি করব । বিডিও অফিসকে জানানো হয়নি এটা তার ভুল হয়েছে বলেন তিনি। বিষয়টা বিডিও অফিসকে জানাবেন বলে জানান তিনি।

মহিলাকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা হাসনাবাদে

দুরন্ত বার্তা, হাসনাবাদ, ৩০ নভেম্বর ঃ জমি বিবাদের জেরে কলার কাঁধি কাটাকে কেন্দ্র করে সালেয়া বিবি নামে এক মহিলাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ । আহত মহিলা আশঙ্কাজনক অবস্থায় বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি । হাসনাবাদ থানার দক্ষিণ ভেবিয়া এলাকার ঘটনা । অভিযোগের তীর এক প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। আহত মহিলার পরিবারের অভিযোগ-বাড়ির পাশে একটি ফাঁকা জমি নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ চলছিল। সেই জমিতে একটি কলাগাছ থেকে কলার কাঁধি কাটে সালেয়া বিবি । এরপরেই ওই ব্যাক্তি এসে সালেয়া বিবির সাথে বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়ে। তারপরেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলায় এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় মহিলাকে কোপাতে থাকে বলে অভিযোগ সালেয়া বিবি চিৎকার করে সেখানেই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে । তার চিৎকারে এলাকার মানুষ ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে টাকি গ্রামীণ হাসপাতাল নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পরে তাকে বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি সালেয়া বিবি ।

ওয়াকফ সম্পত্তি জরিপ করবে কর রাজস্ব বিভাগ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ৩০ নভেম্বর ঃ শহরে থাকা ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশ মানতে গিয়ে এমনই অবস্থার মধ্যে পড়েছেন কলকাতা পুরসভার কর রাজস্ব বিভাগের কর্মী ও আধিকারিকেরা। ওয়াকফ সম্পত্তি বাঁচাতে মাস তিনেক আগে হাই কোর্ট পুরসভাকে নির্দেশ দিয়েছিল, শহর কলকাতার যেখানে যত ওয়াকফ সম্পত্তি আছে, সেগুলি জরিপের (সার্ভে) কাজ শেষ করতে হবে চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে। আর সেই নির্দেশ মানতে গিয়ে ঘাম ছুটেছে কর রাজস্ব বিভাগের কর্মীদের। কার্যত লাটে উঠতে বসেছে বিভাগের মূল কাজ, অর্থাৎ, সম্পত্তিকর-সহ বিভিন্ন কর আদায়। প্রসঙ্গত, কলকাতা পুরসভার আয়ের মূল উৎস সম্পত্তিকর। চলতি অর্থবর্ষ শেষ হতে আর চার মাস বাকি। এই সময়ে সম্পত্তিকর আদায়ে বেশি করে জোর দেন বিভাগীয় ইনস্পেক্টরেরা। কিন্তু এক দিকে ইনস্পেক্টর কম, অন্যদিকে ওয়াকফ সম্পত্তির বিষয়ে নজর দিতে গিয়ে কর আদায়ের ক্ষেত্রে আর এগোতে পারছেন না তাঁরা। কর রাজস্ব বিভাগের এক আধিকারিকের কথায়, ''জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, সবই আমাদের করতে হচ্ছে। ফলে আসল কাজটা মার খাচ্ছে।'' পুরসভা সূত্রের খবর, গত বছরের তুলনায় এখনও পর্যন্ত সম্পত্তিকর আদায় বাড়লেও আগামী চার মাসে আয় কতটা বাড়বে, তা নিয়ে সন্দিহান পুরকর্তারাই। শুধু কর আদায় করাই নয়। ঠিকা জমিতে নতুন করে বাড়ি তৈরির বিপুল সংখ্যক আবেদনপত্র জমা পড়েছে পুরসভায়। সেই সব আবেদনপত্র যাচাই করতে সংশ্লিষ্ট ঠিকা জমি পরিদর্শনের বাড়তি দায়িত্ব পড়েছে কর রাজস্ব বিভাগের কর্মীদের উপরেই। এরই সঙ্গে মেয়রের নির্দেশ অনুযায়ী, শহরের সমস্ত পুকুর জরিপের কাজও করতে হচ্ছে তাঁদের। বিভাগের এক আধিকারিকের কথায়, ''এত সব দায়িত্ব পালনের পরে ওয়াকফ সম্পত্তি জরিপের কাজও দেখতে হচ্ছে। সব মিলিয়ে নাজেহাল অবস্থা।'' উল্লেখ্য, কলকাতায় থাকা বিভিন্ন ওয়াকফ সম্পত্তি দিনে দিনে দখল হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। এমন সম্পত্তি ফিরে পেতে সেগুলির জরিপের কাজ শেষ করার আবেদন জানিয়ে আগেই হাই কোর্টে মামলা করেছিলেন টিপু সুলতানের প্রপৌত্র তথা মাইসোর ফ্যামিলি ওয়াকফ এস্টেটের সম্পাদক শাহিদ আলম। আগস্টে সেই মামলার শুনানিতে বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায় ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষার ক্ষেত্রে সরকার তথা পুরসভার ভূমিকায় তীব্র উষ্মা প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গত, ছ'মাসের মধ্যে শহরের ওয়াকফ সম্পত্তি জরিপের কাজ শেষ করতে ২০১৭ সালেই পুরসভাকে নির্দেশ দিয়েছিল হাই কোর্ট। কিন্তু সেই কাজ আজ পর্যন্ত হয়নি। পরে আবার ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষার আর্জি জানিয়ে মামলা হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের নির্দেশ, শহরের ১-১০০ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় থাকা ওয়াকফ সম্পত্তি জরিপের কাজ করবে কলকাতা পুরসভা। যদিও যে পদ্ধতিতে কাজ হচ্ছে, তাতে ক্ষোভ প্রকাশ করে আদালত নিযুক্ত ওয়াকফের সার্ভে কমিশনার তথা বিশেষ পুর কমিশনারকে চিঠি লিখেছেন শাহিদ। তাঁর অভিযোগ, ''টালিগঞ্জের সতীশ মুখার্জি রোডে প্রায় ১২ বিঘা জমিতে টিপু সুলতানের পরিবারের কবর রয়েছে। ওই জায়গাটি গ্রেড ওয়ান হেরিটেজ তালিকাভুক্ত। সেটি দখল হয়ে গিয়েছে। পুরকর্মীরা সেখানে গেলেও জরিপের কাজ হয়নি। এমন অনেক জায়গায় তাঁরা গিয়ে নাম-কা-ওয়াস্তে ঘুরে আসছেন।'' অভিযোগ প্রসঙ্গে কর রাজস্ব বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, ''মোতায়াল্লির অসহযোগিতায় বেশ কিছু ওয়াকফ সম্পত্তি জরিপের কাজ করা যাচ্ছে না।'' পুরসভার এক শীর্ষ আধিকারিকের কথায়, ''হাই কোর্টের নির্দেশ মানতে আমরা বাধ্য। এটা ঠিকই যে, কর রাজস্ব বিভাগের কর্মী ও আধিকারিকদের বেশি পরিশ্রম হচ্ছে। তবে এর জন্য কর আদায়ে ঘাটতি হবে না বলেই আশা করছি।''

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩০

ইউক্রেন-ইজরায়েল যুদ্ধে দূষিত পরিবেশ

সম্পাদকীয় ১

বিশ্ব জুড়ে চলছে অস্ত্রের ঝনঝনানি। সবাই এখন নানা রকমের নিষিদ্ধ শক্তিশালী অস্ত্র ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়া বহু নিষিদ্ধ অস্ত্র ব্যবহার করেছে। বাদ যায়নি ইউক্রেন। তারাও নিষিদ্ধ অস্ত্র ব্যবহার করতে শুরু করেছে। মরছে সাধারণ মানুষ। এদিকে ইজরায়েল হামাস যুদ্ধের ফলে ইজরায়েল হামাসকে একেবারে খতম করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। গাজা ইজরায়েল দখল করে নিয়েছে। বহু শক্তিশালী বোমা নিক্ষেপ করেছে ইজরায়েল এবং হামাস। হামাস তো প্রথম দিকে পাঁচ হাজার ক্ষেপনাস্ত্র ববহার করে পরিবেষকে দুষিত করেছে এবং মানুষকে হত্যা করেছে। তার জবাব দিতে ইজরায়েল যে ধরনের গোপন শক্তিশালী অস্ত্র ব্যবহার করেছে তাতে হামাসরা পরাজয় স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে। এদিকে হামাস যুদ্ধ বিরতি চাইলেও উজরায়েল যুদ্ধ বিরতি চাইছে না। তারা হামাসকে একেবারে নিঃশেষ করে দিতে বধ্য পরিকর। বিশ্বে এই রকম দুই দুটো যুদ্ধ চলার ঘটনা আগে ঘটেনি। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে এই রকমভাবে মারাত্মক অস্ত্র ববহার করা হয়নি যা রুশ ইউক্রেন এবং ইজরায়েল হামাস যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। পরিবেশবিদরা বলতে শুরু করে দিয়েছে যুদ্ধ থামাতে হবে। বিশ্ব পরিবেশকে রক্ষা করতে যুদ্ধ এর কোনও প্রয়োজন নেই। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি সেই কথাই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনকে বলেছিলেন। কিন্তু পুতিন তা মানতে নারাজ। এদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি রাশিয়ার সেনাদের দিকে তাক করে বহু অস্ত্র ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন হামাসের একজন সদস্যকে বাঁচিয়ে রাখা হবে না। সবাইকে মেরে ফেলা হবে। প্রয়োজন হলে বছর বছর ধরে গুল্প যুদ্ধ চালাবে ইজরায়েল। এদিকে ইজরায়েল লস্কর-ই-তৈবাকে নিষিদ্ধ করেছে। ভারত ও আমেরিকা লস্কর জঙ্গি সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু চিন আবার এদেরকে সমর্থন দিতে শুরু করেছে। তবে চিন আপাতত জঙ্গিদের ব্যাপারে কোনও প্রশ্রয় দিচ্ছে না। বিশ্ব পরিবেশকে রক্ষা করতে গেলে সরকার হচ্ছে এখনই ইউক্রেন রুশ যুদ্ধ বন্ধ করা এবং ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করা। উত্তর কোরিয়া একের পর এক শক্তিশালী ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করতে শুরু করে দিয়েছে। তা বিশ্বকে রক্ষা করার তাগিদেই বন্ধ করে দেওয়া উচিত। কঠোর আইন করে নিষিদ্ধ অস্ত্র নির্মাণ এবং তা পরীক্ষা করা একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে। রাসায়নিক অস্ত্র তৈরি করা হচ্ছে খুবই গোপনে। এই সব রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করা ফলে নানা রকম ভাইরাসজনিত রোগ প্রকাশ পেতে শুরু করে দিয়েছে। করোনা ভাইরাস তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্র নেতাদের এ ব্যাপারে এক হতে হবে। তা নাহলে বিশ্বকে রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব। প্রতিদিন যে হারে গাছপালা নষ্ট হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় বের করতে হবে। গাছ কাটলে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। নদীর জলকে দূষিত করা চলবে না। নদীর জল যদি দূষিত হয় তাহলে সমুদ্রের জলও নোংরা হবে। তার ফলে সমুদ্রের প্রাণীরা জীবনকে রক্ষা করতে পারবে না। পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট হতে থাকবে। প্রতি বছর পৃথিবী গত বছরের তুলনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে।

বিশ্ব পরিবেশ রক্ষার সিদ্ধান্ত...

সম্পাদকীয় ২

বিশ্ব পরিবেশকে রক্ষা করা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র। কিন্তু বারবার আমেরিকার নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থকে বজায় রাখতে এই সব পরিবেশ সম্মেলনে উত্থাপিত প্রস্তাবগুলোর ওপরে ভেটো দিয়ে নাকচ করে দিয়েছিল। ফলে বিশ্ব পরিবেশ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। আগামি দিনে অজানা ভাইরাসের হাত থেকে গোটা আমেরিকাকে রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব হবে তখন নিজেদের দেশের নাগরিকদে রক্ষার স্বার্থে জি-৭ সম্মেলনের ডাক দিয়েছে। আমেরিকার তার নিজের স্বার্থকে বজায় রেখে অন্য সব রাষ্ট্রে ওপরে পরিবেশ রক্ষার আইন চাপিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পদ্ধপরিকর। আমেরিকা চায় বিশ্বের সব রাষ্ট্রগুলো তার তাবোদারি করুক। আর লাভের মুনাফা নিয়ে দেশের সম্পদ তৈরি করুক। যেটা আগে ব্রিটিশ সরকার করতো। ব্রিটিশ সরকার এক সময়ে সার বিশ্ব জুড়ে উপনিবেশ তৈরি করেছিল। শুধু ব্রিটিশ সরকার নয়। পাশাপাশি ফ্রান্স, ডাচ, পর্তুগিজেরাও ভারত দখল করে নিয়ে ছিল। তারাও ভারতের বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। আজকে আমেরিকায় যে বর্ণবৈষম্য নিয়ে যে ব্যাপক আন্দোলন দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে তার মূলে রয়েছে উপনিবেশ। আমেরিকা তখন ব্রিটিশ কলোনী ছিল। সেই সময়ে আফ্রিকা দেশ থেকে হাজার হাজার কালো আদমিদের আমেরিকার নিয়ে গিয়ে সেখানে ক্রীতদাস হিসাবে কাজ করানো হতো। লোহার শিকল আদমিদের পায়ে বেড়ি হিসাবে লাগিয়ে তাদেরকে ধরে নিলাম করে বেগার শ্রমিকে পরিণত করা হতো। এটা এসেছিল উপনিবেশবাদ থেকে। সেই উপনিবেশবাদ এখন আর না থাকলেও আমেরিকায় রয়ে গিয়েছে বর্ণবৈষম্য। কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গ বিভেদ। তারও উত্তাল চিত্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আসলে এই সব কিছুর মধ্যে রয়েছে পরিবেশকে রক্ষার সুচিন্তিত মতামত প্রকাশের প্রতি অনীহা। শুধু গাছ লাগালেই পবিবেশ সুস্থ এবং স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না। মানুষের মনটাকে মানবিকতায় পরিস্কার করে রাখার প্রয়োজন রয়েছে। মানবিকার প্রকাশ করাটা এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। এটার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে গোটা বিশ্বের আগামি দিনগুলো। বিশেষ করে পরিবেশ রক্ষার প্রশ্নটাও।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কথামৃত

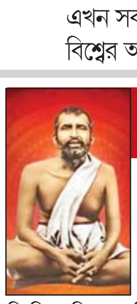

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, ভগবান সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। শক্তিব দাত্রী হচ্ছেন মা। তিনি শক্তি দেওয়ার মূল সূত্র। তিনি শক্তি না দিলে কেউই শক্তি পেতে পারেন না। মা হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি সবশক্তিদায়িনী। তাঁর দেয় শক্তি দিয়ে জগতে যে কোনও ব্যক্তিকে পরাস্ত করা সম্ভব। মা'ই মনের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। তিনি হচ্ছেন শক্তি রূপিনী জগৎ ধাত্রী। জগত ধারিনী জগদ্ধাত্রী। তিনি জগতকে ধারন করে থাকেন। ধর্ম হচ্ছে মানুষের বাহ্যিক রূপ। তাকে সত্যে পরিণত করতে হয়। ধর্মকে সত্যপথে পরিচালিত করতে হয়।

বাংলা চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগের ইতিহাস

রবীন্দ্র কুমার শীল

বাংলা চলচ্চিত্রে সূচনার কথা আলোচনা করতে গেলে ভারতীয় চলচ্চিত্রের কথা এসে পড়ে। কারণ ভারতে চলচ্চিত্রে সূচনা করে গিয়েছিলেন একজন বাঙালি তার নাম হীরালাল সেন। তিনিই আবার বাংলা সিনেমার সূচনা করে যান। তিনিই প্রথম মুভি চলচ্চিত্রে কথা অনুভব করতে পেরেছিলেন। ফলে 'বঙ্গভঙ্গ বিরোধী' (১৯০৫) আন্দোলনের ঘটনাকে মুভি ক্যামেরার মাধ্যমে তুলেছিলেন। এমনকী নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে যে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী বক্তব্য রেখেছিলেন তার মুভি তুলেছিলেন হীরালাল সেন। পরে তাঁর এই ছবিটি দেখানো হয়েছিল কলকাতার টাউন হলে যখন বঙ্গভঙ্গ বিরোধীদের সম্মেলনে। হীরালাল সেন (১৮৬৬-১৯১৭) পর্যন্ত সিনেমা নিয়ে চর্চা করে গিয়েছেন। তিনি 'রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর ভাই মতিলাল সেনকে সঙ্গে নিয়ে ১৮৯৮ সালে। উন্নতমানের ছবি করতে গেলে যে ব্রিটিশ ধাঁচের সিনেমা কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন তা অনুভব করেছিলেন হীরালাল সেন। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই তৈরি হয়েছিল 'রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি'। হীরালাল সেন আবার প্রথম ব্যবসায়িক ছবি করে গিয়েছেন। বিজ্ঞাপনের ছবি তাঁর হাত দিয়ে ভারতে প্রথম আসে। তিনি 'ভ্রমর', 'আলিবাবা', 'হরিরাজ', 'দোল লীলা', 'সীতারাম' এবং ' সরলা' ছবি নির্মাণ করেছিলেন। বহু ছবির পরিচালক অমরেন্দ্র দত্ত হলেও হীরালাল ছবিগুলো তৈরি করেছিলেন। কিন্তু ১৯১৭ সালে তাঁর স্টুডিওতে আগুন লেগে যাওয়ায় সব ছবি পুড়ে নষ্ট ছাই হয়ে যায়। সেই কারণে তাঁর কাছে কোনও প্রমাণ ছিল না যে তিনি ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক। কিন্তু প্রভাত মুখোপাধ্যায় দাবি করেছেন যে হীরালাল সেন প্রথম পরিচালক যিনি ভারতীয় সিনেমা জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু হীরালালের ছবির কোনও উজ্জ্বল প্রমান না থাকার ফলে দাদা সাহেব ফলকে ভারতীয় চলচ্চিত্রে জনক হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কলকাতার চলচ্চিত্র উৎসব কমিটি হীরালাল সেন পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১৯০২ সালে জামশেদজি ফ্রামজি (১৮৫৬-১৯২৭) প্রজেকশন যন্ত্র কিনে কলকাতার ময়দানে ছবি দেখানোর ব্যবস্থা করেন। সেই সময়ে তিনি দাদা সাহেব ফলকের ছবি 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' এবং প্রথম বাংলা ছবি 'বিল্বমঙ্গল' (১৯১৯) সালে দেখান। বাংলা ছবি 'বিল্বমঙ্গল' এর প্রযোজক ছিলেন মদন থিয়েটার এবং পরিচালক ছিলেন রুস্তমজি ধোতিওয়ালা। যদিও এটি ছিল নির্বাক চলচ্চিত্র। 'বিল্বমঙ্গল' ছবিটি পুরাণের কাহিনী নিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। ১৯২০-১৯৩০ঃ ইন্দো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানি তৈরি করে একটি দল। তার নেতা ছিলেন ধীরেন গাঙ্গুলী (১৮৯৩-১৯৭৮)। সকলেই তাঁকে 'ডিজে' বলে ডাকতেন। তিনি বিশ্বভারতীর ছাত্র ছিলেন। কবিগুরুর প্রিয় ছাত্র। নিজাম গর্ভমেন্ট আর্ট কলেজ (হায়দ্রাবাদ) এর প্রধান হন। ১৯২১ সালে তিনি 'বিলেত ফেরত' নামে একটি বাংলা ছবি করেন। তাতে প্রধান মুখ্য অভিনেতা ছিলেন তিনি স্বয়ং। পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া এবং দেবকী বসু ছিলেন তৎকালীন যুগের খ্যাতনামা পরিচালক।

১৯১৯ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত ১২৬ টি ছবি নির্মাণ হয়েছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- 'তিভক্তি' (১৯২২), 'সোল অফ এ স্লেভ' (১৯২৩), এবং 'মোহিনী' (১৯২২)। বাংলা থিয়েটারের কিংবদন্তি নায়ক শিশির কুমার ভাদুড়ি 'মোহিনী' এবং 'আধারে আলো' ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। সেই সময়ে অভিনেত্রী হিসাবে নাম করেছিলেন পেসেন্স কোপার, সিলভিয়া বেল, তারাসুন্দরী, শ্রীমতি ওয়ার্থ এবং জুনে রিচার্ড। অভিনেতা হিসাবে খ্যাত হয়েছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী, গোপাল নাগ, প্রফুল্ল ঘোষ এবং সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। যদিও 'ডিজে' নায়ক হিসাবে তৎকালীন যুগে সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৩০-১৯৪০ঃ অরোরা ফিল্ম কোম্পানি কথা এখানে উল্লেখ করতেই হবে। এই কোম্পানির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অনাদিনাথ বোস। তাদের প্রথম ছবি 'পুজারি' (১৯৩১)। কালীপদ দাস ১৯৩১ সালে 'জামাই বাবু' ছবি নির্মাণ করেন। এটাই শেষ বাংলা নির্বাক ছবি। এরপরে সবাক ছবির যুগে প্রবেশ করে

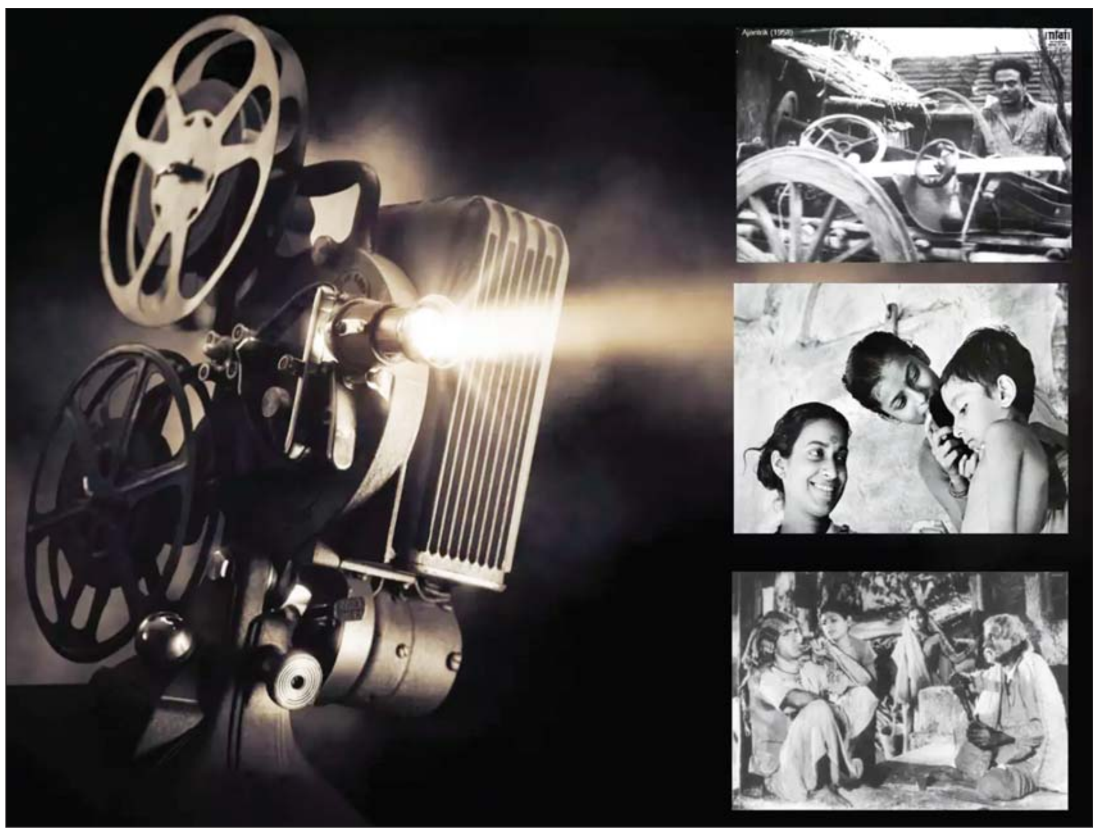

যায় বাংলা সিনেমা। পরিচালক কালীপদ দাস বেশ তাঁর ছবিতে বাস্তব ধর্মী বেশ কিছু অভিনবত্ব দৃশ্যগ্রহণ করে দর্শকদের মধ্যে চমক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বেশ কিছু সৃষ্টিশীল সাহিত্য নির্বাক ছবি করে দেখানো সম্ভব হয়েছিল। কয়েক সপ্তাহ পরে 'আলম আরা' ছবিটি সবাক চিত্র হিসাবে উপস্থিত হয়। এর পরিচালক ছিলেন আরদেশির ইরানি। ১৯৩১ সালের ১১ এপ্রিল অমর চৌধুরীর পরিচালিত 'জামাই ষষ্ঠী' কলকাতার ক্রাউন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। এটির প্রয়োজক ছিল মদন থিয়েটারস। এই সময়ে মিউজিক্যাল ছবি 'শিরিন ফারহাদ' ছবিটিও প্রকাশ লাভ করে। ১৯৩১ সালে বাংলা ছবির শিল্প গঠন হলেও মাত্র ৩ টে ছবি বাংলায় তৈরি হয়। বাকি ২০টি ছবি হিন্দিতে। বি এন সরকার (১৯০১-১৯৮০) প্রকৃত বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি শিল্প স্থাপন করেছিলেন। তিনি 'চিত্রা' নাম দিয়ে প্রথম উল্লেখযোগ্য সিনেমা প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ করেন কলকাতায়। ১৯৩০ সালে শেষ দিকে সিনেমা ক্রাফট এবং ১৯৩১ সালে 'নিউ থিয়েটারস' নির্মাণ করেন। সিনেমা শিল্পের অতি দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তি দেবকী বোস (১৮৯৮-১৯৭১) বাংলা ছবিতে নতুন টেকনিক নিয়ে এলেন। নিউ থিয়েটারস 'নটীর পুজা' (১৯৩২) নির্মাণ করলো। এই ছবিটির পরিচালক ছিলেন নাট্যকার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ফোটোগ্রাফি করেন নীতিন বোস। ১৯৩২ সালে 'চণ্ডিদাস' ছবির পরিচালক ছিলেন দেবকী বোস। এই ছবিটি বেশ উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৪ সালে প্রমথেশ বড়ুয়া 'রূপলেখা' ছবি তৈরি করেন। পরে ১৯৩৫ সালে 'দেবদাস' ছবিটিতে অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া। এই ছবিটি বাংলা তথা ভারতীয় সিনেমা জগতে প্রথম ট্রাজিক ছবি হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। অসমের গৌরীপুরের রাজবাড়ির ছেলে প্রমথেশ বড়ুয়া ব্রিটিশ ডোমিনিয়ান ফিল্মসে কাজ করতে শুরু করেন ১৯২৯ সালে। তিনিই প্রথম প্রকৃত অর্থে বাংলা সিনেমা নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালে 'দেবদাস' এবং 'মুক্তি' ছবি নির্মাণ করেন। 'মুক্তি' ছবিটিই হচ্ছে একটি বাস্তবধর্মী বাংলা ছবি। অসাধারণ অভিনয় এবং পরিচালনায় বাংলার ছবির নতুন দিক নির্মাণ করতে সক্ষম হন প্রমথেশ বড়ুয়া। ১৯১৬ সালে কানন দেবীকে আবিস্কার করলেন নিউ থিয়েটারস। তিনি বাংলা সিনেমার অন্যতম সফল অভিনেত্রী। প্রমথেশ বড়ুয়ার অভিনেত্রীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন যথাক্রমে যমুনা দেবী, লীলা দেশাই, মলিনা দেবী। ইঁনারা সকলেই যোগ্য অভিনেত্রী ছিলেন। জন্মসূত্রে পাঞ্জাবী কে এল সায়গল হিন্দি 'দেবদাস' ছবিতে অভিনয় করেন। কে সি দে 'চণ্ডীদাস' ছবিতে অভিনয় করেন। গায়ক পঙ্কজ মল্লিক 'মুক্তি' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। পাহাড়ী সান্যাল গায়ক এবং অভিনেতা হিসাবে বিদ্যাপতি (১৯৩৮) এবং বড়দিদি (১৯৩৯) ছবিতে অভিনয় করে নাম করেন। সেই সময়ে বিখ্যাত গীতিকার রাইচাঁদ বড়াল (১৯০৩-১৯৮১) বিভিন্ন ছবিতে সুর দিয়ে সুনাম অর্জন করেন। 'চণ্ডীদাস', চিরকুমারের সভা (১৯৩২), ভাগ্যচক্র (১৯৩৫) এবং বিদ্যাপতি (১৯৩৭) ছবিগুলোতে সুর দিয়েছিলেন। সুরকার কে সি দে এবং পঙ্কজ মল্লিক মিউজিক ডাইরেক্টর হয়েছিলেন। সেই সময়ে কমল দাশগুপ্ত এবং শচীন দেববর্মন সিনেমা জগতে প্রবেশ করেন সুরকার এবং গায়ক হন। কবিগুরু এবং কাজী নজরুল এর গান বহু ছবিতে ব্যবহার করা হয়েছে। 'ভাগ্যচক্র' ছবিতে নীতিন বোস প্রথম প্লেব্যাক সঙ্গীত ব্যবহার করেন। পরিচালক নীতিন বোস (১৮৯৭-১৯৮৬) সফল ডিরেক্টর ছিলেন। তাঁর পরিচালিত উল্লেখযোগ্য ছবিগুলো হল- 'দিদি' (১৯৩৭), 'দেশের মাটি' (১৯৩৮) 'জীবন মরণ' (১৯৩৯)। ইতিমধ্যে মধু বোস (১৯০০-১৯৬৯) বাংলা ছবি পরিচালক হিসাবে প্রবেশ করেন। ১৯৩৭ সালে 'আলিবাবা' ছবি করেন। সেখানে সাধনা বোস মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তাঁর অন্য ছবিগুলোর নাম হল 'কুমকুম' (১৯৪০) এবং রাজনর্তকী' (১৯৪১)। সেই সময়ে একদল পরিচালক বাংলা সিনেমার জগতে প্রবেশ করে। তার মধ্যে রয়েছেন বিমল রায়, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিষ ব্যানার্জি, প্রেমাঙ্কুর আতীর্থ এবং সত্যেন বোস। এই সময় থেকে বাংলার সিনেমার উন্নতি লাভ করতে শুরু করে। ১৯৩৪ সালে দেবকী বোস পরিচালিত ছবি 'সীতা' ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়। এটাই প্রথম ভারতীয় ছবি যা বিদেশে চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হয়। ১৯৪০-২০১০ঃ পরিচালক বিমল রায় (১৯০৯-১৯৬৬) নতুন চিন্তাভাবনায় বাংলা সিনেমা তৈরি করতে শুরু করলেন। 'উদয়ের পথে' ছবি করে দর্শকদের মন জয় করে নিলেন তিনি। সেই সময়ে শৈলজানন্দ মুখার্জির 'শহর থেকে দূরে' (১৯৪৩) জীবন সমস্যা এবং দরিদ্র জর্জরিত জীবন নিয়ে ছবি শুরু হল। দেশপ্রেমকে কেন্দ্র করে 'ভুলি নাই' ছবি করলেন হেমেন গুপ্ত। এই যুগে বাংলা ছবিতে এক ঝাঁক দক্ষ অভিনেতা অভিনেত্রী প্রবেশ করে। তাদের মধ্যে হলেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, ধীরাজ ভট্টাচার্য, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ কুমার (বটব্যাল), সন্ধ্যা রানি, মেনকা দেবী প্রভৃতি যারা অহীন্দ্র চৌধুরী, কানন দেবী, মলিনা দেবী, সুমিত্রা দেবী, চন্দ্রাবতী দেবী, রেণুকা রায়, অসিতবরণ, পাহাড়ী সান্যাল, সরজুবালা এবং উমাশশীর মতো দক্ষ অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের সঙ্গে চালেঞ্জ নিয়ে অসাধারণ অভিনয় করতে শুরু করেন। সেই সময় থেকে বোম্বাই এবং মাদ্রাজের টেকনিশিয়ানরা বাংলা ছবিতে প্রবেশ করে বাংলার ছবির মানকে টেকনিক্যাল দিক দিয়ে উন্নত থেকে উন্নততর করতে শুরু করে। নৃত্যশিল্পী উদয় শঙ্করের 'কল্পনা' (হিন্দি) একটি পরীক্ষামূলক ছবি তৈরি করা হয়েছিল। ৪০, ৫০ এবং ৬০ এর দশকে বিমল রায় উল্লেখযোগ্য ছবি করেন। তার মধ্যে রয়েছে 'দো বিঘা জমিন' (১৯৫৩) এবং 'দেবদাস' (১৯৫৫) ছবি। এই সময়ে ঋত্বিক ঘটক, নবেন্দু ঘোষ, হৃষিকেশ মুখার্জি, গুলজার এর মতো দক্ষ পরিচালকদের হাত দিয়ে ভালো ছবি নির্মাণ হতে শুরু করে। পরিচালক নীতিন বোস 'মিলান' (১৯৪৭), দেদার (১৯৫১) এবং 'গঙ্গা যমুনা' (১৯৬১) সালে নির্মাণ করেন। তিনি ১৯৭৭ সালে দাদা সাহেব ফলকে পুরস্কার পান। সেই সময়ে সুরকার শচীন দেব বর্মন ' শিকারী' (১৯৪৬), 'শবনম' (১৯৪৯), 'ট্যাক্সি ডাইভার' ((১৯৫৪), 'কালা বাজার' (১৯৬০), 'তেরে ঘরকে সামনে' (১৯৬২) এবং 'অনুরাগ' (১৯৭২) ছবিগুলোতে সুর দিয়ে চলচ্চিত্র সঙ্গীতকে মুখর করে তুলেছিলেন। ১৯৪৪ সালে 'ইশান' এবং ১৯৪৮ সালে 'দৃষ্টিদান' ছবিতে পরিচালক কে সি দে অভিনয় এবং গান গেয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করতে সক্ষম হন। গীতিকার সলিল চৌধুরী এই সময়ে ছবিতে প্রবেশ করেন সুরকার হিসাবে। 'দো বিঘা জমিন' (১৯৫৩), 'জাগতে রাহো' (১৯৫৬) 'সারা আকাশ' (১৯৬৯) এবং 'আনন্দ' (১৯৭১) ছবিতে সঙ্গীতের সুর দিয়েছিলেন। শচীন পুত্র আর ডি বর্মণ 'হরে রামা হরে কৃষ্ণ' (১৯৭১) এবং ১৯৪২-এ লাভ স্টোরি' (১৯৯৪) ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে ওয়েস্টার্ন সুরকে নিয়ে আসলেন। ষাটের দশক থেকে শুরু করে একেবারে আশির দশক পর্যন্ত ভারতীয় চলচ্চিত্রে মান্না দে, কিশোর কুমার এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ত্রয়ী সঙ্গীত শিল্পী উল্লেখযোগ্য সুর দিয়ে ছবির মানকে শ্রীবৃদ্ধি করতে সাহায্য করলেন। সঙ্গীত শিল্পী মান্না দে 'পরোসান' (১৯৬৮) এবং 'এক চতুর নায়ক' ছবিতে সুর দিয়ে নাম করতে শুরু করলেন। রাহুল দেব বর্মন (১৯৩৯-১৯৯৪) সাল পর্যন্ত সুর দিয়ে ছবির মানকে দীর্ঘায়িত করলেন। কিশোর কুমার 'হরে রামা হরে কৃষ্ণা' (১৯৭১), 'শোলে' (১৯৭৫) এবং 'মেববুবা' (১৯৭৭) ছবিতে প্লেব্যাক সঙ্গীত গেয়ে দর্শকদের মনকে একেবারে জয় করে নিলেন। ওই সময় থেকে বাংলা ছবিতে উল্লেখযোগ্য নায়ক নায়িকারা প্রবেশ করতে শুরু করে দিয়েছে। তার মধ্যে রয়েছেন অশোক কুমার, উত্তম কুমার, সুচিত্রা সেন, বিশ্বজিৎ, জয় মুখার্জি, দেব মুখার্জি, উৎপল দত্ত, শর্মিলা টেগোর, জয়া ভাদুড়ী, রাখী, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় এবং মিঠুন চক্রবর্তী সহ আরও অনেকে। এই সময়ে হৃষিকেশ মুখার্জি, শক্তি সামন্ত বাসু ভট্টাচার্য এবং বাসু চ্যাটার্জি দক্ষ পরিচালকেরা ছবি করতে শুরু করে। সঙ্গীত শিল্পী বাপি লাহিড়ীর প্রবেশ করেন সঙ্গীত শিল্পী রূপে। এন বিশ্বনাথন (১৯২৯-২০১০) বাংলা এবং তামিল ছবিতে অভিনয় করতে শুরু করেন। সত্যজিৎ রায়ের ছবি 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' এবং সেনের ছবি 'পুনশ্চ' ছবিতে অভিনয় করেন। (ক্রমশ...)

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ঢাকে কাঠি

বিশেষ প্রতিনিধি

কলকাতার উৎসবের মাস শুরু হল ডিসেম্বরে চলচ্চিত্র উৎসবকে কেঃদ্র করে। সারা বছর ধরে সবাই এই উৎসবের দিকে তাকিয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে তথা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বরা তাকিয়ে থাকে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের পানে। আসলে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের একটি প্রাণ রয়েছে। জীবন্ত প্রাণস্পন্দন এই চলচ্চিত্র উৎসবের মধ্যে দিয়ে শুনতে পাওয়া যায়। কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবকে কেন্দ্র করে এত বিপুল সংখ্যক দর্শকদের সমাগম বিশ্বের আর কোনও চলচ্চিত্র উৎসবে দেখতে পাওয়া যায় কিনা তা বলা খুবই কঠিন। বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসব, মস্কো চলচ্চিত্র উৎসব, শিকাগো চলচ্চিত্র উৎসবের নাম থাকতে পারে। কিন্তু কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের যে প্রাণ রয়েছে সেটা অনুভব করতে পারা যায় যখন কলকাতার নন্দন চত্বরকে ঘিরে বিপুল চলচ্চিত্র প্রেমীদের সমাবেশ ঘটে। আসলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষেরা উৎসব প্রিয়। তারা গতবছর বেশ কয়েক মাস ধরে করোনা ভাইরাসের জন্য বাংলার মানুষ ঘর বন্দি হয়েছিল। করোনাভাইরাস সংক্রমণ ধীরে ধীরে কমতে থাকলে উৎসব প্রিয় বাংলার মানুষদের আর ঘর বন্দি করে রাখা সম্ভব হয়নি। তারা ঘর ছেড়ে একেবারে নন্দন চত্বরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। আগামী ৫ ডিসেম্বর,২০২৩ বিবেকল ৫.৩০ মিনিটে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সহ ভারতের বিভিন্ন চলচ্চিত্র ব্যক্তিরা নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে উপস্থিত কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সূচনা করবেন। উদ্বোধনী ছবি ঃ 'দেয়া নেয়া' (১৯৬৩)। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কলকাতা ইজ মাই ফ্যামেলি'। প্রতি বছর কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে আমি অংশ গ্রহণ করে থাকি। ২০১১ সাল থেকে এই চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে আসছি।

খুব ভালো লাগছে যে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবকে কেন্দ্র করে আবার বাংলার চলচ্চিত্র প্রেমী থেকে শুরু করে সিনেমার কুশিলবেরা একত্রিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের ব্রাণ্ড আম্বাসাডর প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় উপস্থিত থাকছেন। কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের চেয়ারম্যান রাজ চক্রবর্তী বলেন, কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব আয়তনে ছোট হলেও গুণগত মানের দিক দিয়ে এগিয়ে রয়েছে। এই উৎসবের আকর্ষনে কোথাও ভাটা পড়েনি। সারা পৃথিবীর মানুষ করোনার ভয় কাটিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে শুরু করেছে। ২৯ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সাংবাদিক বৈঠকের মধ্যে দিয়ে ঢাকে কাঠি পড়ে গেল। সাংবাদিক বৈঠক হয়েছিল রবীন্দ্র সদনে। এবারে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ১৫৯০ সিনেমা জমা পড়েছিল। তার মধ্যে ছিল ৭২টি ফিচার ফিল্ম। ৫০টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি। ৯৭টি ছবি প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল না। ৩৯ দেশ এবারে এই চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ গ্রহণ করে। ২৩টি অনুষ্ঠান ছবি দেখানো হবে। ছবির সংখ্যাঃ ২১৯। প্রতি বছরের মতো এবারও রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার পুরস্কার দেওয়া হবে। থাকছে হীরালাল সেন পুরস্কার। এমইটিপিএসি পুরস্কার থাকছে। ভারতীয় স্বল্প দৈর্ঘ্যের এবং তথ্য চলচ্চিত্রের জন্য থাকছে রয়্যাল বেঙ্গল পুরস্কার। এবারে শতবর্ষে পদার্পন বিশ্বের পরিচালকদের ছবি দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইঁনাদের মধ্যে রয়েছেন লিন্ডসে আন্ডারসন,রিচার্ড অ্যাটেনবোরো, চার্লটন হেস্টন, ওয়াসম্যানে সেমবেনে, মৃণাল সেন, দেব আনন্দ, মুকেশ এবং শৈলেন্দ্র। বিশ্ব বন্দিত পরিচালকদের স্মরণ করা হবে। গিনা গোল্লোব্রিগিডা, কারলোস সাউরা, ডেরেক ম্যালকম, সৌমেন্দু রায় এবং ডাউরিউশ মেহরজুই প্রমুখ। এবারে চলচ্চিত্রের ফোকাস দেশ স্পেন। রেট্রোপেকস্টিভ লুনগিন। স্পেশাল ফোকাসঃ অস্ট্রেলিয়া। ৬ অমূল ভ্যারতীয় ছবি দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কুর্দিশ ভাষায় সিনেমা দেখানো হবে। সত্যজিৎ রায় স্মারক বক্তৃতা দেবেন লরেন্স কার্দিশ। বিষয়ঃ 'সত্যাজিৎ, শার্লে, শ্রীধর এবং মাই লাভ অ্যাফেরায় ইউথ সিনেমা'। এবারে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। 'দ্য ম্যাভেরিক' অন মৃণাল সেন এবং 'এভার গ্রীন দেবানন্দন'। এবরে নন্দন-১, নন্দন-২, নন্দন-৩, রবীন্দ্র সদন, রবীন্দ্র ওকাকুরা, সিনেমা শতবর্ষ ভবন, নজরুল তীর্থ-১, নজরুল তীর্থ-২, মিনার্ভা, সাউথ সিটি, স্টার, প্রাচী, মিনার, বিজলি, মেনকা, অশোকা, অজন্তা, মানি স্কোয়ার, কোয়েস্ট মল এবং নিউ এ্যাম্পায়ারের উৎসবের ছবি দেখানো হবে। কলকাতা আতর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, মন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদা, মন্ত্রী শান্তনু বাসু (সম্পাদক, কেআইএফএফ), রাজ চক্রবর্তী (চেয়ারম্যান, কেআইএফএফ), সাংসদ নুসরত জাহান, সাংসদ মিমি চক্রবর্তী, বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, বিধায়ক জুন মালিয়া, বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী, পরিচালক গৌতম ঘোষ, হরনাথ চক্রবর্তী, অরিন্দম শীল, সুদেষ্ণা রায় প্রমুখ। এবারে চলচ্চিত্র উৎসবের থিম সঙ্গীত গেয়েছেন অরিজিৎ সিং। মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গীতটি লিখেছেন। সুরারোপ করেছেন ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত। ৬-১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে সিনে আড্ডা। উৎসব চলবে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

ছবি-সৌরভ দত্ত

দিনক্ষন জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট

ফের আস্থা ভোট ঝালদা পুরসভায়

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ৩০ নভেম্বর ঃ আগামী ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে ঝালদায় আস্থা ভোট করাতে নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার এমনই নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। জেলাশাসকের উপস্থিতিতে ভোট করাতে হবে। তবে এই ভোট প্রক্রিয়ার জন্য পুরসভার কাজের প্রক্রিয়া ব্যাহত যাতে না হয়, সেই নির্দেশও দিয়েছেন বিচারপতি। ঝালদা পুরসভার চেয়ারপার্সনের অপসারণ চেয়ে গত ২৩ নভেম্বর জোড়া মামলা দায়ের হয় কলকাতা হাইকোর্টে। বর্তমান পুরপ্রধান শীলা চট্টোপাধ্যায়ের অপসারণ চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন কংগ্রেস কাউন্সিলর পূর্ণিমা কান্দু। তাঁর হয়ে মামলা লড়েছেন কংগ্রেস নেতা তথা আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী। একই দাবিতে আরেকটি মামলা দায়ের করেছেন ৫ তৃণমূল কাউন্সিলরও। দুটি পৃথক মামলা দায়ের হয় হাইকোর্টে। শুক্রবার মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। তবে একদিন আগেই শুনানি হয়ে গেল। বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশ, আগামী ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে আস্থা ভোট করাতে হবে জেলাশাসকের উপস্থিতিতে। ১২ ডিসেম্বরের মধ্যে আদালতে সেই সমস্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে। তার মাঝে পুরসভার কাজ যেমন চলছে, তেমনই চলবে। পর্যবেক্ষণ উচ্চ আদালতের। এনিয়ে আবেদনকারীদের আইনজীবী কৌস্তভ বাগচি জানান, বিপ্লব কয়াল ও পূর্ণিমা কান্দুর হয়ে আমি আবেদন জানিয়েছিলাম ফ্লোর টেস্টের জন্য। কারণ, এই মুহূর্তে পুরপ্রধান শীলা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। সবদিক খতিয়ে দেখে মহামান্য বিচারপতি জানান, আগামী ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে আস্থা ভোট করাতে হবে। ১২ তারিখের মধ্যে সমস্ত রিপোর্ট দিতে হবে আদালতে। উল্লেখ্য, ঝালদা পুরসভা নিয়ে আইনি জটিলতা দীর্ঘদিনের। তার মাঝে মাস তিনেক আগে পুরপ্রধান শীলা চট্টোপাধ্যায়-সহ চার কংগ্রেস কাউন্সিলর তৃণমূলে যোগ দেন। দলবদলকারীদের মধ্যে ছিলেন নিহত তপন কান্দুর ভাইপো মিঠুন, বিজয় কান্দু, পিন্টু চন্দ্র ও সোমনাথ কর্মকার। এই দলবদলের পর ঝালদা পুরসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায় কংগ্রেস। এর পর সেপ্টেম্বরের ১৪ তারিখ পুরসভার উপ পুরপ্রধান পূর্ণিমা কান্দু পদ থেকে ইস্তফা দেন। পদত্যাগপত্রে তিনি নৈতিক কারণের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তার দু মাস পর পুরপ্রধান শীলা চট্টোপাধ্যায়কে অপসারণের দাবিতে হাইকোর্টে জোড়া মামলা দায়ের হয় এবং ফের আস্থা ভোটের নির্দেশ হল। যা নিয়ে ফের একবার ঝালদা পুরসভা খবরের শিরোনামে এল।

কুকুরছানা খুনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর ঃ শিলিগুড়িতে ১১ কুকুরছানাকে বিষ খাইয়ে খুনের ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছে পশুপ্রেমীরা। বৃহস্পতিবার বাঘাযতীন পার্ক থেকে একটি মিছিল বের করা হয়। যাতে অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও অংশ নেয়। ঘটনার ৫ দিন পেরিয়ে গেলেও অভিযুক্তরা নিখোঁজ। এ জঘন্য ঘটনার অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন পশুপ্রেমীরা। উল্লেখ্য, গত রবিবার ১১টি কুকুরছানাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনা শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের রানা বস্তি সংলগ্ন এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এ ঘটনায় চরম ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দা ও নগরীর বিভিন্ন পশুপ্রেমী সংগঠন। জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো রাতে কুকুরছানাদের খাবার দিতে আসেন স্থানীয় এক যুবক। তাই তিনি কুকুরছানাগুলোকে সঠিক জায়গায় না পেয়ে আশেপাশে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। তখন তার চোখ পড়ে ড্রেনে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকা ১১টি কুকুরের ওপর। ঘটনার পর শিলিগুড়ি থানায় জানানো হয়।

Office of the ONDA 1 GRAM PANCHAYAT, ONDA, BANKURA

Tender is invited by the undersigned for the following works under NIT & NIeT given below.

NIT/NIeT No.	Nature of Work	Date of publish	No. of works	Last Date of Submission of BID/Droping	Date of opening
NIeT-22/CFC-BG/2023-24	Solar Submersible & Submersible	30-12-2023	4	08-12-2023 up to 5:30 P.M.	11-12-2023
NIeT-23/CFC-BG/2023-24	Road and Drain	30-12-2023	2	08-12-2023 up to 5:30 P.M.	11-12-2023
NIT-24/CFC-BG/2023-24	Tubewell	30-12-2023	1	08-12-2023 up to 5:30 P.M.	11-12-2023
NIT-25/CFC-BG/2023-24	Drain and Office Building Repairing	30-12-2023	3	08-12-2023 up to 5:30 P.M.	11-12-2023

For details please visit website wbtenders.gov.in or office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Onda 1 G.P

e-Tender Notice

P.O-cum-DWO, B.C.W & TD, Purulia invites e-tender of 2023-24

NIT NO.	Tender Id	End date
NIT-7(e) (2 nd Call)	2023_DM_578105_1	20.12.23

Details may be seen on website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-P.O-cum-D.W.O.
BCW & TD, Purulia

Office of the Bargachia-II Gram Panchayat,
Bargachia, Howrah
Notice Inviting E-Tender

Office of the Prodhan, Bargachia-II Gram Panchayat under Jagatballavpur Development Block, Dist- Howrah has invited E-Tender Notice. **List of Tender Notice :- 1.BAR-II/E-Tender/658/2023(15-th FC) SI No-01 Dated:-28/11/2023 2.BAR-II/E-Tender/659/2023(15-th FC) SI No-01 Dated:-28/11/2023 3.BAR- II/E-Tender/660/2023(15-th FC) SL No-01 Dated:- 28/11/2023 4.BAR-II/E-Tender/661/2023(15-th FC) SL No-01 Dated:- 28/11/2023 5.BAR-II/E-Tender/662/2023(15-th FC) SL No-01 Dated:- 28/11/2023 6.BAR-II/E-Tender/663/2023(15-th FC) SL No-01 Dated:- 28/11/2023 7. BAR-II/E-Tender/664/2023(15- th FC) SL No-01 Dated:- 28/11/2023 8. BAR-II/E-Tender/665/2023(15-th FC) SL No-01 Dated:- 28/11/2023 9. BAR-II/E-Tender/666/2023(15-th FC) SL No-01 Dated:- 28/11/2023 10. BAR-II/E- Tender/667/2023(15-th FC) SL No-01 Dated:- 28/11/2023 11. BAR-II/E-Tender/668/2023(15-th FC) SL No-01 Dated:- 28/11/2023 12. BAR-II/E-Tender/669/2023(15-th FC) SL No-01 Dated:- 28/11/2023 13. BAR-II/E-Tender/670/2023(15-th FC) SL No-01 Dated:- 28/11/2023 14. BAR-II/E-Tender/671/2023(15- th FC) SL No-01 Dated:- 28/11/2023 15. BAR-II/E-Tender/672/2023(15-th PC) SL No-01 Dated:- 28/11/2023 16. BAR-II/E-Tender/673/2023(15-th FC) SL No-01 Dated:- 28/11/2023 17.BAR-II/E-Tender/674/2023(15-th FC) SL No-01 Dated:- 28/11/2023 .** Bid Submission date- **30/11/2023, 5:00 PM** and **01/12/2023** and End of Bid Submission **08/12/2023 at 5:00 PM** and **09/12/2023 at 5:00 PM** and The details tender notice along with Tender Documents and others forms is available at **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
BARGACHIA-II GRAM PANCHAYAT

E-TENDER INVITING NOTICE

Electronic tenders are hereby invited by the Pradhan, Begri Gram Panchayat, Domjur, Howrah for the following works: 03 (Three) nos of Central Finance Commission schemes for the bonafied experienced contractors having 50% credential. **NIT No-458 to 460/ BGP/2023, DATE-30/11/2023.** Last date of submission of tender: **07/12/2023 (10:30 AM).** For further details see **wbtenders.gov.in** & the notice board of Begri Gram Panchayat.

Sd/- Pradhan
Begri Gram Panchayat

OFFICE OF THE MANTADARI GRAM PANCHAYAT

Tender Notice No: - 05/MGP/15th FC (UNTIED)2023-24, Date: 28/11/2023, 06/MGP/15th FC (TIED)2023-24, & 06/MGP/15th FC (TIED)2023-24 Date: 28/11/2023 invited by the undersigned for 10 No's of work under Mantadari Gram Panchayat Rajganj Jalpaiguri, Period and time for download of bidding documents: **From 28/11/2023 Time: 18.00 Hour To: 05/12/2023 Time: 18.00 Hours.** Please visit on Website: **www.wbtenders.gov.in** Detailed will be available from the office on all working days.

Sd/- Mantadari Gram Panchyat,
Rajganj, Jalpaiguri

E-TENDER INVITING NOTICE
Tender Reference no.;- WB/HOW/BJPS/ NIT-13/2023-24
(Memo No: 692 /Panch, Dated: 30/11/2023)

Electronic Tenders are hereby invited by the Executive Oficer, Bally Jagacha Panchayat Samity for inplementation of six (06) nos. work within Bally Jagacha Panchayat Samity, Howralh. Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in**) and Office Notice Board.

Sd/- Executive Officer
Bally Jagacha Panchayat Samity

কলাভবনে শুরু হল নন্দন মেলা

দেবশ্রী মজুমদার, শান্তিনিকেতন, ৩০ নভেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার বিকেলের মধ্যে নন্দন মেলার প্রস্তুতি পর্ব শেষ। শুক্রবার বৈতালিকের মধ্য দিয়ে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে শুরু নন্দন মেলা। মেলা চলবে দুদিন। তিন ডিসেম্বর আচার্য নন্দলাল বসুর জন্ম দিন পালন ও বনভোজনের মধ্যদিয়ে নন্দন মেলার সমাপ্তি হয়। দুদিনের এই মেলায় কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রী সহ অধ্যাপকদের হস্তশিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকজন ছাড়াও বহু দেশ বিদেশের পর্যটকেরা এই মেলায় আসেন। মেলার আয় থেকে দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রী কল্যাণ তহবিলে রাখা হয়। পরে সেই অর্থ ছাত্র-ছাত্রী কল্যাণে ব্যয় হয়। বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গেছে, ১৯৭৩ সালে এই মেলার প্রবর্তন হয় কলাভবনের অধ্যাপক দিনকর কৌশিকের নেতৃত্বে। দিনকর ১৯৭০ সালে কলাভবনকে নতুন রূপ দেন। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে তিনিই নন্দন মেলার আয়োজনের প্রধান ভূমিকা নেন। ১৯৭৩ সালে বীরেণ বোরা নামে কলা ভবনের এক ছাত্র দুর্ঘটনার শিকার হয়। তখন ছাত্র ও শিক্ষক মিলে দুঃস্থ ছাত্রদের কথা ভেবে তাদের তৈরী শিল্প দ্রব্য বিক্রির জন্য একটি মেলার কথা ভাবেন। সেই সময় কলাভবনের অধ্যাপক দিনকর কৌশিকের নেতৃত্বে ছাত্র-ছাত্রীরা এই মেলা শুরু করেন। বিশিষ্ট শিল্পী নন্দলাল বসুর প্রতি এভাবেই শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছে এই নন্দন মেলা। মোমবাতি জ্বালিয়ে শোভাযাত্রা করে নন্দন সদনের সামনে নিজস্ব বাড়িতে গিয়ে আচার্য্যের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে কলাভবনের ছেলে-মেয়েরা। বনভোজনের মাধ্যমে এই মেলার সমাপ্তি ঘোষণা হয়। এই বার্ষিক মেলার উদ্দ্যোক্তা কলা ভবন। প্রথম দিকে এই মেলায় শুধুমাত্র কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করলেও, এখন সমস্ত ভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের অঙ্কন সামগ্রী এবং অন্যান্য শিল্প দ্রব্য বিক্রি হয়। এই মেলার আয় থেকে দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ব্যয় করা হয়। বহু বিদেশীদের আগম ঘটে কলা ভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের শিল্পকর্ম কিনতে।

গর্ভপাতের ওষুধ খেয়ে মৃত্যু মহিলার

দুরন্ত বার্তা, তপন, ৩০ নভেম্বর ঃ গ্রামীণ চিকিৎসকের পরামর্শে গর্ভপাতের ওষুধ খেয়ে তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম বিলকিস বিবি (৩১)। তিনি জেলার তপন থানার হযরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা ছিলেন। জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে বিলকিস বিবির শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তার পরিবার তাকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বালুরঘাট থানার পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিলকিস বিবির দুই সন্তান রয়েছে। স্বামী বাবু সরকার পেশায় একজন পরিযায়ী শ্রমিক। দেড় মাস আগে তিনি গোয়ায় কাজে গিয়েছিলেন। স্ত্রীর অসুস্থতার খবর পেয়ে কয়েক সপ্তাহ আগে বাড়িতে এসেছিলেন। বিলকিস বিবির বড় মেয়ে নবম শ্রেণিতে পড়ছে। অথচ ছেলের বয়স প্রায় এক বছর। এমন অবস্থায় তিন মাস আগে আবারও অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন তিনি। কয়েকদিন আগেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। এরপর স্বামীর সঙ্গে কথা বলে গর্ভপাতের সিদ্ধান্ত নেন বিলকিস। এরপর স্থানীয় গ্রাম্য চিকিৎসকের পরামর্শ নেন এবং গর্ভপাতের ওষুধ খাওয়া শুরু করেন। গর্ভপাতের ওষুধ খেয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কয়েকদিন আগে তিনি এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁকে গঙ্গারামপুর বিভাগীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তবে লোকলজ্জার ভয়ে বিলকিস বিবি গর্ভবতী হওয়ার বিষয়টি পুরোপুরি গোপন করেন হাসপাতালে। কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর বুধবার তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাড়ি পৌঁছে রাত হতে না হতেই আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন বিলকিসের স্ত্রী। অবস্থার অবনতি হলে বিলকিস বিবিকে চিকিৎসার জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। বিলকিস বিবির মৃত্যুতে পরিবারসহ এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বালুরঘাট থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ পেলে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

তৃণমূল বিধায়কের ফেসবুক হ্যাক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ নভেম্বর ঃ মালদার চাঁচলের তৃণমূল বিধায়কের ফেসবুক হ্যাক করার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো। পুরো বিষয়টি নিয়ে ইংরেজবাজারে সাইবার ক্রাইম থানায় তৃণমূল বিধায়ক নিহার ঘোষ লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে মালদার সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। যদিও এই মুহূর্তে শীতকালীন বিধানসভার অধিবেশনে কলকাতায় রয়েছেন বিধায়ক নিহার ঘোষ। কলকাতা যাওয়ার আগে বুধবার সাইবার ক্রাইম থানায় বিধায়ক নিজেই তার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়ে যাওয়ার বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। বিধায়ক জানিয়েছেন, তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টটি তিনি খুব কম ব্যবহার করেন। শুধুমাত্র দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির বিভিন্ন বার্তা দেওয়া প্রচার এবং রাজ্য সরকারের উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ডের বিষয়গুলি তার ফেসবুকে পোস্ট করে থাকেন। কিছুদিন ধরে বিধায়কের নিজস্ব নামের ফেসবুক থেকেই বিভিন্ন ধরনের জমি, বাড়ি, গাড়ি, বিক্রয় কেন্দ্র সংক্রান্ত বিষয়ের পাশাপাশি এমনকি কাজের সন্ধান মূলক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে একের পর এক পোস্ট উঠে আসছিল। যা দেখা যাচ্ছিল বিধায়কের নিজস্ব ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকেই এই পোস্ট করা হচ্ছে। এরপরই পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরেই পুলিশ ও প্রশাসনের দ্বারস্থ হন বিধায়ক নিহার ঘোষ। তিনি বলেন, আজকের সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে যে ধরনের সাইবার ক্রাইম ঘটছে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমি পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। উল্লেখ্য, গত বিধানসভার নির্বাচনে চাঁচলের কংগ্রেস গড় ভেঙে বিধায়ক হন তৃণমূল প্রার্থী নিহার ঘোষ। বিগত দিনে নিহার ঘোষ ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান পদও সামলেছেন। এমনকি ইংরেজবাজার বিধানসভার বিধায়কও ছিলেন। রাজনীতির বাইরে একজন সামাজিক সংগঠনমূলক ব্যক্তিত্ব হিসাবে নিহার ঘোষের নাম জেলার মানুষের কাছে পরিচিত রয়েছে।

Office of the
Sonaijuri Gram Panchayat
Purulia-I, Purulia
gp.sonaijuri@gmail.com
Notice Inviting e-Tender

The Pradhan, Sonaijuri Gram Panchayat, Purulia-I, Purulia invites online tender bearing **NIeT No NIT NO:- WBPUR/SGP/NIeT-06/23-24 Dated 29/11/2023** for 16 nos work from bonafied, resourceful contractor. Last date of bid submission **8/12/23.** , Details of NIeT may be seen at **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Pradhan
Sonaijuri Gram Panchayat

Office of the
Manguria Lalpur Gram Panchayat
Vill-Lalpur, PO-Daldali, Dist-Purulia(WB), Pin-723101
Notice Inviting E-Tender No. 03/MLGP/2023-24, Date-01/12/2023

The Prodhan, Manguria Lalpur Gram Panchayat invites e-tender. More details visit **www.etender.gov.in**

Sd/- Pradhan
Manguria Lalpur Gram Panchayat

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
টেলি ঃ ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১/ ১২ / ১৩, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০, **www.hmcgov.in**

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ব্যুৎ), এইচএমসি টেন্ডার আহ্বান করছেন ৭(সাত)টি ইলেকট্রিক্যাল কাজের জন্য এইচএমসি অধীন। আগ্রহী ঠিকাদারদের দরপত্রের সাথে জমা করতে হবে প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদার লাইসেন্স, সুপারভাইজার সার্টিফিকেট ও আপ টু ডেট জিএসটি শংসাপত্র ও রিটার্ন (চলতি ত্রৈমাসিক), পিটিসিসি, আইটিসিসি ও শংসাপত্র।

দরপত্র জমা (অনলাইন) শুরুর তারিখ ঃ ২৮.১১.২০২৩ বিকাল ৬.০০ ঘটিকা থেকে।

দরপত্র জমা (অনলাইন) বন্ধের তারিখ ঃ ১১.১২.২০২৩ বিকাল ৬.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।

দয়াকরে দেখুন ঃ **https://wbtenders.gov.in**

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার
২০৫(১) /২৩-২৪ ৩০.১১.২০২৩ হাওড়া পৌর নিগম

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA :: PURULIA
TENDER NOTICE

Executive Officer, Para Panchayat Samity, District-Purulia invites Tender for the following items on:-
* **NIT No.:- 11/EO/PPS of 2023-24 (Sl. No.-01 to 06)**
* No. of Work:- 06 (Six) nos.
* Last Date of Application:- **07.12.2023 up to 16.00 hours.**
* Date of issue of Tender paper:- **11.12.2023 at 11.00 hours. To 16.00 hours.**
* Last date of dropping of Tender papers **12.12.2023 up to 14:00 hours** in the Tender Box kept for the purpose at the office of the undersigned.
* Date of Opening of Tender **12.12.2023 after 14:00 hours.**

For more details go to website: **www.parablock.org** and **www.puruliazp.nic.in** and also may contact to Para Panchayat Samity office on working days at office hours.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayet Samity

OFFICE OF THE
MANDARAN GRAM PANCHAYAT
(Under Goghat-II Panchayat Samity)
VILL.- MANDARAN, P.O.- SINRAPUR, DIST.- HOOGHLY, PIN CODE : 712614
e-mail : mgpanchayet@gmail.com
Memo No.-228/MGP/2023 Dated: 30.11.2023
NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender Notice are invited vide **NIT No.: 9/MGP/XVFC&SBM(G)/2023 (1 UNIT of SWM) Dated 29.11.2023.** Bid Submission Start Date (Online)-**30.11.2023 (09.00 hrs),** Closing Date (Online): **11.12.2023 (14.00 hrs).** Bid Opening Date (Online): **13.12.2023 (14.00 hrs).** Please look for details on **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/- Pradhan
Mandaran Gram Panchayat

Udaynarayanpur Panchayat Samity
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE

Executive Officer, Udaynarayanpur Panchayat Samity invites **E-Tender as follows: 1) WB/HWH/UNPUR/NIET-19/EO/23-24 dt. 24.11.2023** for 02 Nos. schemes within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity, **Tender ID - 2023_ZPHD_610558_1 to 2023_ZPHD_610558_2. 2) WB/HWH/UNPUR/NIET-20/EO/23-24 dt. 29.11.2023** for 02 Nos. schemes within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity, **Tender ID - 2023_ZPHD_610608_1 to 2023_ZPHD_610608_2.** Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity, Howrah

পিরামল ক্যাপিটাল অ্যান্ড হাউসিং ফাইনান্স লি.

Piramal Finance

(পূর্বে পরিচিত দেওয়ান হাউসিং ফাইনান্স কর্পোরেশান লি.)

CIN : L65910MH1984PLC032639

রেজিস্টার্ড অফিস ঃ ইউনিট নং.-৬০১, ৬ ফ্লোর, পিরামল অ্যামিটি বিল্ডিং, পিরামল অগস্ত কর্পোরেট পার্ক, কামিনী জংশন, ফায়ার স্টেশন বিপরীতে, এলবিএস মার্গ, কুরলা (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০৭০, ফোন - +৯১ ২২ ৩৮০২৪০০

শাখা অফিস ঃ ৪১ শেকসপীয় সরণী, ডাক ব্যাক হাউস, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০১৭

অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তির জন্য ধারা ৮(১) অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (প্রয়োগ) ধারা, ২০২২ এবং অনুবিধি-৪

এতদ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন অনুমোদিত আধিকারিক পিরামল ক্যাপিটাল অ্যান্ড হাউসিং ফাইনান্স লিমিটেড অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তি ও প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন, ২০০২ এবং ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত হয়েছে অধীন ধারা ১৩ (১২) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৩ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ কোম্পানির অনুমোদিত আধিকারিক জারি করছেন দাবী বিজ্ঞপ্তি নিম্নে উল্লেখিত গ্রাহক / জামিনদারদের প্রতি পরিশোধ করতে হবে বকেয়া রাশি উল্লেখিত বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে। যদি গ্রাহক বকেয়া রাশি পরিশোধে ব্যর্থ হন, বিজ্ঞাপিত করা যায় যে গ্রাহক/ জামিনদার এবং জনস্বার্থে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রতীকী অধিগ্রহণ করেছেন নিম্নেবর্নিত সম্পত্তি ক্ষমতার প্রয়োগবলে যা সুনিশ্চিত হয়েছে তার ওপর অধীন উপধারা (৪) ধারা ১৩ আইনের সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৮ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২। গ্রাহকদের মনোযোগ আকর্ষিত করা যায় অধীন বন্দোবস্ত উপ-ধারা (৮) ধারা ১৩ আইনে, উপযুক্ত সময়ের মধ্যে সুরক্ষিত সম্পত্তি খালাস করার জন্য। গ্রাহকদের বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে সতর্ক করা যায় করতে উল্লেখিত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করতে, যদি কোন লেনদেন হয় তাহলে পিরামল ক্যাপিটাল অ্যান্ড হাউসিং ফাইনান্স লি. (পূর্বে পরিচিত দেওয়ান হাউসিং ফাইনান্স কর্পোরেশান লিমিটেড) দাবী করবে নিম্নলিখিত রাশি সুদ সহকারে।

ক্র. নং.	গ্রাহক / জামিনদারদের নাম	সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ (স্থাবর সম্পত্তি)	দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ ও রাশি	অধিগ্রহণের তারিখ
১	**(লোন কোড নং. এম০০৭২৩৩৯), (বর্ধমান শাখা), কালিপদ গুইন (গ্রাহক) / প্রিয়াঙ্কা গুইন (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** - করাজগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত, মৌজা-বাঁধমুড়া, ষষ্ঠীতলার নিকট, শহর- বর্ধমান, পিন-৭১৩১৫০, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ, দেশ-ভারত।	২৫-০২-২০২৩, টাকা. ১৬৪৭০৮০ /- (ষোলো লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার আশি টাকা মাত্র)	২৫.১১.২০২৩ (প্রতীকী)
২	**(লোন কোড নং. এম০০৪৮৭৯১), (বর্ধমান শাখা), উৎপল দাঁ (গ্রাহক) / মহুয়া দাঁ (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** - মৌজা-খুরাজ, জেএল নং. ৮২, গলসি, শিবমন্দিরের নিকট, শহর-বর্ধমান, পিন-৭১৩৪০৩, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ, দেশ-ভারত।	২৫-০২-২০২৩, টাকা. ৯০৪৬৯০/- (নয় লক্ষ চার হাজার ছয়শত নব্বই টাকা মাত্র)	২৫.১১.২০২৩ (প্রতীকী)
৩	**(লোন কোড নং. ১০৭০০০০১৭১৪), (দুর্গাপুর শাখা), বিরজু শ (গ্রাহক) / শোভা শ (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** - লিংক পার্ক, মেন গেট রোড, পোস্ট-আমরাই, থানা-দুর্গাপুর, মৌজা-আমরাই, জেএল নং-৫৮, প্লট নং-২৯০১, দুর্গাপুর বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩২০৩।	২৫-০২-২০২৩, টাকা. ৪৫৭৯৮০/- (চার লক্ষ সাতান্ন হাজার নয়শত আশি টাকা মাত্র)	২৫.১১.২০২৩ (প্রতীকী)
৪	**(লোন কোড নং. ১৯৪০০০৪২২৩৪), (কলকাতা-শেকসপীয়র সরণী- শাখা), স্বপন পাল (গ্রাহক) / রিপন পাল, ননী পাল (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -মৌজা-নগরথুবা, জেএল নং-৮১, আরএস নং. ৩২১, দাগ নং. ৩৫৭, খতিয়ান নং. ৩৭০, হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৮৯, থানা-হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩২৬৩।	৩০-০১-২০২৩, টাকা. ১৯৪৮৪১৬/- (উনিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার চারশত ষোলো টাকা মাত্র)	২৬.১১.২০২৩ (প্রতীকী)
৫	**(লোন কোড নং. ১৩৭০০০০০৭৫১), (কলকাতা-শেকসপীয়র সরণী- শাখা), বার্থোলমি কেরকেট্টা (গ্রাহক) / মেরি রোজলিন কেরকেট্টা (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -৩৯ / বি, শ্রীকৃষ্ণপুর রোড, থানা-বারাসত, পোস্ট-কাজিপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, থানা-বারাসত, কলকাতা-৭০০১২৪, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩২০২।	২৭-১২-২০২২, টাকা. ৫৫১৮৮৯/- (পঞ্চান্ন লক্ষ এক হাজার আটশত উননব্বই টাকা মাত্র)	২৬.১১.২০২৩ (প্রতীকী)
৬	**(লোন কোড নং. ১৯৪সিএএল ০১৮৫২), (কলকাতা-শেকসপীয়র সরণী- শাখা), রবীন্দ্রনাথ দাস (গ্রাহক) / (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -এফ-১, ১ম ফ্লোর, ২৬ জিবি দত্ত রোড, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১১০	২৭-০৪-২০২১, টাকা. ১৩৯৪৫৬৮/- (তেরো লক্ষ চুরানব্বই হাজার পাঁচশত আটষট্টি টাকা মাত্র)	২৬.১১.২০২৩ (প্রতীকী)
৭	**(লোন কোড নং. ১৯৪সিএএল ০০৯৬২), (কলকাতা-শেকসপীয়র সরণী- শাখা), নব কুমার মাইতি (গ্রাহক) / (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -আরএস দাগ নং. ১৫৪২, মৌজা-বড়বাহেরা, জেএল নং. ৫, খতিয়ান নং. ১৫৩, থানা-উত্তরপাড়া, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২৫০২।	২৬-০৯-২০২০, টাকা. ৫০০৭৮৬/- (পাঁচ লক্ষ সাতশত ছিয়াশি টাকা মাত্র)	২৬.১১.২০২৩ (প্রতীকী)
৮	**(লোন কোড নং. ১৮২০০০০০২২৯), (কলকাতা-শেকসপীয়র সরণী- শাখা), মনোমিতা চক্রবর্তী (গ্রাহক) / (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -ফ্ল্যাট নং. ২ এইচ, ২য় ফ্লোর, এন-ডব্লু দিকে, গনপত রেসিডেন্সি, প্রি নং. ৫ / ১৩১, স্যার রমেশ মিত্র রোড, পূর্ব বেড়াবেড়ি, কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৩৭।	২৩-০৮-২০২১, টাকা. ২৭২৯০৩৯/- (সাতাশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার উনচল্লিশ টাকা মাত্র)	২৭.১১.২০২৩ (প্রতীকী)
৯	**(লোন কোড নং. ১৯৪০০০৪৩০৮৪), (কলকাতা-শেকসপীয়র সরণী- শাখা), দেবাশিস দাস (গ্রাহক) / কেয়া দাস (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -হোল্ডিং নং. ৩৯৬ / ৩, অশোকনগর রক্ত রবি পাড়া, মৌজা-মোমিনপুর অশোকনগর, এলআর দাগ ১৩০১, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩২২২।	২২-১১-২০২১, টাকা. ১১০৬৪৪৫/- (এগারো লক্ষ ছয় হাজার চারশত পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র)	২৫.১১.২০২৩ (প্রতীকী)
১০	**(লোন কোড নং. ১৯৪০০০৪২৯৮৬), (কলকাতা-শেকসপীয়র সরণী- শাখা), নেহা ড্রেসেস (গ্রাহক) / বিপ্লব সাহা, কবিতা সাহা (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -এম-মেশিনের নাম ঃ কম্পিউটার চালিত এমব্রয়ডারি সুইং মেশিন এপি-মডেল নংঃ ৯২১/ ৩০০/ ৬০০/ ১২০০ এপি-ইনোভয়েস নং ঃ ১৩।	২৬-০৪-২০২২, টাকা. ৩১৩৪২৮/- (তিন লক্ষ তেরো হাজার চারশত আঠাশ টাকা মাত্র)	২৫.১১.২০২৩ (প্রতীকী)
১১	**(লোন কোড নং. ১৮২০০০০০৩৯৫), (কলকাতা-শেকসপীয়র সরণী- শাখা), আসগর হোসেন মুন্সি (গ্রাহক) / সালমা মুন্সি (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -পূর্তি ফ্লাওয়ার্স, ব্লক-লোটাস, ১১ ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং-১১ডি, ওয়ার্ড নং-১৭, থানা-মহেশতলা, লেএম-জলজল মোড়, কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৪১।	২৮-০৭-২০২২, টাকা. ৩৪৪২৩৮৩/- (চৌত্রিশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার তিনশত তিরাশি টাকা মাত্র)	২৮.১১.২০২৩ (প্রতীকী)
১২	**(লোন কোড নং. ১০৭০০০০২০৮৮), (দুর্গাপুর- শাখা), সফিউল্লা মোল্লা (গ্রাহক) / মিনাউর বিবি (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -খাড়দত্ত পাড়া, পোস্ট হাপানিয়া, থানা-পূর্বস্থলী, জেএল ০৫, এলআর প্লট ১১৫৭, এলআর খতিয়ান ৪৬৪৬, মৌজা খাড়দত্তপাড়া, মোল্লা শ মিল নিকট, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৫১২।	২১-০৩-২০২২, টাকা. ৮১২৬৫৩/- (আট লক্ষ বারো হাজার ছয়শত তিপান্ন টাকা মাত্র)	২৫.১১.২০২৩ (প্রতীকী)
১৩	**(লোন কোড নং. ১৩৭০০০০৬৪০৯), (কলকাতা-শেকসপীয়র সরণী- শাখা), রঘুনাথ গিরি (গ্রাহক) / শুভ্রা রানী গিরি (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -প্রিমিসেস নং-১/ ৮১/ ১, জায়দার গেট, ওয়ার্ড নং-১৪২, স্কিম প্লট নং. ২২, লাল পোল স্টপ, জুলপিয়া রোড, নেতাজি পল্লী, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১০৪।	২২-০২-২০২২, টাকা. ৪০১১৯৬/- (চার লক্ষ এক হাজার একশত ছিয়ানব্বই টাকা মাত্র)	২৫.১১.২০২৩ (প্রতীকী)
১৪	**(লোন কোড নং. ১৩৭০০০০৩৪০৯), (কলকাতা-শেকসপীয়র সরণী- শাখা), সৌমেন গড়গড়ি (গ্রাহক) / বিথীকা গড়গড়ি (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -হোল্ডিং নং. ৩০/ ১/ এ, বড় বাগান লেন, পোস্ট ও থানা-শ্রীরামপুর, জেএল নং. ১৩, ওয়ার্ড নং. ২০, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২২০৩।	২৩-০৮-২০২১, টাকা. ১৮৭২৪০৭/- (আঠারো লক্ষ বাহাত্তর হাজার চারশত সাত টাকা মাত্র)	২৫.১১.২০২৩ (প্রতীকী)
১৫	**(লোন কোড নং. ২৭০০০০০০০২৭), (কলকাতা-রাশবিহারী- শাখা), রাভিপ আকাশ রেড্ডি (গ্রাহক) / ফাউসতিনা রেড্ডি (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -ফ্ল্যাট নং. ১০এ ৬, ১০ ফ্লোর, টাওয়ার ৩২, হাইল্যান্ড গ্রিনস, বাটানগর, থানা-মহেশতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৪১।	২৭-১২-২০২২, টাকা. ১৪৩৪৯০৩/- (চোদ্দ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার নয়শত তিন টাকা মাত্র)	২৫.১১.২০২৩ (প্রতীকী)
১৬	**(লোন কোড নং. ১০৭০০০০০৫২৪), (দুর্গাপুর- শাখা), আশিস কুমার (গ্রাহক) / মদন মোহন প্রসাদ (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -আশীর্বাদ অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট নং ডি-০১, গ্রাউন্ড ফ্লোর, আসানসোল, এসবি গড়াই রোড, সেন্ট মেরি গোরিটিস হাইস্কুল নিকট, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩০৩।	২১-০৩-২০২২, টাকা. ৯৮৫৬৭০/- (নয় লক্ষ পাঁচশি হাজার ছয়শত সত্তর টাকা মাত্র)	২৭.১১.২০২৩ (প্রতীকী)
১৭	**(লোন কোড নং. ১০৭০০০০০৫২২), (দুর্গাপুর- শাখা), দ্বীপান্বিতা বসু (গ্রাহক) / কৌশিক বসু (সহ-গ্রাহক)**	**সমস্ত অংশ সামগ্রী সম্পত্তির** -কালনা রোড, খা পুকুর, পোস্ট-বর্ধমান, নরি মোড়ের নিকট বর্ধমান, জেলা-বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩১০১।	২৫-০৮-২০২১, টাকা. ৬৬৯৫৮৬/- (ছয় লক্ষ উনসত্তর হাজার পাঁচশত ছিয়াশি টাকা মাত্র)	২৭.১১.২০২৩ (প্রতীকী)

তারিখ ঃ ৩০.১১.২০২৩ (অনুমোদিত আধিকারিক)
স্থান ঃ পশ্চিমবঙ্গ পিরামল ক্যাপিটাল অ্যান্ড হাউসিং ফাইনান্স লিমিটেড

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), Borough-I, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EEC/I/002/43/2023-2024

Name of the Work: **Raising of PIT covers at Harish Chandra Pal Lane, Samar Sarani, Hare Kristo Seth Lane and other areas in Ward No.-2**. Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,49,878.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **21 days**.

(2) NIT No.: KMC/EEC/I/002/44/2023-2024

Name of the Work: **Maintenance of UG Sewer at 141/1 K.C. Ghosh Road, 4, Samar Sarani, 10/1A Center Sinthee Road, 51/4, South Sinthee Road etc. in Ward No.-2**. Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 4,99,922.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **21 days**.

(3) NIT No.: KMC/EEC/I/003/26/2023-2024

Name of the Work: **Repairing of damaged I.P.S. footpaths and passages at 22/147, R.M. Road and surrounding areas in Ward No.-3**. Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 4,41,867.00**. Earnest Money: **Rs. 9,000.00**. Period of Completion: **30 days**. Last date & time of submission of bid: **11.12.2023 (up to 11 a.m.) [For Sl. No. 1 to 3]**. Tender will be opened on: **13.12.2023 (11 a.m) [For Sl. No. 1 to 3]**. The bid forms and other details are available on and from **01.12.2023 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 3]**.

The Executive Engineer (Civil), Borough-III, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE-III/35/22/23-24 (1st Call)

Name of the Work: **Construction of street tap water platform at B/165/H/30 Beliaghata Main Road and different places in Ward No.-35**. Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 4,80,772.00**. Earnest Money: **Rs. 9,800.00**. Period of Completion: **40 days**. Last date & time of submission of bid: **08.12.2023 up to 12 noon**. Date and time of opening of bid: **11.12.2023 after 12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **01.12.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

(2) NIT No.: KMC/EE-III/13/26/23-24 (1st Call)

Name of the Work: **Repair of sewer line at 2, 8/1, 8/1/19 G.D.G. Lane, 6, G.S. Lane, 9/1/23 Canal East Road and different places in Ward No.-13**. Estimated Amount: **Rs. 3,49,868.00**. Earnest Money: **Rs. 7,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

(3) NIT No.: KMC/EE-III/13/33/23-24 (1st Call)

Name of the Work: **Renovation of bustee sanitary latrine at 6, 5, 4/1, 9 etc. G.S. Lane and surrounding areas in Ward No.-13**. Estimated Amount: **Rs. 4,99,955.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **45 days.** Last date & time of submission of bid: **12.12.2023 up to 12 noon [For Sl. No. 2 & 3]**. Date and time of opening of Tender: **14.12.2023 on or after 12 noon [For Sl. No. 2 & 3]**. The bid forms and other details shall be available on and from **05.12.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 2 & 3]**.

The Executive Engineer (Electrical), Lighting Z-III, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/464

Name of the Work: **Operation and maintenance of lighting system at Tangra Slaughter House, Live Stock Yard, Office Room & Staff Quarters in Ward No.-57 in Br.-VII**. Estimated Amount: **Rs. 4,86,432.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **365 days.**

(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/465

Name of the Work: **Renovation and improvement of lighting in Kalanga Bustee in Ward No.-63, Br.-VII**. Estimated Amount: **Rs. 2,99,383.65**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/468

Name of the Work: **Improvement of street lighting system at Circus Avenue, Lower Range, A.J.C. Bose Road, Jhowtala Road, West Row & Baluhak Lane in Ward No.-64, Br.-VII**. Estimated Amount: **Rs. 4,93,049.68**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

(4) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/470

Name of the Work: **Annual maintenance of A.C. Machine and Water Cooler at Borough Office, Chairman Room, Community Hall & Park-o-Mat etc. under Br.-VII, Lighting Zone-III**. Estimated Amount: **Open Quotation**. Earnest Money: **Rs. 7,000.00 (L.S.)**. Period of Completion: **365 days.** Last date & time of submission of bid: **12.12.2023 up to 12 noon [For Sl. No. 1 to 4].** Technical bid open on: **13.12.2023 at 12 noon [For Sl. No. 1 to 4].** The bid forms and other details are available on and from **01.12.2023 at (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 4]**.

The Executive Engineer (Electrical), (Lighting/Crematorium), KMC invites tender online, two bid system for the following works:

(1) NIT No.: LTG/CRM/BBG/14/23-24

Name of the Work: **Supply, installation, testing and commissioning of HT Kit, Space Heater, Controller, Relay etc. along with related works at Garia Adi Mahasmashan and Birjunallah Burning Ghat**. Estimated Amount: **Open Quotation**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00 (lump sum)**. Period of Completion: **10 days.**

(2) NIT No.: LTG/CRM/GAM/15/23-24

Name of the Work: **Maintenance of street light, indoor and outdoor lighting system at Garia Adi Mahasmashan**. Estimated Amount: **Rs. 1,45,084.00**. Earnest Money: **Rs. 2,950.00**. Period of Completion: **365 days.** Last date & time of submission of bid: **09.12.2023 (5 p.m) [For Sl. No. 1 & 2].** The bid forms and other details are available on and from **01.12.2023 (5 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 & 2]**.

The Executive Engineer (Civil)/Br.-VI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/VI/054/023/2023-2024/D

Name of the Work: **Restoration of concrete I.P passage & paver block footpath disturbed by P.U Agency at 2/1/A, 34/1/D, 47/1/H/8 Sir S.A. Road, B/30/H/1, 34/1/D Dr. Suresh Sarkar Road, 10 Uriapara Lane and 19D, 37 Cantopher Lane etc. in Ward No.-54**. Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 4,80,769.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **45 days**. Last date & time of submission of bid: **09.12.2023 at 1 p.m**. Tender opened on: **11.12.2023 at 1 p.m**. The bid forms and other details are available on and from **29.11.2023 (6 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Electrical), Ltg.-V, Br.-XIV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: LTG/XIV/98/23-24/130

Name of the Work: **Improvement of park lighting system by decorative LED fittings at Dhalipara Ramkrishna Uddyan in Ward No.-130**. Estimated Amount: **Rs. 4,90,125.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **15 days**. Last date & time of submission of bid: **09.12.2023 at (5 p.m.)**. The bid forms and other details are available on and from **01.12.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil)/Br.-XIV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/XIV/130/009/23-24/BS (1st Call)

Name of the Work: **Maintenance of bustee U/G sewer at Ramkrishna Pally and Bye Lane of R.K. Sarani (Slum Areas) near Premises No. 57, B.C. Road and 41, R.K. Sarani etc. in Ward No.-130**. Work Value: **Rs. 2,68,362.07**. Earnest Money: **Rs. 5,400.00**. Period of Completion: **21 days**. Last date & time of submission of bid: **09.12.2023 (up to 11 a.m.)**. Tender will be opened on: **11.12.2023 (11 a.m.)**. The bid forms and other details are available on and from **01.12.2023 (From 5 p.m.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil)/Br.-XVI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/042/23-24

Name of the Work: **Construction of C.C. Road with allied works at Jaigirghat Road near Premises No. 988 in Ward No.-125**. Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 3,35,499.44**. Earnest Money: **Rs. 6,800.00**. Period of Completion: **30 days**. Last date & time of submission of bid: **09.12.2023 at 12 noon**. The tender will be opened on: **11.12.2023 at 12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **01.12.2023 (5 p.m.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

1014/23-24

টলি-বলির টুকরো খবর

জল্পনার অবসান! সৌরভের বায়োপিকে আয়ুষ্মানই, ইঙ্গিত দিলেন অভিনেতা

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিকে কোন অভিনেতা? বহুদিন ধরেই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে এই নিয়ে জল্পনা। প্রথমে নাম এসেছিল রণবীর কাপুরের। তবে পরে জানা যায়, রণবীর নন, আয়ুষ্মান খুরানাই হবেন 'মহারাজ'। কিন্তু আয়ুষ্মানের খবরটাও এখনও পর্যন্ত অফিসিয়াল নয়। মাঝে মধ্যে অভিনেতার ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট বা সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়েই অনুরাগীরা ধরে নেন তিনিই পর্দার সৌরভ। এবারও তেমনটি হল। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে আয়ুষ্মান যা বললেন, তা কিন্তু সৌরভের বায়োপিককেই নির্দেশ করছে। সাক্ষাৎকারে আয়ুষ্মান বলেন, ছোটবেলা থেকেই খেলা খুবই প্রিয়। বিশেষ করে ক্রিকেট। সেই ভালোলাগার জায়গা থেকেই বরাবরাই চেয়েছিলাম কোনও ক্রিকেটারের চরিত্রে অভিনয় করতে। মনে হচ্ছে খুব শীঘ্রই এই ইচ্ছেপূরণ হবে। আয়ুষ্মানের এই কথাকে ধরেই অনুরাগীরা দুইয়ে দুইয়ে চার করে ফেলেছেন। তার উপর কয়েকদিন আগেই ইনস্টাগ্রামে বাংলা লিখে ছবি পোস্ট করেছিলেন অভিনেতা। তিনি যে বাংলা শিখছেন, তা স্পষ্ট করেছিলেন আয়ুষ্মান। সুতরাং সবই যে সৌরভের বায়োপিকের জন্য, তা কিন্তু বোঝা কঠিন নয়। প্রসঙ্গত, গত আগস্ট মাসেই রিলিজ করেছে আয়ুষ্মান অভিনীত 'ড্রিম গার্ল ২'। যদিও সেই সিনেমা খুব একটা ব্যবসা করতে পারেনি। ১৪০ কোটি টাকা কামাই করতে পেরেছে এই ছবি। সিনে সমালোচকদের থেকেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছে। এবার আয়ুষ্মানের পাখির চোখ সৌরভের বায়োপিকের দিকেই!

দ্বিতীয়বার মা হলেন অভিনেত্রী শুভশ্রী

নভেম্বরের শেষ দিনে শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে কন্যাসন্তানের জন্ম দিলেন অভিনেতা শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, মা ও সন্তান দু'জনেই সুস্থ আছেন। এ দিন শুভশ্রীর সন্তান হওয়ার খবর শেয়ার করে এক টুইট করেছেন পরিচালক ও বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী নিজেই। তিনি লেখেন, আমাদের বাড়িতে এক ছোট্ট ভালবাসার আগমন হয়েছে। আমরা ভীষণ খুশি। আমাদের রাজকন্যার জন্য অনেক আশীর্বাদ চাই। ২০২০ সালে তখন ভরা লকডাউন। জন্ম হয়েছিল শুভশ্রী-রাজের প্রথম সন্তান ইউভানের। দ্বিতীয় সন্তান নেওয়ার পরিকল্পনা প্রথম থেকেই ছিল তাঁদের। দু'জনে চেয়েছিলেন ইউভানের যেন এক খেলার সঙ্গী আসে। শুভশ্রী দ্বিতীয়বার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর তাঁর প্রেগন্যান্সি নিয়ে রাজ বলেছিলে- সবটাই পরিকল্পিত। আমি-শুভ ঠিকই করেছিলাম ইউভানের তিন বছর হতেই ওর একজন খেলার সঙ্গী নিয়ে আসতে হবে। সেই মতোই সবটা হচ্ছে। যদি কেউ ভাবে আনপ্ল্যান্ড তা কিন্তু একেবারেই নয়।

কেমন হল অঙ্কুশ-প্রিয়াঙ্কার 'কুরবান'?

আধুনিকতার পালে যতই হাওয়া লাগুক, ধর্ম নিয়ে হানাহানি আজ একবিংশ শতকে গিয়েও প্রাসঙ্গিক।

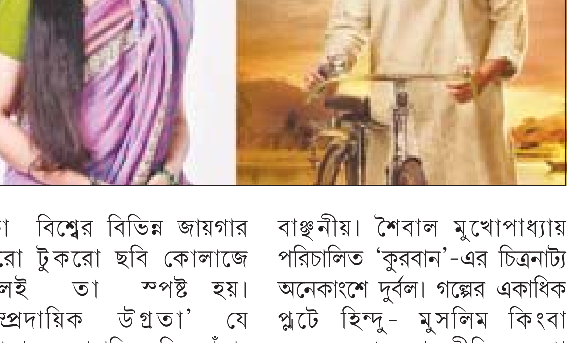

গোটা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গার টুকরো টুকরো ছবি কোলাজে ধরলেই তা স্পষ্ট হয়। 'সাম্প্রদায়িক উগ্রতা' যে একপ্রকারের সামাজিক বিষফোঁড়া, তা এই যুগেও মানতে কষ্ট হয় মনুষ্য নামক জীব গোষ্ঠীর একাংশের। তাই তো মৃত্যুপুরীর স্বপ্ন দেখে দাঙ্গাবাজ দৈত্যরা! পরিচালক শৈবাল মুখোপাধ্যায়ের 'কুরবান'ও এরকমই এক প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে। যেখানে গ্রামের এক সাদামাটা ছেলের জেহাদি হয়ে ওঠার জেদের গল্প বলা হয়েছে। গল্পে কোনও নতুনত্ব নেই। কারণ এযাবকাল একাধিকবার ভিন্ন ভাষায় ভিন্নভাবে এমন গল্প দর্শকদের প্লেটে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে সিনেমার ট্রিটমেন্টের মেরুদণ্ড কতটা শক্ত? তা আতসকাচের নিচে থাকা বাঞ্ছনীয়। শৈবাল মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'কুরবান'-এর চিত্রনাট্য অনেকাংশে দুর্বল। গল্পের একাধিক প্লটে হিন্দু- মুসলিম কিংবা মেরুকরণের রাজনীতির কথা বোঝাতে চাইলেও দৃশ্যায়ণের ক্ষেত্রে আরেকটু জোড় দিলে ভালো হত। সিনেমার সারপ্রাইজ এলিমেন্ট অবশ্যই অঙ্কুশের লুক এবং অভিনয়। তবে গ্রামবাংলার বাঙাল ভাষার উচ্চারণ অভিনেতার প্রতিটা সংলাপে স্পষ্ট নয়। 'শিকারপুর' সিরিজের পর অঙ্কুশের কাছ থেকে প্রত্যাশা আরও বেড়েছে। আশা করা যায়, লুক নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে সিনেমার বিষয়বস্তুতেও বাড়তি নজর দেবেন অভিনেতা। প্রসঙ্গত, এর আগে 'অন্দরকাহিনি' সিনেমায় গ্রামবাংলার মেয়ের চরিত্রে অভিনেত্রী হিসেবে নিজের জাত চিনিয়ে দিয়েছিলেন প্রিয়াঙ্কা সরকার। 'কুরবান' ছবিতেও তার অন্যথা হয়নি। বরং ছবির অন্যান্য চরিত্রের তুলনায় তাঁর বাঙাল ভাষার উচ্চারণ যথাযথ। আজকের দিনে প্রাসঙ্গিক একটা বিষয়বস্তুর সিনেমার ট্রিটমেন্টে যদি আরও নতুনত্ব আনা যেত, তাহলে 'কুরবান' দেখতে বসে একঘেয়ে লাগত না! তবে সিনেমার বেশ কয়েকটি দৃশ্যের ফ্রেমকে ফটোগ্রাফিক ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়েছে। সেগুলো প্রশংসার দাবিদার। চিত্রনাট্য এতটাই আলগা যে, প্লটগুলো একসুতোয় গাঁথতে গিয়ে কী, কেন, কবে? সেই প্রশ্নের উত্তর বুঝতে দর্শককে বেগ পেতে হবে। উল্লেখ্য, স্টুডিওতে শুট করা গাড়ির দৃশ্যে ভিস্যুয়াল এফেক্ট (ক্রোমার) ব্যবহার বড্ড চোখে লাগে! সিনেমার দৈর্ঘ্য আরেকটু কম হলে টানটান বিষয়টি বজায় থাকত। কাঞ্চন মল্লিকের চরিত্রটি গল্পের অন্যতম শেড হলেও খুবই দুর্বল ট্রিটমেন্ট। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, সিনেমার দুটি গান 'এক আঁজলা জ্যোৎস্না' এবং 'দূর দূর' শুনতে মন্দ লাগেনি। তবে সমস্ত উপকরণ বিদ্যমান হলেও যথাযথ রান্নার অভাবে স্বাদ জমল না!

ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনের এই নিয়ম না মানলে দেশে এ দেশে চিকিৎসার অনুমতি মিলবে না

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ৩০ নভেম্বর ঃ বিদেশে এমবিবিএস পাশ করার পরে ১০ বছরের মধ্যে ওই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। না হলে এ দেশে চিকিৎসার অনুমতি মিলবে না।এনএমসি সূত্রের খবর, বিদেশে এমবিবিএস পাশ করা চিকিৎসকদের দেশে ফিরে চিকিৎসা করার জন্য ফরেন মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েট পরীক্ষায় (এফএমজিই) বসতে হয়। কিন্তু স্নাতক হওয়ার পরে কত দিনের মধ্যে সেই পরীক্ষায় বসতে হবে বা বসা যাবে, সেই সংক্রান্ত নির্দেশিকা বা নিয়ম নির্দিষ্ট করা ছিল না। সেটাই এ বার ১০ বছরের সময়সীমায় বেঁধে দিল এনএমসি। কর্তারা জানাচ্ছেন, ডাক্তারিতে স্নাতকোত্তর স্তরে সুযোগ পেতে নিট-পিজি পরীক্ষায় বসতে হয়। তবে এনএমসি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার পরিবর্তে এ বার থেকে ন্যাশনাল এক্সিট টেস্ট বা এনইএক্সটি পরীক্ষা চালু করা হবে। বিদেশ থেকে এসে এ দেশে চিকিৎসা করার ছাড়পত্র পেতে এফএমজিই পরীক্ষার পরিবর্তেও এনইএক্সটি দিতে হবে। কিন্তু ওই পরীক্ষা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। এনএমসি সম্প্রতি ওই নির্দেশিকায় ১০ বছরের মধ্যে এফএমজিই পরীক্ষার কথা যেমন জানিয়েছে, তেমনই তার পরে ইন্টার্নশিপের কথাও বলেছে। সেগুলি সম্পূর্ণ হওয়ার পরেই চিকিৎসার অনুমোদন মিলবে। বছরে দু'বার ওই পরীক্ষা হয়। বিভিন্ন রাজ্যের মেডিক্যাল কাউন্সিলের মতামত নিয়ে এবং ইউক্রেন, ফিলিপিন্সের মতো দেশ থেকে পাশ করা স্নাতক স্তরের চিকিৎসকদের নানা সমস্যার দিকটি খতিয়ে দেখেই নির্দিষ্ট সময়সীমা ধার্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এনএমসি। রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের সদস্য-চিকিৎসক কৌশিক বিশ্বাস বলেন, ''এনএমসি একটি করে নিয়ম করে আর দেড়-দু'মাস অন্তর সেটির পরিবর্তন করে। তাই এটিও কত দিন থাকবে, বলা মুশকিল। তবে পরীক্ষার সময়সীমা ১০ বছর না করে কম করা উচিত ছিল। কারণ, বিভিন্ন রাজ্যের মেডিক্যাল কাউন্সিলে তিন-চার বছর অন্তর শংসাপত্র আপডেট করতে হয়।'' এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করছেন অ্যাসোসিয়েশন অব হেলথ সার্ভিস ডক্টর্সের সাধারণ সম্পাদক মানস গুমটাও। তাঁর কথায়, ''এত দিন সময়সীমা দেওয়ার কী অর্থ, স্পষ্ট নয়। বিদেশ থেকে ডাক্তারি পাশ করে এসে এত দিন কি কেউ বসে থাকবেন? বরং কত তাড়াতাড়ি তিনি চিকিৎসা শুরু করবেন, তার জন্য সময়সীমা কম করা উচিত ছিল।''

Name Change

I MAHTAB HOSSAIN, S/O NOOR MOHAMMAD MOLLA, R/O Y-54/A, PANCH PARA LANE, P.O. BARTALA, P.S. RAJABAGAN, KOLKATA -700018, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAHTAB HOSSAIN MOLLA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/11/2023. MAHTAB HOSSAIN AND MAHTAB HOSSAIN MOLLA SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I MADHUMITA MAJUMDAR HASSAN & MADHUMITA MAZUMDAR HASSAN, W/O NAYAB HASSAN, R/O S410, BAISHNABGHATA PATULI, P.O. PANCHASAYAR, P.S. PATULI, KOLKATA -700094, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MADHUMITA HASSAN, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/11/2023. MADHUMITA MAJUMDAR HASSAN & MADHUMITA MAZUMDAR HASSAN AND MADHUMITA HASSAN SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I SUMITE JANA, S/O JAGAI JANA, R/O DAKSHIN JHAPORDAH, MAITYPARA, DOMJUR, HOWRAH -711405, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUMIT JANA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/11/2023. SUMIT JANA AND SUMITE JANA SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I SHRUTI KABRA BHATTER, W/O KUSHAL BHATTER, R/O 2, BISHOP LEFROY ROAD, KOLKATA -700020, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHRUTI BHATTER, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/11/2023. SHRUTI KABRA BHATTER AND SHRUTI BHATTER SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I AAS MAHEMAD, S/O MOHAMMAD QAYAM, R/O 66, NIR RATAN ADHIKARI ROAD, KAMARHATI, BARRACKPORE-700058, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AAS MOHAMMAD, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/11/2023. AAS MAHEMAD AND AAS MOHAMMAD SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I DEBASISH MONDAL, S/O PROBIR MONDAL, R/O VILL + P.O. DAYABARI RANAGHAT, P.S. RANAGHAT, PIN-741256, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBASHIS MONDAL, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON,30/11/2023. DEBASISH MONDAL AND DEBASHIS MONDAL SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I LIM LYVIA THOW CHON, D/O LIM ALIAS LIN THOW CHON, R/O 113/D/1, MATHESWARTALLA ROAD, P.O. GOBIND AKHATICK, KOLKATA -700046, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS YEAR CHIEN LIN ALIAS LIM, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/11/2023. LIM LYVIA THOW CHON AND YEAR CHIEN LIN ALIAS LIM SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I MALOBIKA SADHUKHAN, W/O DEBDUT SADHUKHAN, R/O 18/11/1, MADAN BISWAS LANE, HOWRAH - 711106, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MALABIKA SADHUKHAN, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/11/2023. MALABIKA SADHUKHAN AND MALOBIKA SADHUKHAN SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I HABIBUL BISWAS,S/O NAJRUL BISWAS, R/O VILLAGE - MAMUDPUR, P.O. AMBIKAPUR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743251, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HABIBUR BISWAS, VDIE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/11/2023. HABIBUL BISWAS AND HABIBUR BISWAS SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

মর্যাদাপূর্ণ সেবক-রংপো নতুন রেল লাইন প্রকল্পে আরও এক মাইলস্টোন

মালিগাঁও, ৩০ নভেম্বর ঃ ২৯ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে এক বৃহৎ মাইলস্টোন হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলায় অবস্থিত সেবক- রংপো রেল প্রোজেক্ট (এসআরআরপি)-এর টি-০১ নং. টানেলে অ্যাডিট-এ এক সাফল্য অর্জন করা হয়েছে। এই টানেলের সাফল্যের ফলে এই প্রকল্পের সমস্ত অ্যাডিট টানেল খননের কার্যকলাপ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার করোনেশন ব্রিজের নিকটে অবস্থিত ৮৫৫ মিটার লম্বা ইভাকুয়েশন টানেলের পাশাপাশি মূল টানেলটির দৈর্ঘ্য ৪২২৪ মিটার। মূল টানেলটি দুর্বল ও প্রত্যাহ্বানমূলক ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থা এবং তরুণ হিমালয়ের ভূকম্পীয় অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয়েছে। এসআরআরপি-এর অন্যান্য সমস্ত টানেলের মতো মাটির ভারের দুর্বলতা প্রতিরোধ করতে, সর্বশেষ ও সবচেয়ে আধুনিক ও পরিশীলিত টানেলিং টেকনোলজি তথা নিউ অস্ট্রিয়ান টানেলিং মেথড অথবা এনএটিএম ব্যবহার করা হয়েছে। সেবক-রংপো নতুন রেল সংযোগী প্রকল্পটি প্রায় ৪৫ কিমি লম্বা, যা সেবক (পশ্চিমবঙ্গ) ও রংপোকে (সিকিম) সংযুক্ত করবে এবং ১৪ টি টানেল, ১৭টি ব্রিজ ও ৫টি স্টেশন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দীর্ঘতম টানেলটি (টি-১০) ৫.৩ কিমি এবং দীর্ঘতম ব্রিজটি ৪২৫ মিটার লম্বা। সমগ্র প্রকল্পটির প্রায় ৩৮ কিমি বিন্যাস টানেলের মাধ্যমে অতিক্রম হয়েছে এবং টানেল নির্মাণের ৮৮ শতাংশ কাজ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে। বর্তমানে টানেল টি-১৪ -এ ফাইনাল লাইনিং সম্পূর্ণ করা হয়েছে এবং টানেল টি-০২, টি-০৫, টি- ০৬, টি-০৯, টি-১০, টি-১১ ও টি-১২-এর কাজ অগ্রগতি লাভ করেছে। আজকের তারিখ পর্যন্ত মোট ৭.৪৯ কিমি লাইনিং সম্পূর্ণ হয়েছে। সবগুলি বিভাগের কাজ দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা চালানো হচ্ছে। এটি ভারতের অন্যতম একটি মর্যাদাপূর্ণ নির্মীয়মাণ জাতীয় প্রকল্প এবং প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে প্রথমবারের জন্য সিকিম রেলওয়ের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে যাবে। এই রেল নেটওয়ার্কটি সম্পূর্ণ হওয়ার পর সিকিমের সাথে একটি বিকল্পমূলক সংযোগ প্রদান করবে। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করতে বর্তমানে টানেল, ব্রিজ ও স্টেশন ইয়ার্ড নির্মাণ সম্পর্কিত সমস্ত কার্যকলাপ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে চালানো হচ্ছে।

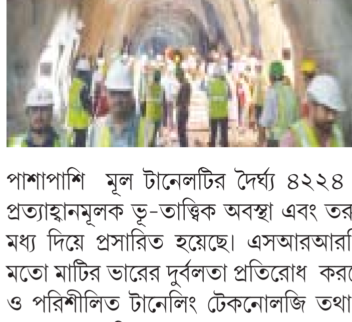

কলকাতা পুলিশের নিয়োগ পরীক্ষার জন্য ৭ ঘন্টা অতিরিক্ত মেট্রো পরিষেবা

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর ঃ কলকাতা পুলিশ-২০২২-এর কনস্টেবল / লেডি কনস্টেবল নিয়োগের চূড়ান্ত লিখিত পরীক্ষার প্রার্থীদের সুবিধার জন্য, মেট্রো ০৩.১২.২০২৩ (রবিবার) ব্লু লাইনে চারটি অতিরিক্ত পরিষেবা চালাবে। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য প্রথম অতিরিক্ত পরিষেবা ০৭.০০ টায় ছেড়ে যাবে এবং দ্বিতীয় অতিরিক্ত পরিষেবাটি ০৩.১১.২০২৩ (রবিবার) দক্ষিণেশ্বর এবং কবি সুভাষ উভয় থেকে ০৭.১৫ টায় পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে ছাড়বে। পরবর্তী মেট্রো পরিষেবা ০৯.০০ টায় টার্মিনাল স্টেশন কবি সুভাষ এবং দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে যাবে। নির্দিষ্ট দিনে ১৩০টি পরিষেবার পরিবর্তে ১৩৪ টি পরিষেবা (৬৭ UP এবং ৬৭ DN) চালানো হবে। প্রথম অতিরিক্ত পরিষেবা ঃ কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বরে ০৭.০০ টায়। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত ০৭.০০ টায়। দ্বিতীয় অতিরিক্ত পরিষেবা ঃ কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বরে ০৭.১৫ ঘন্টায়। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত ০৭.১৫ ঘন্টায়। ব্লু লাইনে শেষ পরিষেবার সময় অপরিবর্তিত থাকবে। গ্রিন লাইন এবং পার্পল লাইনে কোনো পরিষেবা ওই দিন পাওয়া যাবে না।

দক্ষিণ-পূর্ব রেল টাকা বিক্রি করেছে

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলকে একটি জিরো স্ক্র্যাপ রেল করা এই অঞ্চলের অন্যতম মিশন এলাকা। অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিক্রি থেকে মূল্য আদায়ের জন্য সকল বিভাগ ও কর্মশালা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। দক্ষিণ পূর্ব রেল চলতি আর্থিক বছরে ৩০ নভেম্বর, ২০২৩-এ ৩০০ কোটি টাকার স্ক্র্যাপ বিক্রির অঙ্কে পৌঁছেছে। স্ক্র্যাপ বিক্রি থেকে মোট আয় হল টাকা ৩০৮.৭৩ কোটি। এই বিক্রয়ের পরিসংখ্যান নভেম্বর ২০২৩ এর শেষ পর্যন্ত ২৪৬.৬৬ কোটি টাকার আনুপাতিক লক্ষ্যের চেয়ে ২৫.১৬ শতাংশ বেশি। এটি বিভিন্ন ধরণের স্ক্র্যাপ বিক্রির মাধ্যমে অর্জন করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে স্ক্র্যাপ রেল, নিন্দিত লোকো, ওয়াগন এবং কোচ, বিবিধ লৌহঘটিত এবং অ লৌহঘটিত উপকরণ, ট্র্যাক মেশিন, পরিত্যক্ত রাজমিস্ত্রি কাঠামো ইত্যাদি।

দেখা মিলল অতি বিরল কালো চিতার

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ৩০ নভেম্বর ঃ ঘন কৃষ্ণ রঙের চিতা যেমন সুন্দর , তেমনই ভয়ংকর! কিন্তু এই বিশেষ বর্ণের প্রাণী অত্যন্ত বিরল। মাঝে একটা সময় সন্দেহ দানা বেঁধেছিল, আদৌ কি কালো চিতাবাঘ আর এই পৃথিবীতে রয়েছে? এবার সেই অতি বিরল কালো চিতাবাঘের দেখা মিলল বাংলার প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশায় । বাঘসুমারি চলছে সেখানে। আর সেই সময়ই ক্যামেরায় ধরা পড়ল এই বিরল প্রাণীটি। স্বাভাবিক ভাবেই বন দপ্তরে খুশির জোয়ার। বন দপ্তরের আধিকারিক বন্যপ্রাণ সংরক্ষক সুশান্ত নন্দ নিজের এক্স হ্যান্ডলে শেয়ার করেছেন চিতাবাঘটির ছবি। কিন্তু নিরাপত্তার কারণেই কোন জঙ্গলে চিতাবাঘটিকে দেখা গিয়েছে তা জানাননি তিনি। এর আগে ময়ূরভঞ্জের সিমলিপাল ন্যাশনাল পার্কে দেখা গিয়েছিল কালো বাঘ। আরো একবার এই বিরল প্রাণীর দেখা মিললো সে রাজ্যে।

ভারতেও চিনা নিউমোনিয়ার আশঙ্কা, ৬ রাজ্যে জারি সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর ঃ ভারতেও ছড়িয়ে পড়তে পারে চিনের অজানা নিউমোনিয়া। এবার এমন আশঙ্কাতেই সতর্কতা জারি করল দেশের একাধিক রাজ্য। বিশেষ করে শিশুরা আক্রান্ত হচ্ছে এই ফুসফুসের সংক্রমণে। বেজিং-সহ উত্তর চিনের একাধিক প্রদেশে ইতিমধ্যেই এই সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে। তাই দেশের সব হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকে প্রস্তুত থাকতে বলেছিল কেন্দ্র। এবার রাজস্থান, কর্ণাটক, গুজরাট, উত্তরাখণ্ড, হরিয়ানা ও তামিলনাড়ু সরকারের তরফেও সতর্কতা জারি করা হল। তাহলে কী করোনার স্মৃতি আবার নতুন করে ফিরছে? এমন প্রশ্নই উঠছে আম জনতার মধ্যে। চিনে করোনার মতোই মহামারীর আকার নিতে চলেছে অজানা নিউমোনিয়া। শীতের শুরুতেই বাড়ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া এবং শ্বাসকষ্টজনিত নানা রোগ। চিনে এই রোগের প্রকোপ দেখা দিতেই তাই বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে বিভিন্ন হাসপাতালের পরিকাঠামো ঠিক করার কথা জন্য নির্দেশ দিয়েছিল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। কেন্দ্রের ওই নির্দেশ পাওয়ার পরেই একাধিক রাজ্য সতর্কতা জারি করেছে। সংবাদ সংস্থার খবর, শিশু, বয়স্ক, অন্তঃসত্ত্বা এবং দীর্ঘদিন ধরে স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ যাঁরা খাচ্ছেন, তাদের জন্য এই রোগ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। হাসপাতালে ভর্তি হতেও পারেন তাঁরা। কর্ণাটকে করোনার সময়ের মতোই হাঁচি-কাশির সময় মুখ ঢাকা, নিয়মিত হাত ধোয়া, মুখে হাত দেওয়া এড়ানো ও ভিড় জায়গায় মাস্ক পরার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। গুজরাটের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হৃষীকেশ প্যাটেল জানান, করোনাকালে যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছিল, চিনের অজানা নিউমোনিয়া সংক্রমণ পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে তা আরও মজবুত করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, রোগের লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে জ্বর, ঠান্ডা লাগা, অস্বস্তি, খিদে কমে যাওয়ার, বমি ভাব, হাঁচি এবং শুকনো কাশি। চিকিৎসকরা জানান, এগুলি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণদের দেহে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। তাই তাদের বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে। রাজস্থান, কর্ণাটক, গুজরাট সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, বর্তমানে ফুসফুসের সংক্রমণ সেরকম উদ্বেগজনক না হলেও, স্বাস্থ্যকর্মীদের সংক্রামক রোগ যাতে না ছড়ায়, তার দিকে কড়া নজর রাখতে বলা হয়েছে। হাসপাতালের পেডিয়াট্রিক ও মেডিসিন বিভাগেও চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখতে বলা হয়েছে। উত্তরাখণ্ড সরকারের তরফেও আধিকারিকদের ফুসফুসের সংক্রমণ নিয়ে নজরদারি রাখতে বলা হয়েছে। যেহেতু চামোলি, উত্তরকাশী ও পিথোরাগড়ের সঙ্গে চিনের সীমান্ত রয়েছে, তার জন্য এই জেলাগুলিতে বিশেষ নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শিশুদের দিকে বাড়তি নজর দেওয়ার জন্যও নির্দেশ দিয়েছেন উত্তরাখণ্ডের স্বাস্থ্যসচিব আর রাজেশকুমার। যদি শিশুদের নিউমোনিয়া এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার লক্ষণ দেখা দেয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। তবে জানা গেছে, এই মরশুমি ফ্লু একটি সংক্রামক রোগ। সাধারণত পাঁচ থেকে সাত দিন স্থায়ী হয়। অসুস্থতা এবং মৃত্যুর হার কম। কর্নাটক স্বাস্থ্যদপ্তর রাজ্যবাসীকে মরশুমি ফ্লু থেকেও সতর্ক থাকতে বলেছে। সংক্রমণ এড়াতে কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয়, তার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। রাজস্থানের স্বাস্থ্যদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান সচিব শুভ্রা সিং জানান, পরিস্থিতি উদ্বেগজনক না হলেও ঝুঁকি নিতে চাইছি না। এলাকায় নজরদারির জন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 'অ্যাকশন প্ল্যান' তৈরি করার জন্যই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আধিকারিকদের।

অপহৃত ইজরায়েলি সেনাদের মুক্তির কড়া শর্ত দিল হামাস

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর ঃ কাতারের মধ্যস্থতায় গাজায় হামলা থামিয়েছে ইজরায়েল। তবে তার আগেই গাজায় মৃত্যু হয়েছে প্রায় ১৫ হাজার মানুষের। এদের মধ্যে অধিকাংশই শিশু ও মহিলা। আপাতত যুদ্ধবিরতি চলছে দু'পক্ষের মধ্যে। চলছে বন্দি বিনিময়ও। এর মধ্যেই হামাস জানিয়ে দিল তাদের হাতে অপহৃত সব ইজরায়েলি সেনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তবে তার জন্য ইজরায়েলের জেলে আটক সব ফিলিস্তিনি বন্দিদের ছেড়ে দিতে হবে। ইতিমধ্যেই ১৪ জনকে ছেড়ে দিতে সম্মত হয়েছে হামাস। এদের মধ্যে ১০ জন ইজরায়েলি। ৪ জন থাইল্যান্ডের নাগরিক। যুদ্ধবিরতি যাতে বাড়ানো যায় তা নিয়ে কথাবার্তা চলছে দুপক্ষের মধ্যে। এর মধ্যেই ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাসেম নইম কেপ টাউনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, ইজরায়েলের সব সেনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে যদি সেখানকার জেলে বন্দি সব ফিলিস্তিনিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। গত ৭ অক্টোবক আচমকা এক হামলায় প্রায় ১২০০ ইজরায়েলিকে মেরে ফেলে হামাস। বন্দি করে নিয়ে যায় ২৪০ জনকে। পাল্টা হামলায় গাজায় নির্বাচারে বোমা ফেলে ১৫০০ মানুষকে মেরেছে ইজরায়েলি সেনা। এরমধ্যেই কাতারের মধ্যস্থতায় ৬ ইজরায়েলিকে মুক্তি দিয়েছে হামাস। পরিবর্তে ১৮০ ফিলিস্তিনিকে ছেড়েছে ইজরায়েল। বন্দিমুক্তি'র ক্ষেত্রে ইজরায়েলি সেনাদের বাইরে রেখেছে হামাস। এবার তাদের নিয়েই বাজি ধরছে হামাস। তবে তারা ঠিক কতজন ইজরায়েলি সেনাকে আটকে রেখেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। বারো বছর আগে ২০১১ সালে একই কৌশল নিয়েছিল হামাস। টানা ৫ বছর ইজরায়েলি সেনা গিলাদ শালিতকে মুক্তি দেয়ে হামাস। তার বিনিময়ে ইজরায়েলকে ছাড়তে হয়েছিল ১০০০ ফিলিস্তিনিকে। গাজার বিভিন্ন এনজিওগুলির দাবি, ইজরায়েলের জেলে বন্দি রয়েছেন কমপক্ষে ৭০০০ ফিলিস্তিনি। হামাস এখন চাইছে আরও দিন চারেক যুদ্ধ বিরতি চলুক। তার মধ্যেই ফিলিস্তিনিদের ছাড়িয়ে আনতে পারবে। এই নিয়ে কথাবার্তা চলছে বলে জানিয়েছেন নইম।

বিজেপি ও কংগ্রেস তেলেঙ্গানাকে বোঝে না, বিআরএস রাজ্যের জন্য কাজ করে ঃ কে কবিতা

হায়দ্রাবাদ, ৩০ নভেম্বর ঃ তেলেঙ্গানা বিধানসভা নির্বাচনে ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস)-র জয়ের বিষয়ে প্রবল আশাবাদী দলের এমএলসি কে কবিতা। একইসঙ্গে বিজেপি ও কংগ্রেসকে আক্রমণ করে তিনি বলেছেন, বিজেপি ও কংগ্রেস তেলেঙ্গানাকে বোঝে না, একমাত্র বিআরএস রাজ্যের জন্য কাজ করে। বৃহস্পতিবার সকালে নিজের ভোট দেওয়ার পর বিআরএস এমএলসি কে কবিতা বলেছেন, আমরা আমাদের জনগণকে ভালোভাবে বুঝি এবং আমাদের ডিএনএ আমাদের মানুষের সঙ্গে মিলে যায়। মানুষ মাটিতে যা অনুভব করুক না কেন, কারণ আমাদের কান সর্বদা মাটিতেই থাকে, তথাকথিত জাতীয় দলগুলির উল্টো, যে দলগুলি এখন বড় আকারের আঞ্চলিক দলে পরিণত হয়েছে। তাঁরা আগের মত শক্তিশালী নয়। তবুও তাঁরা আমাদের জনগণকে বোঝার দাবি করে, কিন্তু তাঁরা বোঝে না। কে কবিতা আরও বলেছেন, কংগ্রেস এবং বিজেপি তেলেঙ্গানাকে আমাদের মতো বোঝে না। আমরা রাজ্যের জন্য যুদ্ধ করেছি, রাজ্যের জন্য কাজ করেছি। আমরা বিশ্বাস করি মানুষ বিআরএস-এর পাশে আরও ভালোভাবে অনুরণিত হবে...আমরা খুব আত্মবিশ্বাসী, আমরা সেঞ্চুরি করতে যাচ্ছি। এদিন সকালে হায়দ্রাবাদের বাঞ্জারা হিলসের একটি পোলিং বুথে ভোট দিয়েছেন কে কবিতা, তিনি জনগণের কাছেও ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

কাশ্মীরের নানা প্রান্তে তুষারপাত সমতলে বৃষ্টি, বিদ্যুৎ বিভ্রাটে দুর্বিষহ অবস্থা

শ্রীনগর, ৩০ নভেম্বর ঃ শীতের আগমণের সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে ফের তুষারপাতের সাক্ষী হল ভূস্বর্গ। বৃহস্পতিবার কাশ্মীরের উঁচু পার্বত্য এলাকায় তুষারপাত ও সমতলে বৃষ্টি হয়েছে। শ্বেতশুভ্র বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে কাশ্মীরের পার্বত্য এলাকা। গুলমার্গ, দুধপাথরির মতো বিভিন্ন এলাকায় এদিন তুষারপাত হয়েছে। তুষারপাত ও বৃষ্টির সৌজন্যে তাপমাত্রার পারদ কিছুটা নেমেছে জম্মু ও কাশ্মীরে। এদিকে, এই ঠান্ডার মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিভ্রাট নাজেহাল করে তুলেছে জম্মু ও কাশ্মীরের বাসিন্দাদের। সমগ্র দেশের মধ্যে কাশ্মীর এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সম্মুখীন। বৃহস্পতিবার কাশ্মীরের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন করে তুষারপাত হযেছে, এর মধ্যে রয়েছে গুলমার্গ এবং দুধপাথরিও। তুষারপাত ও বৃষ্টির সৌজন্যে কাশ্মীরের নানা স্থানে তাপমাত্রার পারদ নেমেছে। কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে শ্রীনগর থেকে পহেলগাম-সহ কাশ্মীরের নানা প্রান্ত। জমজমাট ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে কেন্দ্রশাসিত অংশ লাদাখেও।

সুরাট অগ্নিকাণ্ডে নিখোঁজ ৭ শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার

সুরাট, ৩০ নভেম্বর ঃ গুজরাতের সুরাটে শচীন জিআইডিসিতে অবস্থিত রাসায়নিক সংস্থা আথার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নিখোঁজ ৭ শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দেহগুলো ময়নাতদন্তের জন্য সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনায় ২৭ জন শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। এর মধ্যে ৮ জন শ্রমিক ৭০ থেকে ১০০ শতাংশ পুড়ে গেছে, তারা সবাই হাসপাতালে জীবনযুদ্ধে লড়ছেন। সুরাটের পুলিশ ডেপুটি কমিশনার রাজেশ পারমারের মতে, কোম্পানিতে কর্মরত ৭ জন কর্মচারীর সন্ধান পাওয়া যায়নি। নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি তার পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন। আগুন নেভানোর পর তল্লাশি চালিয়ে প্রথমে ৬ ও পরে ১ জন কর্মচারীর দেহ উদ্ধার করা হয়। মৃত কর্মচারীদের নাম হল দিব্যেশ কুমার প্যাটেল, সন্তোষ বিশ্বকর্মা, সন কুমার মিশ্র, ধর্মেন্দ্র কুমার, গণেশ প্রসাদ, সুনীল কুমার এবং অভিষেক সিং। তথ্য অনুযায়ী, বুধবার রাত ২টো নাগাদ শচীন জিআইডিসিতে অবস্থিত রাসায়নিক কোম্পানি আথার ইন্ডাস্ট্রিজে কোনো কারণে একটি স্টোরেজ ট্যাঙ্কার ফেটে আগুন লাগে। কোম্পানিতে কর্মচারীরা তিন শিফটে এবং একটি সাধারণ শিফটে কাজ করেন। দুর্ঘটনার সময় কোম্পানিতে দেড় শতাধিক কর্মচারী ও শ্রমিক কর্মরত ছিলেন।

নিজেদের ঐতিহ্য নিয়ে গর্বিত হওয়া দরকার ঃ আদিত্যনাথ

লখনউ, ৩০ নভেম্বর ঃ আত্মনির্ভর ভারত থেকে শুরু করে একজন নাগরিক হিসেবে আমাদের কর্তব্য, দাসত্বের মানসিকতার অবসান ঘটাতে হবে এবং নিজেদের ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করতে হবে। বললেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি বলেছেন, সমাজকে বিভক্ত করার অপচেষ্টা উন্নয়নের পথে অন্তরায়, যারা উন্নয়ন চায় না, তাঁরা পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতি, জাতপাতের ভিত্তিতে দেশকে ভাগ করে এবং উন্নয়নের এজেন্ডাকে পেছনে ঠেলে দেয়। দেশজুড়ে চলা বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার অংশ হিসেবে কেঃদ্রীয় সরকারের বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা প্রাপকদের সঙ্গে বৃহস্পতিবার ভার্চুয়ালি মতবিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। লখনউতে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার আগমণে ও সুবিধাভোগীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আলাপচারিতা অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী স্বচ্ছ ভারত মিশনের অধীনে শৌচাগার প্রদান, জন-ধন অ্যাকাউন্ট প্রকল্প, আয়ুষ্মান ভারত যোজনা এমন অনেক প্রকল্প আছে, কেন এই স্কিমগুলি আগে চালানো হয়নি? এটা একই দেশ এবং আয়ের উৎসও একই। এমন নয় যে প্রধানমন্ত্রী মোদী এসে গুপ্তধন পেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, আসলে আগে গরীব, সাধারণ মানুষ, কৃষক, মহিলা এবং যুবকরা সরকারের এজেন্ডায় ছিল না। স্কিমগুলির সুবিধাগুলি পক্ষপাতমূলকভাবে দেওয়া হয়েছিল। গত ৯ বছরে ১২ কোটি ভারতীয় নিজস্ব শৌচালয় পেয়েছে... আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প থেকে দেশের ৫০ কোটি মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। উত্তর প্রদেশে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে কমপক্ষে ১০ কোটি মানুষ উপকৃত হচ্ছেন।

Name Change

I SK YASIN SON OF ESRAFIL SK , RESIDING AT DOMJUR SK PARA , DOMJUR, HOWRAH - 711405,WEST BENGAL , SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK YASIN ALI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/11/2023. THAT SK YASIN AND SK YASIN ALI ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I SUBHAS DAS, SON OF HARDHAN DAS, RESIDING AT MAHARAMPUR, PO KHANPUR, HOOGHLY RURAL-712308, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBHASH DAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/11/2023.THAT SUBHAS DAS AND SUBHASH DAS ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

আইসিডিএস সেন্টারে রডের বদলে বাঁশের বাতা দিয়ে সোকপিট ঢালাই

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ৩০ নভেম্বর ঃ রডের বদলে বাঁশের বাতা দিয়ে ঢালাই করে আইসিডিএস কেন্দ্রের সোকপিট ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা ঠিকাদারের। গ্রামবাসীদের নজরে আসতেই শোরগোল। চুরি ও কাটমানির তত্ত্ব বিরোধীদের। আইসিডিএস সেন্টারের টিউবয়েলের জলের জন্য চেম্বারের সোকপিটের ঢাকনা রডের বদলে বাঁশ দিয়ে তার উপর মাটি চাপা দিলেন। আর তাতেই রীতিমতো খেপে উঠল গ্রামবাসী। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর ব্লকের সাগর মেঝে শিশু বিদ্যালয়ে। গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ঠিকাদার নবায়েন্দু চক্রবর্তী এই সোকপিট চেম্বারটির ঢাকনা রডের পরিবর্তে বাঁশের বাতা দিয়ে সিমেন্ট ও পাথর মিশিয়ে ঢাকনা মাটি দিয়ে চাপা দিয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের এস্টিমেটে রীতিমত রড দিয়ে ঢালাই করে সোকপিটের ঢাকনা তৈরীর কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে এস্টিমেটের রড গায়েব। এলাকাবাসীরা আরও জানান, এই চেম্বারের উপরে বাচ্চারা খেলাধুলা করে, তাই যেকোনো সময় বিরাট দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এলাকাবাসীদের দাবি, যতক্ষণ না রড দিয়ে ঢালাই হয়, ততক্ষণ ওই চেম্বারের কাজ বন্ধ থাকবে। গ্রামবাসীর অভিযোগ, লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে উন্নয়নের ঝড় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে গ্রামে গ্রামে চলছে নানান প্রকল্পের কাজ। কিন্তু কিছু অসাধু ব্যক্তিরা নিজেদের মুনাফা আগলাতে যে কতই না বড়সড়ো বিপদ সম্মুখীন কাজ করছে সেই রূপচিত্র ফের একবার দেখা গেল অঞ্চলের সাগর মেচে গ্রামে। ঠিকাদারকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি ক্যামেরার সামনে থেকে মুখ লুকিয়ে পালান। সম্প্রতি স্বচ্ছ ভারত মিশন গ্রামীণ প্রকল্পে বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের লেগো গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় ৭০টি টিউবয়েলের পাশে ঢাকা দেওয়া সোকপিট তৈরীর উদ্যোগ নেয় লেগো গ্রাম পঞ্চায়েত। প্রতিটি সোকপিটের জন্য বরাদ্দ হয় ২৫ হাজার টাকা। এস্টিমেট অনুযায়ী টিউবয়েলের পাশে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় পাঁচ ফুট গভীর গর্ত খুঁড়ে গর্তের চারিদিক দশ ইঞ্চির গাঁথনি করার কথা। সোকপিটের উপরের অংশে রড ও সিমেন্ট দিয়ে পাকা ঢাকনা করার কথাও রয়েছে এস্টিমেটে। সেপ্টেম্বর মাসে লেগো গ্রাম পঞ্চায়েত টেন্ডার করে বেশ কিছু সোকপিট তৈরীর জন্য ঠিকাদারদের বরাত দেয়। টেন্ডারে স্থানীয় নারায়ণ চক্রবর্তী নামের এক ঠিকাদার ৮টি সোকপিট তৈরীর বরাত পান। তার মধ্যে একটি হল সাগরমেজে গ্রামের আইসিডিএস-এর টিউবওয়েল সংলগ্ন সোকপিট। খবর পেতেই গ্রামে গিয়ে ওই সোকপিট তৈরীর কাজ আটকে দেন লেগো গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। বাঁশ দিয়ে ঢালাই করা ঢাকনার অংশও ভেঙে দেওয়া হয়। বিষয়টি জানানো হয় স্থানীয় বিডিওকেও। স্থানীয় গ্রামবাসীদের দাবী আইসিডিএস কেন্দ্রে প্রতিদিন গ্রামের ছোট ছোট শিশুরা খেলা ও লেখাপড়া করে। যেভাবে এই সোকপিটের কাজ করা হচ্ছিল তাতে যেকোনও দিন বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বিরোধীদের দাবী এই রাজ্যে সর্বস্তরে চুরি, দুর্নীতি আর কাটমানির রাজত্ব চলছে। এই ঘটনা সেই চুরি, দুর্নীতি আর কাটমানিরই ফলাফল।

বৃদ্ধ মহিলার হোটেল উচ্ছেদের অভিযোগ

তনুজ জৈন, মালদা, ৩০ নভেম্বর ঃ এক অসহায় প্রবীণ মহিলা হোটেল ব্যবসায়ীকে তার হোটেলের জমি থেকে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে উচ্ছেদ করার চেষ্টার অভিযোগ দুই প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে ওই জমিতে একটি ছোট হোটেল চালিয়ে সংসার চালান ওই মহিলা এবং তার বোন। বাবা মারা গেছেন। বাড়িতে রয়েছে এক অসুস্থ দাদা। হোটেলের উপর নির্ভর করেই চলে সংসার। এই হোটেলের পাশে একটি বন্ধ হয়ে যাওয়া সিনেমা হল কিনেছেন দুই প্রভাবশালী ব্যবসায়ী। তারপরেই তাদের নজর পড়েছে হোটেলের সেই দুই শতক জমির উপর। এ যেন ঠিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা দুই বিঘা জমি কবিতার মত। যেখানে জমিদারের নজর পড়েছিল দরিদ্র কৃষকের জমির উপর। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর কলমপাড়া এলাকার এই ঘটনা সামনে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে হরিশ্চন্দ্রপুরের স্থানীয় বাসিন্দা উজ্জ্বলা দাস এবং তার বোন দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে দুর্গা টকিজ সিনেমা হলের পাশে একটি ভাতের হোটেল চালান। দুই শতক জমির উপরে রয়েছে ওই হোটেল। সরকারের কাছ থেকে যে জমির পাট্টা পেয়েছিলেন উজ্জ্বলা দাসের বাবা অম্বুনাথ দাস। ভূমি দপ্তরের কাছে উনার নামের রেকর্ড রয়েছে সেই জমি। এমনকি হাইকোর্ট থেকে অনুমতি রয়েছে সেই জমি ব্যবহারের। উজ্জ্বলা দাস এবং তার আরেক অবিবাহিতা বোন এই হোটেল চালান সংসার চালানোর জন্য। বাড়িতে দাদা এবং তার পরিবার থাকলেও দাদা অসুস্থ। এদিকে এই হোটেলের পাশে দুর্গা টকিজ সিনেমা হল বহুদিন ধরে বন্ধ। সেই সিনেমা হলের জমি কিনেছেন বারদুয়ারির আশিষ ভগত এবং টিঙ্কু ভগত নামে দুই ব্যবসায়ী। অভিযোগ এখন হোটেলের জমি দখল করার চেষ্টা করছেন তারা। তার জন্য প্রভাব খাটিয়ে হোটেলের নির্মাণকার্য বন্ধ রেখেছেন। শাসক দল তৃণমূলের মদতে জমি থেকে উচ্ছেদ করার হুমকি দিচ্ছেন বলেও অভিযোগ। সেই জমি বিক্রি করার চাপ দিচ্ছেন তাদের কাছে। রাজি না হলে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এদিকে প্রভাবশালীদের হুমকির জেরে দিশাহারা উজ্জ্বলা দাস এবং তার পরিবার। কারণ হোটেল না চালালে চলবে না তাদের সংসার। ভূমি দপ্তরের কাছে গিয়ে জানতে পেরেছেন জমির সব কাগজপত্র সঠিক ভাবেই রয়েছে। হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন উজ্জ্বলা দেবী। পুলিশ জানিয়েছে অভিযোগের ভিত্তিতে সমস্ত ঘটনা খতিয়ে দেখা হবে। ব্যবসায়ী টিঙ্কু ও আশিষ ভগতকে ফোন করা হলে তারা এই নিয়ে কোন মন্তব্য করতে চাননি। অন্যদিকে ভূমি দপ্তরের আধিকারিক জানিয়েছেন সেই জমি রেকর্ড রয়েছে উজ্জ্বলা দাসের বাবার নামেই। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ নরেন্দ্রনাথ সাহার অভিযোগ ওই ব্যবসায়ীরা তৃণমূলের নেতাদের মদতে সম্পূর্ণ অবৈধ ভাবে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করছেন। তৃণমূলের জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খান জানিয়েছেন সমস্ত ঘটনা তিনি খতিয়ে দেখবেন।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ নং: [illegible] (NIT/02/23/49), তারিখ: ২৮.১১.২০২৩। [illegible]

পৌর-54/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইটগুলিতেও পাওয়া যাবে: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in

আমাদের অনুসরণ করুন: EasternRailway @easternrailwayheadquarter

জলাধারে জল কম থাকায় পর্যাপ্ত চাষের জল দিতে নারাজ ডিভিসি

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩০ নভেম্বরঃ গত বর্ষার মরশুমে বৃষ্টিপাতের পরিমান কম হওয়ায় মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধারে জলের পরিমাণ গতবারের থেকে কম থাকায় আসন্ন বোরো মরশুমে গত বছরের তুলনায় কম জল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিল ডিভিসি কর্তৃপক্ষ। ফলে পর্যাপ্ত জলের ঘাটতির প্রভাব পড়তে পারে বোরো চাষে। বৃহস্পতিবার বর্ধমানের সার্কিট হাউসে ডিভিশনাল কমিশনার সুরিন্দর গুপ্তা পাঁচ জেলার প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করেন। পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি ও বাঁকুড়া এই পাঁচ জেলায় রবি ও বোরো চাষের জন্য ২৬ ডিসেম্বর থেকে রবি ও ২৬ জানুয়ারি থেকে বোরো চাষের জন্য জল ছাড়া হবে বলে জানানো হয়েছে। জল কম দেওয়ায় পূর্ব বর্ধমান জেলার ক্ষেত্রে গত বছরের তুলনায় চাষের ক্ষেত্র অনেকটাই কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পূর্ব বর্ধমান জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাঝি জল দেওয়ার পরিমাণ বাড়ানোর জন্য ডিভিসি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হওয়ায় দুটি মূল জলাধার মাইথন ও পাঞ্চেতে জলের মজুত কম রয়েছে। মাইথন জলাধারে জলের পরিমাণ রয়েছে ৪৮২.২৮ হাজার একর ফুট। অন্যদিকে, পাঞ্চেত জলাধারে ৪১১.৮৫ হাজার একর ফুট জল রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া ও বাঁকুড়া জেলায় মোট ৫০ হাজার একর জমিতে এই মরশুমে চাষের জন্য জল ছাড়া হবে। গত বছর প্রায় ৭২ হাজার একর জমিতে চাষের জন্য জল ছাড়া হয়েছিল। এক্ষেত্রে, পূর্ব বর্ধমান জেলায় গত বছর ৪৭ হাজার ৫০০ একর জমিতে রবি ও বোরো চাষের জল দেওয়া হয়েছিল। দুটি জলাধার থেকে এবছর মোট ১৫২ হাজার একর ফুট জল ছাড়া হবে বলে জানানো হয়েছে। এবছর পূর্ব বর্ধমান জেলায় ২৭ হাজার একর জমিতে জল দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। যদিও জেলার কোন অংশে এই জল দেওয়া হবে সেই বিষয়ে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি। ডিভিশনাল কমিশনার সুরিন্দর গুপ্তা জানান, ডিভিসি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার জলাধারগুলিতে জলের মজুত পরিমাণ খতিয়ে দেখে জল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেখানে জানানো হয়েছে, এখনও পর্যন্ত পরিস্থিতি অনুসারে ১৪৪ হাজার একর ফুট জল ছাড়া যাবে বলে জানিয়েছে তারা। পরবর্তীকালে এই পরিমাণ বাড়ানো হবে। অন্যান্য বছরের তুলনায় জল ছাড়ার পরিমাণ অনেকটাই কমানো হয়েছে। জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে প্রচার করে এই বিষয়ে চাষীদের জানানো হবে। পূর্ব বর্ধমান জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি জানান, প্রাথমিকভাবে বৈঠকে জল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলায় যেহেতু চাষের পরিমাণ অনেকটাই বেশি সেক্ষেত্রে জল ছাড়ার পরিমাণ বাড়ানোর জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। জলাধর গুলিতে জলের পরিমাণ ফের খতিয়ে দেখে পরবর্তী কালে বৈঠক ডাকা হয়েছে। সেখানে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ধৃত ২৪ জুয়াড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৩০ নভেম্বর ঃ বাড়িতে থাকা বিড়ির গোডাউনের আড়ালে চলতো রমরমিয়ে জুয়ার কারবার। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সেই বিড়ির গোডাউনে হানা দিয়ে বিপুল পরিমান টাকা সহ ২৪ জুয়াড়িকে গ্রেফতার করলো মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। বুধবার সন্ধ্যায় সামশেরগঞ্জ থানার নিমতিতা এলাকার একটি বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় তাদের। জুয়াড়িদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৬ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা। পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ১১টি বাইক এবং ২৫ টি মোবাইল। বৃহস্পতিবার সকালে ধৃত জুয়াড়িদের জঙ্গিপুর আদালতে পাঠায় পুলিশ। এদিকে জুয়াড়িদের গ্রেফতার করার সময় থেকেই পলাতক বাড়ির মালিক আহাসান আলী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সামশেরগঞ্জর নিমতিতা এলাকার আহসান আলী নামে এক ব্যক্তির বাড়ির লাগোয়া রয়েছে রামকৃষ্ণ বিড়ি ফ্যাক্টরি। অভিযোগ, সেই বিড়ির ফ্যাক্টরির আড়ালেই চলতো জুয়ার কারবার। বুধবার সন্ধ্যায় বিপুল সংখ্যক ফোর্স নিয়ে সেই গোডাউনে হানা দেয় পুলিশ। তখনই কার্যত গ্রেফতার করা হয় জুয়াড়িদের। বাজেয়াপ্ত করা হয় টাকা, মোটর বাইক এবং মোবাইল। এদিকে সামশেরগঞ্জে এত বিপুল পরিমাণ টাকা সহ জুয়াড়িদের গ্রেফতারের ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়েছে এলাকায়। জুয়া রোধে বারবার বিভিন্ন প্রান্তে পুলিশের হানার প্রশংসা করেছেন সাধারণ মানুষ।

স্মারকলিপি জমা

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৩০ নভেম্বর ঃ বেশ কিছু দাবি নিয়ে বিশ্বভারতী উপাচার্যর কাছে স্মারকলিপি জমা দিল কর্মী, ছাত্র, অধ্যাপকেরা। বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সঞ্জয় কুমার মল্লিক মনযোগ সহকারে সবকিছু শুনেছেন। দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিশ্বভারতীর ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা, বসন্ত উৎসব, মাঘমেলা আয়োজনে পদক্ষেপ গ্রহণ, মেয়াদ উত্তীর্ণ কর্মীসভা, ছাত্র সম্মিলনী, অধ্যাপক সভা, আধিকারিক সভা নির্বাচন, পেনশনারদের বার্ধক্যজনিত অসুবিধার কথা ভেবে বিশ্বভারতীর পিয়ার্সন মেমোরিয়াল হাসপাতালের বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগে চিকিৎসাজনিত পরিষেবা প্রদান, বিশেষ ভাবে সক্ষম ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উপযোগী ক্যাম্পাস, ভাষা ভবন, বিদ্যাভবন সহ অন্যান্য ভবনের সামনে ক্যান্টিন চালু করা, আগত ছাত্র-ছাত্রীদের নতুন হোস্টেলের ব্যবস্থা গ্রহণ, জরুরি চিকিৎসার জন্য রেফারের ক্ষেত্রে দুশো কিমির সীমাবদ্ধতা বাদ দিয়ে আগের মতো হাসপাতাল পরিষেবা প্রদান, এম টি এস কর্মীদের বিভিন্ন সুবিধা প্রদান সহ একগুচ্ছ দাবী রয়েছে।

দশ টাকার কয়েন জমিয়ে বাইক

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৩০ নভেম্বর ঃ লটারি বিক্রেতার কি নতুন বাইক কেনার শখ থাকতে পারে না? তাই যখন লটারি বিক্রেতা তাপস লেট তার তিল তিল করে জমানো তাল পরিমাণ দশ টাকার কয়েন যা আসলে লক্ষাধিক টাকা নিয়ে শোরুমে হাজির হলেন, সকলে তাজ্জব বনে গেল। তারা অবাক ওই লটারি বিক্রেতার অসীম ধৈর্য্য দেখে। বীরভূমের রামপুরহাট থানার চাকপাড়া গ্রামের যুবক লটারি বিক্রেতা তাপস লেট। লটারি বিক্রেতা তাপস লেট জানান, লটারি বিক্রি করতে গিয়ে প্রতিদিন বেশ কিছু ১০ টাকার কয়েন পেতেন। তখনই মনে হয়েছিল ১০ টাকার কয়েন জমিয়ে একটি মোটরবাইক কিনব। সেই মতো স্বপ্ন দেখতে শুরু করি। জমাতে শুরু করি কয়েন। সেই স্বপ্ন এতদিনে বাস্তবে রুপ দিতে পারলাম। খুব ভালো লাগছে পছন্দের গাড়ি কিনতে পেরে। বীরভূমের মল্লারপুরের বাহিনা মোড়ের একটি শোরুম থেকে গাড়ি কেনেন তাপস। শোরুমের কর্ণধার টুটুল মণ্ডল বলেন, বেশ কিছুদিন ধরে তাপস ধরে তাপস আমাদের শোরুমে ফোন করছিলেন। জানিয়েছিলেন লাল রঙের গাড়ি নেবেন। কিন্তু টাকা নিতে হবে সব দশ টাকার কয়েন। প্রথমে লক্ষাধিক টাকার কয়েন নিতে অস্বীকার করি। তাপস ফের জানান এটা তার স্বপ্ন। এরপরেই তার স্বপ্নকে বাস্তবে রুপ দিতে কয়েন নিতে ইচ্ছে প্রকাশ করি। এরপরেই হাসি মুখে ঝোলা ভর্তি করে দশ টাকার কয়েন নিয়ে শোরুমে হাজির তাপসবাবু। শোরুমের কর্ণধার টুটুল বাবু জানান, লক্ষাধিক টাকার কয়েন একার পক্ষে গোনা সম্ভব নয়, তাই শোরুমের অন্যান কর্মীদের কাজে লাগিয়েছিলেন টুটুলবাবু। তিনি বলেন, লটারি বিক্রেতা বলে তার মোটরবাইকে চড়ার ইচ্ছে থাকবে না সেটা হতে পারে না। তাই কয়েন নিয়েই আমি উনার হাতে পছন্দের গাড়ি তুলে দিই। ওই টাকা আমাকে কিছুটা বিড়ম্বনায় ফেলবে ঠিকই, তবে তাপসবাবুর মুখের হাসি আমার সব বিড়ম্বনাকে ম্লান করে দিয়েছে।

ভারতীয় জীবন বিমা নিগম-এর নতুন স্কিম জীবন উৎসব (প্ল্যান নং. ৮৭১) আনুষ্ঠানিক প্রকাশ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত সংস্থার আধিকারিকবৃন্দ।-নিজস্ব চিত্র।

শেয়ার হারিয়ে যাওয়ার বিজ্ঞপ্তি
টাটা কনজিউমার প্রোডাক্টস লিমিটেড
রেজি. অফিস ঃ ১, বিশপ লেফ্রয় রোড, কলকাতা, প.ব. ৭০০০২০

এতদ্বারা সূচিত করা যায় যে নিম্ন উল্লেখিত কোম্পানির আমানত শংসাপত্র পাওয়া যাচ্ছে না এবং গ্রাহক উল্লেখিত আমানতের নতুন শংসাপত্র প্রাপ্তির জন্য কোম্পানির কাছে আবেদন জানিয়েছেন। কোম্পানি গ্রাহক / আবেদনকারীকে জানিয়েছে যে উল্লেখিত শেয়ার হস্তান্তর করা হয়েছে আইইপিএফ-র কাছে আইইপিএফ ধারা মোতাবেক।
যদি কারোর কোনরূপ দাবী থাকে উল্লেখিত আমানত বিষয়ে তাহলে তা জানান কোম্পানির কাছে রেজিস্টার্ড অফিসে ১৫ দিনের মধ্যে উল্লেখিত তারিখ থেকে, নতুবা কোম্পানি গ্রাহক/আবেদনকারীকে নতুন শংসাপত্র প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু করবে, পরবর্তী সূচনা ছাড়াই।

গ্রাহকের নাম	আমানতের ধরণ এবং ফেসভ্যালু	ফেলিও নং.	আমানত সংখ্যা	স্বতন্ত্র নং.
আনন্দ সিং বিন্দুমতি দাস (প্রয়াত)	প্রতিটি শেয়ার ফেস ভ্যালু ১/- প্রতি	টিএফবি০০০৩৯৬২	৩১৫০	৩০৪১৬৩১১ থেকে ৩০৪১৬৪১০

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ০১.১২.২০২৩
আবেদনকারীর নাম
স্বা /-
আনন্দ সিং

OFFICE OF THE PRADHAN
KESHARGARH GRAM PANCHAYAT
VILL.+ PO.: DAPANG, DIST.: PURULIA(W.B.)
UNDER HURA DEVELOPMENT BLOCK
e-TENDER NOTICE
NIT Memo No:927(16)/KGP/2023-24, e-NIT:08/KGP/2023-2024/dt. 30/11/2023

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan, Keshargarh Gram Panchayat through a single stage two part e-procurement system (Part I: Techno-commercial Bid, Part II: Financial Bid) using website **https://wbtenders.gov.in/.** (1). Date and Time of Download/ Sale: **from 01/12/2023 06:00 pm to 08/12/2023 06:00 pm.** (2). Date and Time of Bid Submission: **from 01/12/2023 06:00 pm to 08/12/2023 06:00 pm.** (3). Date and time of Bid Opening: **11/12/2023 at 2:00 pm.** The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as above mentioned website.Source of Fund:- 15th FC Un-Tied.
Sd/- Pradhan
Keshargarh Gram Panchayat, Hura Dev. Block., Purulia.

TENDER NOTICE

The Chairman of Cooch Behar Municipality invites e-tender (3 rd Call) for "Supply and delivery at site of 3 numbers of four wheeled Tractors" vide **e NIT No. COOCH BEHAR /GARRAGE / 52 / 2023-24 (3 rd Call) Tender Id No.-2023_MAD_609354_1.** eTender submission end date **-16/12/23.** Details information will be available from the website **–(i) http://wbtenders.gov.in (ii) www.coochbeharmunicipality.com**
Sd/-Chairman,
Cooch Behar Municipality.

NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-28/2023-24 of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 07(Seven) nos. works/Schemes under 15th CFC Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in**. **Tender ID: 2023_DM_611288_1 to 2023_DM_611288_7.** Document download/sell starting **from 30.11.2023 up to 09.12.2023 04.00 PM.** Bid submission starting **from 30.11.2023 up to 09.12.2023 at 04:00 PM.** And Opening on **11.12.2023 at 4:05 A.M.** For details please visit website.
Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

OFFICE OF THE JHALDA-II PANCHAYAT SAMITY
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Memo. No. 1296/EO/JLD-II, Dated: 30/11/2023
Notice

Executive Officer, Jhalda-II Panchayat Samity invites **E-tender as follows: NIeT No.-16(e)/EO/JLD- II/2023-24 dt. 30.11.2023,** for 8 nos. scheme **(Tender ID : 2023_ZPHD_611087_1 to 2023_ZPHD_611087_8),** within the jurisdiction of Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date of tender submission is **07.12.2023 up to 5-00 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Jhalda-II Panchayat Samity

Office of The
Baragram Gram Panchayat
At+PO-Baragram, PS-Joypur, Dist-Purulia
Notice Inviting Tender

Pradhan, Baragram GP has invited 3 nos. tender of 10(Ten) schemes on **30/11/23.** For details contact Baragram GP Office or visit **www.baragramgp.in**
Sd/- Pradhan
Baragram GP

Office of the Pradhan
Hutmura Gram Panchayat
Vill+PO – Hutmura, PS-Purulia(MF)
Dist-Purulia
Memo No.-265/HGP Dated-29/11/2023
NOTICE INVITING e-TENDER
No.- NIT 9(7)/2023-24/HGP

For and on behalf of the Hutmura Gram Panchayat, Pradhan, Hutmura Gram Panchayat invites tenders through e-Tendering for the 7 (Seven) Nos. different works. Last date of submission of Bid **11.12.2023 at 6 pm.** Bid Opening Date (Technical) **13.12.2023 at 6PM.** For more details information visit: **www.wbtenders.gov.in** and office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Hutmura Gram Panchayat

CHANDITALA GRAM PANCHAYAT
VILL-CHANDITALA, PO-CHANDITALA, Dist-Hooghly West Bengal

E-Tender are invited by the Prodhan of CHANDITALA Gram Panchayat under Chanditala-II Dev block, CHANDITALA, Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work. **SI no 1 :-NIT no-280/CGP dt 30.11.2023 Tender id- 2023_ZPHD_611595 Publish Date-01.12.2023 6PM;** Name of The Work- CONSTRUCTION OF CONCRETTE Road FROM DURGATALA TO H/O SANAT GHOSH VIA KALI BISWAS HOUSE AT SANSAD 3 UNDER CHANDITALA GRAM PANCHAYAT;;Estimated Amount- Rs.198942.00, Name of The Work- CONSTRUCTION OF CONCRETTE Road FROM H/O ARUN GHOSH TO H/O SUBHO GHOSH VIA BABLU GHOSH AT SANSAD 10 UNDER CHANDITALA GRAM PANCHAYAT; Estimated Amount-Rs.198942.00, Name of The Work-CONSTRUCTION OF CONCRETTE Road FROM H/O MRITUNJAY PAL TO H/O TINKARI GHOSH AT SANSAD 14 UNDER CHANDITALA GRAM PANCHAYAT; Estimated Amount-Rs.217763.00. **SI no 2 :-NIT no-281/CGP dt 30.11.2023 Tenderid-2023_ZPHD_611609 Publish Date-01.12.2023 6PM;** Name of The Work-CONSTRUCTION OF CONCRETTE DRAIN FROM H/O RAJU ADHIKARY TO SWAPAN SANTRA VIA NAKUL SANTRA AT SANSAD 12 UNDER CHANDITALA GRAM PANCHAYAT; Estimated Amount- Rs.199678.00, Name of The Work- CONSTRUCTION OF PUCCA DRAIN FROM PMGSY TO MALIK PARA AT SANSAD 7 UNDER CHANDITALA GRAM PANCHAYAT; Estimated Amount-Rs.199678.00, Name of The Work-Repair and Maintenance of Drain from Chanditala Gram Panchayat to HO Atanu at SN 8 UNDER CHANDITALA GRAM PANCHAYAT; Estimated Amount-Rs.139145.00, Completion Time-30 days. Last date of Online Submission of technical & Financial BID **up to:-08.12.2023, 10.00 AM,** Date of Opening-**11.12.2023 at 10.30 am.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Chanditala Gram Panchayat

Office of The Chingani Gram Panchayat
Chaulyabad::P.O. Chhagulia::Dist.-Bankura
Notice Inviting E-Tender No.: 09/2023-24(3rd Call)
Notice Inviting E-Tender No.: 10/2023-24(3rd Call)
Notice Inviting E-Tender No.: 11/2023-24

The Prodhan, Chingani Gram Panchayat invites eTender from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors. Date of start of downloading documents **from 30/11/2023 from 6.30 pm up to 08/12/2023 (09/12/2023 for NIeT-11/2023-24) at 6.30 pm.** Last date of submission of Bid(online) **08/12/2023 (09/12/2023 for NIeT-11/2023-24) up to 6.30 pm.** Date of opening of Tender **on 11/12/2023 (12/12/2023 for NIeT-11/2023-24) from 12.00 pm.** For details please visit office of the undersigned and website **https://wbtender.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Chingani Gram Panchayat

Government of West Bengal
Office of the Executive Officer
Sankrail Panchayat Samity, Howrah
ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER

Executive Officer, Sankrail Panchayat Samity invites e-tender for following Work related to Civil Development Work as follows:

Sl. No.	Tender Reference No.	Tender ID	Tender No.	Last Date of Submission	Date of Opening
1.	07/EO(2nd Call) of 2023-24	2023_ZPHD_611402_1	01-04	08/12/2023	11/12/2023

Intending bidders are requested to visit the website **http://wbtenders.gov.in** for details. For other details may contact with the office of the undersigned.
Sd/- Executive Officer
Sankrail Panchayat Samity, Howrah

ABRIDGED TENDER NOTICE

NIT.NO.- 169/EO/2023-24 Memo No.1004 Dated 30.11.2023 the Executive Officer, Haldia Panchayat Samity invites tender from qualified bidders 4 no Guard Wall, 3 no Concrete Road, 3 Nos Conc. Drain, 1 Nos Submersible Pump, 1 Nos Toilet Block, 1 Nos Solar Mini mast light under Haldia Panchayat Samity from the **fund of 15 th CFC & BEUP.** details may be accessed and dully responded through **htt://www.wbtenders.gov.in from 01.12.2023 at 10.00 Hours to 08.12.2023 at 18.00 Hours.**
Sd/- Executive Officer,
Haldia Panchayat Samity

E-TENDER NOTICE

Chairperson, Board of Councilors, Dankuni Municipality, invites Tender for Supply, Delivery, Erection & Commissioning of 1 No 9 Mtr. Octagonal High Mast Tower 6 x 150 Watt LED Light System With Duel Channel 24 Hr./Twilight Timer Operation For Hooghly District(Excluding Service Connection Charge) For MPLADS/BEUP Scheme in Ward No-01, 07, 08, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18 & 19 under Dankuni Municipality for **E-N.I.T No-WBMAD/DKM/CP/e-NIT-153/2023-24, (Sl. No.- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 & 17),** Bid submission closing date (online)- **08/12/2023.** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in**. the official website of e-tender.
Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **E.E. (Civil)/Br-XIII, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No.: **KMC/XIII/116/030/23-24/PS (1st Call)** Name of work: **Maintenance of KMC Jadav Ghosh Park with various civil works at bye lane of B.L. Saha Road in Ward No.-116.** Work Value: **₹ 3,78,313.99.** Earnest Money: **₹ 7,600.00.** Period of Completion: **35 days.**
2. NIT No.: **KMC/XIII/117/034/23-24 (1st Call)** Name of work: **Development of C.C. pavement at Roy Bahadur Road bye lane near Pr.No.-329 in Ward No.-117, Br-XIII.** Work Value: **₹ 2,99,126.64.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **25 days.**
3. NIT No.: **KMC/XIII/120/031/23-24 (1st Call)** Name of work: **Maintenance of road at Sisir Bagan Road & its bye lane by painting of kerbs in Ward No.-120, Br-XIII.** Work Value: **₹ 2,98,759.95.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
4. NIT No.: **KMC/XIII/120/027/23-24 (1st Call)** Name of work: **Maintenance of road at Nafar Ch. Das Road & its bye lane by painting of kerbs in Ward No.-120, Br-XIII.** Work Value: **₹ 2,48,733.24.** Earnest Money: **₹ 5,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
5. NIT No.: **KMC/XIII/117/033/23-24 (1st Call)** Name of work: **Development of under ground sewer at Roy Bahadur Road bye lane near Pr.No.-327 in Ward No.-117, Br-XIII.** Work Value: **₹ 3,99,738.06.** Earnest Money: **₹ 8,000.00.** Period of Completion: **25 days.**
6. NIT No.: **KMC/XIII/117/032/23-24 (2nd Call)** Name of work: **Improvement of road by laying hot-mix with kerb-channel at Roy Bahadur Road bye lane near Pr.No.-275 in Ward No.-117, Br-XIII.** Work Value: **₹ 3,90,370.95.** Earnest Money: **₹ 7,900.00.** Period of Completion: **25 days.** Last Date of Submission of Bid: **09.12.2023 (up to 11 a.m.)** (for Sl.No. 1 to 6). Tender will be opened on: **11.12.2023 (11 a.m.)** (for Sl.No. 1 to 6). The Bid forms and other details are available on and from **01.12.2023 (from 5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl.No. 1 to 6).

The **E.E. (C)/BR-V, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:

1. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-V/036/10/2023-2024/R** Name of work: **Restoration of road and passage disturbed due to W/S Deptt. at different places of Harshi Street, Shibtala Lane etc. in Ward No.-36.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹ 4,75,210.58.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **45 days.**
2. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-V/036/14/2023-2024** Name of work: **Newly construction of sewer system at 1/2 Canal West Road in Ward No.-36 under Borough-V.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹ 4,97,008.78.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **60 days.**
3. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-V/036/17/2023-2024** Name of work: **Improvement of passage and ancillary works at 1/2 Canal West Road in Ward No.-36 under Borough-V.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹ 4,24,885.68.** Earnest Money: **₹ 9,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
4. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-V/037/27/2023-2024** Name of work: **Restoration of concrete and IPS passage at 12, Patwar Bagan Lane and other different places in Ward No.-37 under Br-V.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹ 3,24,324.73.** Earnest Money: **₹ 7,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
5. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-V/037/28/2023-2024** Name of work: **Restoration of asphaltum road to be disturbed by sewer line from 82 Baithakkhana Road to 100, Baithakkhana Road in Ward No.-37 under Br-V.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): **₹ 3,75,395.24.** Earnest Money: **₹ 8,000.00.** Period of Completion: **45 days.**
6. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-V/LORRY1/2023-2024/2nd Call** Name of work: **Supply of hired lorries for P.R. Works in Ward No. 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49 & 50 under Borough-V (P-1).** Estimated Cost : **₹ 4,50,000.00.** Earnest Money: **₹ 9,000.00.** Period of Completion: **365 days.**
7. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-V/LORRY2/2023-2024/2nd Call** Name of work: **Supply of hired lorries for P.R. Works in Ward No. 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49 & 50 under Borough-V (P-2).** Estimated Cost: **₹ 4,50,000.00.** Earnest Money: **₹ 9,000.00.** Period of Completion: **365 days.** Last Date and time of Submission of Bid: **12.12.2023 – 11 a.m.** (for Sl.No. 1 to 7). Date and time of opening of tender: **14.12.2023 – 11 a.m.** (for Sl.No. 1 to 7). The Bid forms and other details are available on and from **01.12.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl.No. 1 to 7).

The **E.E. (C)/BR-IX, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No.: **KMC/IX/078/067/2023-2024 (1st Call)** Name of work: **Restoration of IPS footpath at 6, 4, 18, 33, Mominpore Road, 1, 2, 39, 41, Ekbalpore Lane, 5, B.K. Road and its surrounding areas in Ward No.-78.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 2,84,729.67.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **45 days.**
2. NIT No.: **KMC/IX/073/026/2023-2024 (1st Call)** Name of work: **Restoration of footpath near 4/1 S.N.P. Street, 8A, 54, 59, 68/2, 102/B, 168 H.M. Road, 4B Gopal Banerjee Steet & etc. (Damaged by CESC) in Ward No.-71 & 73.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 3,20,659.22.** Earnest Money: **₹ 6,500.00.** Period of Completion: **30 days.**
3. NIT No.: **KMC/IX/078/060/2023-2024 (1st Call)** Name of work: **Supplying fitting & fixing pit covers at different location as per requirement in Ward No.-78.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 1,49,519.39.** Earnest Money: **₹ 3,000.00.** Period of Completion: **60 days.**
4. NIT No.: **KMC/IX/078/062/2023-2024 (1st Call)** Name of work: **Renovation of IPS passage at 27, 24, Ekbalpore Road in Ward No.-78.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 1,99,943.64.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
5. NIT No.: **KMC/IX/078/061/2023-2024 (1st Call)** Name of work: **Renovation of existing sewer line at 30/1B/H/9, Ekbalpore Lane and its surrounding areas in Ward No.-78.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): **₹ 1,99,851.81.** Earnest Money: **₹ 4,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last Date & time of Submission of Bid: **11.12.2023 – 12 noon** (for Sl.No. 1 to 5). Tender will be opened on: **13.12.2023 – 12 noon** (for Sl.No. 1 to 5). The Bid forms and other details are available on and from **01.12.2023 (from 5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl.No. 1 to 5).

The **Controlling Officer (I.T.), KMC** is inviting e-tender for the following work:

NIT No.: **KMC/IT/24/2023-2024**
Name of work: **Supply of 20 boxes CAT-6 Networking Cable for the use of KMC-Net Project under Kolkata Municipal Corporation.** Earnest Money: **₹ 5,000.00.** Cost of Tender: **Nil.** Project Period: **30 days.** Last date & time for submitting bids: **12.12.2023 up to 2 p.m.** Tender document will be available at **https://www.kmcgov.in** and at **https://wbtenders.gov.in** from **11.30 a.m. of 01.12.2023.** e-Tenders are to be submitted at **https://wbtenders.gov.in.**

1016/23-24

নেইমারের সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙলেন তাঁর বান্ধবী!

সাও পওলো, ৩০ নভেম্বরঃ সদ্য বাবা হয়েছেন ব্রাজিলীয় ফুটবল তারকা নেইমার জুনিয়র। বান্ধবী ব্রুনা বিয়ানকার্ডির কোলে কন্যা সন্তান এসেছে। হাসি-খুশি পরিবারে এবার ভাঙন ঘটল। ব্রুনা বিয়ানকার্ডি জানিয়ে দিলেন তিনি আর নেইমারের সঙ্গে থাকবেন না! সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি পোস্ট করে বলেছেন, 'এটা আমার ব্যক্তিগত বিষয়। তবে আমি এটা জানাচ্ছি যে আমি কোনও সম্পর্কের মধ্যে নেই। আমরা মাভির (নেইমার ও বিয়ানকার্ডির মেয়ের নাম) বাবা-মা, শুধু সেইটুকুই বন্ধন থাকছে।' এই পোস্টের পরই শোরগোল পড়ে গেছে। কেন নেইমারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন বিয়ানকার্ডি, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন অনেকেই। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়েছে, নেইমারের সঙ্গে মডেল অ্যালাইন ফারিয়াসের কিছু চ্যাট ফাঁস হওয়ার পরেই নাকি বিয়ানকার্ডি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেই চ্যাটে নাকি দেখা গেছে অ্যালাইন ফারিয়াসকে কিছু অশ্লীল প্রস্তাব দিয়েছিলেন নেইমার। শুধু তাই নয়, নেইমারের সঙ্গে একাধিক মহিলার সম্পর্ক আছে বলেও খবর পাওয়া যায়। সব মিলিয়ে বান্ধবী বিয়ানকার্ডির সঙ্গে দূরত্ব ক্রমশ বেড়েছিল নেইমারের।

বিনা 'যুদ্ধেই কলকাতা লিগে ডার্বি জয় ইস্টবেঙ্গলের

দুরন্ত বার্তা, নৈহাটি, ৩০ নভেম্বরঃ চিত্রনাট্য প্রস্তুতই ছিল, সেই মতোই যেন নাটক মঞ্চস্থ হল। তবে মঞ্চে নয় নৈহাটি স্টেডিয়ামে। বৃহস্পতিবারের বড় ম্যাচে দল যে নামাবে না মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস, তা থেকেই চূড়ান্ত ছিল। লক্ষীবারের দুপুরে কোনও নাটকীয় পট পরিবর্তন হল না। ইমামি ইস্টবেঙ্গল দল মাঠে নামল, রেফারি, ম্যাচ কমিশনার সবাই মাঠে উপস্থিত হলেন নির্ধারিত সময়ে। কিন্তু অনুপস্থিত সবুজ মেরুন। আইএসএল, এএফসি কাপের ঠাসা ক্রীড়াসূচির জন্য ২৮ ডিসেম্বরের পর কলকাতা লিগের ডার্বি রাখার আবেদন করা হয় মোহনবাগান এসজির পক্ষ থেকে। কিন্তু বুধবার রাত পর্যন্ত সুতারকীনেরি অফিসে বৈঠক করলেন আইএফএ কর্তারা। সেখানেই বৃহস্পতিবার বড় ম্যাচ

করার সিদ্ধান্তে অনড় থাকে আইএফএ। অন্যদিকে সবুজ মেরুন নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড়। ফলে ডার্বিত বল গড়াল না বৃহস্পতিবার। ওয়াক ওভার নয়, মোহনবাগান মাঠে না নামায় কলকাতা লিগের বড় ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করল ম্যাচ কমিশনার। আইএফএ-র লিগ কমিটি জানাবে পরবর্তী পদক্ষেপ কি নেবে। এদিন নৈহাটি স্টেডিয়ামে নির্ধারিত সময়েই দল নামায় ইমামি ইস্টবেঙ্গল। পাঁচটা ম্যাচের মতো নিজেদের প্রথম একাদশ ঘোষণা করে দেয় ইস্টবেঙ্গল। তবে মোহনবাগান এসজির কোনও হদিশি পাওয়া যায়নি। মোহনবাগান এসজির জন্য ঘণ্টাখানেকও সময়ও দেন ম্যাচ কমিশনার। প্রায় ঘণ্টা খানেকের অপেক্ষার পরে ম্যাচ কমিশনার জানিয়ে দিলেন, ম্যাচটা পরিত্যক্ত হল বা ফরফিট হল বলা যায়। সংবিধান অনুযায়ী, ওয়াকওভারই পাবে ইস্টবেঙ্গল। তিন পয়েন্ট লাল-হলুদ শিবিরের পাবে। তবে পয়েন্ট কাটা নিয়ে ম্যাচ কমিশনার এদিন কিছু বলেননি। কলকাতা লিগের ভাগ্য ইতিমধ্যেই নির্ধারণ হয়ে গিয়েছে। লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মহমেডান। ফলে এই ম্যাচের পয়েন্ট এখন মূল্যহীন। কিন্তু শীতের শুরুতেই ডার্বি নিয়ে সরগরম ছিল ময়দান। মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের আবেদন খারিজ করে দিয়ে সাহসী সিদ্ধান্ত নেয় আইএফএ-ও। বৃহস্পতিবারের পর ১৬ ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের পয়েন্ট দাঁড়াবে ৩৯। কলকাতা ফুটবল লিগের সুপার সিক্সে দ্বিতীয় স্থানে আছে। আর ১৪ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে একেবারে শেষে থাকবে মোহনবাগান। এমনিতেই গড়ের মাঠের লিগের আগের সেই জৌলুস আর নেই। যদিও এবার বিদেশিহীন লিগ হওয়ায় ভূমিপুত্রদের জন্য বড় মঞ্চ ছিল এই লিগ। প্রতিটি দলেই বেশ কয়েকজন স্থানীয় ফুটবলার নজর কাড়েন। কিন্তু বড় ম্যাচ থেকেই তারকার জন্ম হয়। কিন্তু সেই আবেগের ডার্বিই এখন মূল্যহীন হয়ে যাচ্ছে।

টিমের সঙ্গে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল রোহিত-বিরাটও

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বরঃ স্বপ্নের ফর্মে থেকেও বিশ্বজয় করতে পারেনি রোহিত অ্যান্ড কোং। বছর ১২-র ট্রফির অপেক্ষা পূর্ণ না হওয়ার কষ্ট ঠিক কতটা? তা বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের প্রত্যেক ক্রিকেটার যেমন জানেন, তেমনই জানেন টিম ইন্ডিয়ার কোটি কোটি ভক্তরাও। ১৯ নভেম্বর ভারতীয় টিমের কাছে একটা দুঃস্বপ্নের রাতের মতো। যা কেটেও এখনও কাটেনি। ওডিআই বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারার পর ভারতীয় টিমের ড্রেসিংরুমের অবস্থা কেমন ছিল? তা জানতে আগ্রহী টিম ইন্ডিয়ার আপামর ভক্তরা। বিশ্বকাপ ফাইনালের পরের দিনই দেখা গিয়েছিল, ১৯ নভেম্বর রাতে টিম ইন্ডিয়ার ড্রেসিংরুমে গিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই ভিডিয়ো-ছবি নেটদুনিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল। এ বার বিশ্বকাপে ভারতীয় টিমে থাকা এক সদস্য জানালেন, ফাইনালে হেরে ড্রেসিংরুমে ফিরে কীভাবে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা কেঁদেছিলেন। সম্প্রতি এস বদ্রীনাথের ইউটিউবে বিশ্বকাপে ভারতীয় টিমের একাধিক বিষয় নিয়ে জানিয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। একদিকে যখন অস্ট্রেলিয়া ষষ্ঠ ওডিআই বিশ্বকাপ জিতেছিল, অপর দিকে ভারতীয় শিবিরে ধেঁয়ে এসেছিল বিরাট হতাশা। আমেদাবাদে ভারত বিশ্বকাপ ফাইনাল হারার পর টিম ইন্ডিয়ার ড্রেসিংরুম একেবারে থমথমে হয়ে গিয়েছিল। এই

ফাঁস করলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন

প্রসঙ্গে অশ্বিন বলেন, ''আমাদের সকলের ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। রোহিত ও বিরাট কাঁদছিল। সেটা দেখে ভীষণ খারাপ লাগছিল। কিন্তু কিছু করার

ছিল না। আমাদের দলটা যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিল। প্রত্যেকে জানে কাকে কী করতে হবে। প্রত্যেই নিজেদের রুটিন, ওয়ার্ম আপ সম্পর্কে জানত। দু'জনেই প্রকৃত ক্যাপ্টেন। ওরা দলের মধ্যে একটা অন্য রকম পরিবেশও তৈরি করেছিল।'' একইসঙ্গে ক্যাপ্টেন রোহিতের বিরাট প্রশংসা করেছেন অশ্বিন। তাঁর কথায়, ''ভারতীয় ক্রিকেটের দিকে দেখলে সকলেই বলে মহেন্দ্র সিং ধোনি সবচেয়ে সেরা অধিনায়ক। রোহিত শর্মা একজন অসাধারণ মানুষ। ও দলের প্রত্যেক মানুষকে চেনে। ও জানে দলের কে, কী পছন্দ করে আর অপছন্দ করে। দলের সকলের সঙ্গে ওর বোঝাপড়া খুব ভালো। সকল সদস্যকে বোঝার জন্য ও বিরাট চেষ্টাও করত।'' বিশ্বকাপ ফাইনালে রোহিত শর্মা তাঁকে না খেলানোয় তিনি চমকে যাননি। বরং অশ্বিন তৈরি ছিলেন হয় মাঠে খেলতে, নয় ডাগআউটে বসে দলকে চিয়ার করতে। অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারতের বিশ্বকাপ হারের ১১ দিন কেটে গিয়েছে। এ বার মুখ খুললেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তিনি বলেন, ''আমি যতদূর জানতাম, ফাইনালে খেলব। টিম কম্বিনেশন এবং বাকি সবকিছু গৌণ ছিল। আমি যদি রোহিতের জায়গায় থাকতাম, ১০০ বার কম্বিনেশন বদল করার কথা ভাবতাম। দলের জন্য যখন সবকিছু ভালো চলছিল, তখন কেন আমি একজন ফাস্ট বোলারকে বিশ্রাম দিয়ে ৩ জন স্পিনারকে খেলাব? সত্যি বলতে আমি রোহিত শর্মার চিন্তাভাবনা বুঝতে পেরেছিলাম। ফাইনালে খেলতে পারার সুযোগটা সত্যিই বিরাট ব্যাপার। আমি ৩ দিন ধরে ফাইনালে খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আমাকে অনেকে অনেক প্রশ্ন করছিল। আমি সে সবের উত্তর দিইনি। হোয়াটসঅ্যাপ ও ফোন থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিলাম।''

ইতিহাস গড়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে উগান্ডা, আবার ব্যর্থ জিম্বাবোয়ে

উইন্ডহুক, ৩০ নভেম্বরঃ সমীকরণটা সহজই ছিল উগান্ডার জন্য। রুয়ান্ডাকে হারালেই মিলবে বিশ্বকাপের টিকিট। নামিবিয়ার উইন্ডহুকের ওয়ান্ডারার্স ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আজ রুয়ান্ডাকে উড়িয়ে দিয়েই ইতিহাস গড়ল উগান্ডা। ৯ উইকেটে জিতে প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সুযোগ পেয়েছে দেশটি। আফ্রিকান অঞ্চলের চূড়ান্ত বাছাইপর্ব থেকে আগামী জুনে হতে যাওয়া বিশ্বকাপে খেলা আগেই নিশ্চিত করেছে নামিবিয়া। আফ্রিকার বাছাইপর্ব থেকে দুটি দলই যাবে বিশ্বকাপে। বাছাইপর্বে উগান্ডা পেছনে ফেলেছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জিম্বাবোয়ে ও কেনিয়াকে। দিনের অন্য ম্যাচে একে অন্যের মুখোমুখি হয় তারা। তবে উগান্ডার জয়ে এখন আর সুযোগ নেই তাদের। নামিবিয়া ও উগান্ডা-দুই দলেরই এখন সমান ১০ পয়েন্ট (নামিবিয়ার বাকি ১ ম্যাচ)। জিম্বাবোয়ে বা কেনিয়া-দুই দলের যে কোনও একটির এখন সর্বোচ্চ ৮ পয়েন্ট হতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া, জিম্বাবোয়ে ও নামিবিয়ার পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে পঞ্চম আফ্রিকান দেশ হিসেবে খেলবে উগান্ডা। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রের ১০টি ভেন্যুতে হতে যাওয়া বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো খেলবে ২০টি দল। চূড়ান্ত হয়ে গেছে ২০টি দলই। টুর্নামেন্টে প্রথম ৫ ম্যাচে কোনও জয় না পাওয়া রুয়ান্ডা তুলনামূলক সহজ প্রতিপক্ষই ছিল উগান্ডার জন্য। টসে জিতে রুয়ান্ডাকে ব্যাটিং করতে পাঠান উগান্ডা অধিনায়ক ব্রায়ান মাসাবা। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে রুয়ান্ডা ১৮.৫ ওভারে গুটিয়ে যায় ৬৫ রানেই। আলপেশ রামজানি, দীনেশ নাকরানি, হেনরি সেনিয়োন্দো ও মাসাবা-৪ জনই নেন ২টি করে উইকেট। রান তাড়ায় ষষ্ঠ ওভারে ওপেনার ব্যাটসম্যান রোনাক প্যাটেল (২০ বলে ১৮) ফিরলেও উগান্ডার সমস্যা হয়নি কোনও। অবিচ্ছিন্ন ৩৫ রানের দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে উগান্ডার ইতিহাসগড়া জয় নিশ্চিত করেন সিমোন সিসাজাই ও রজার মুকাসা। ২১ বলে ২৬ রানে অপরাজিত ছিলেন সিসাজাই, মুকাসা করেন ৮ বলে ১৩ রান। ৮.১ ওভারেই জয় নিশ্চিত করে

উগান্ডা। এর আগে তিনবার চূড়ান্ত বাছাইপর্ব খেলেছিল উগান্ডা, তবে পেরোতে পারেনি একবারও। চতুর্থ দফা এসে বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ করে নিল তারা। এবার পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা নামিবিয়ার বিপক্ষে ছাড়া সব ম্যাচই জিতেছে তারা, হারিয়েছে জিম্বাবোয়ে ও কেনিয়ার মতো দলকেও। অন্যদিকে চার মাসের ব্যবধানে দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে খেলতে না পারার যন্ত্রণায় পুড়তে হলো জিম্বাবোইয়ানদের। গত জুন-জুলাইয়ে ঘরের মাঠে ওয়ানডে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে দুর্দান্ত খেলেও নেট রানরেটে পিছিয়ে থাকায় ভারতের টিকিট পায়নি জিম্বাবোয়ে। এবার নামিবিয়ার কাছে প্রথম ম্যাচে হেরেই হোঁচট খাওয়া দলটি ছিটকে গেল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দৌড় থেকেও।

হিটম্যানের হাতে গুরুদায়িত্ব তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইছে বোর্ড

মুম্বই, ৩০ নভেম্বরঃ রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিদের হেড স্যার হিসেবে ফের ড্রেসিংরুমে ফিরছেন রাহুল দ্রাবিড়। তাঁর সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়িয়েছে বিসিসিআই। বিশ্বকাপ শেষ হতেই ফের অজিদের মুখোমুখি হয়েছে ভারত। পাঁচ দিনের টি-২০ সিরিজে অংশ নিয়েছে ভারত-অস্ট্রেলিয়া। সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে পাঁচ ম্যাচের দু'টিতে জয় পেয়েছে ভারত। এই সিরিজ শেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকা উড়ে যাবে মেন ইন ব্লু। সেখানে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে জোড়া সিরিজে অংশ নেবে ভারত। হিসেব মতো এই দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা হার্দিক পান্ডিয়ার। কিন্তু এখনও পুরোপুরি সুস্থ নন হার্দিক। তবে কার নেতৃত্বে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে ভারত, এই নিয়ে দেখা দিয়েছে সংশয়। তবে এ বার শোনা যাচ্ছে আন্তর্জাতিক ট্রফির খরা কাটাতে রোহিত শর্মাকে ভারতের টি-২০ দলের অধিনায়ক করার কথা ভাবছে বিসিসিআই। বিশ্বকাপ শেষ করে ফের অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হয়েছে ভারত। এরপর তাদের গন্তব্য দক্ষিণ আফ্রিকা। সেখানে রয়েছে জোড়া সিরিজ। এই সিরিজে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা হার্দিক পান্ডিয়ার। কিন্তু বিশ্বকাপে চোট পান তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের আগে সেরে ওঠার সম্ভাবনা ক্ষীণ হার্দিকের। এ বার শোনা যাচ্ছে এই সিরিজে ভারতের অধিনায়কত্ব তুলে দেওয়া হতে পারে রোহিত শর্মার হাতে। এই বিষয়ে রোহিতরে রাজি করাতে চলেছে ভারতীয় বোর্ড। গত এক বছর দেশের হয়ে টি-২০ তে খেলেননি রোহিত। বহু জনের হাতে টি-২০ দলের নেতৃত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে অধিনায়কত্ব করেননি কেউ। সামনের বছর বিশ্বকাপ। হঠাৎ করে এখনই কোচ বা অধিনায়ক পরিবর্তন করতে চাইছে না বোর্ড। সেই দিক থেকে রাহুলকে রাজি করাতে পেরেছে বোর্ড। তেমনই রোহিতকেও রেখে দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। রোহিত তিন ফরম্যাটেই অধিনায়কত্ব করুক এমনটাই চাইছে বিসিসিআই। এখনই ভিন্ন ফরম্যাট, ভিন্ন অধিনায়কের রাস্তায় হাঁটতে চায় না বোর্ড। তাই রোহিতের হাতেই দায়িত্ব তুলে দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। হয়তো রোহিতকে সামনে রেখে অন্য কাউকে তৈরি করা হতে পারে। তবে ২০২৪ বিশ্বকাপের আগে দলে কোনও রকম পরিবর্তন আনতে চাইছে না ভারত, এমনটাই সূত্রের খবর।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গোলের বন্যা, একাধিক রেকর্ড ভাঙল আর্সেনাল!

লন্ডন, ৩০ নভেম্বরঃ হাফডজন গোলে বিপক্ষেকে মারা পরিয়েছে মিকেল আর্তেতার টিম। এমিরেটস স্টেডিয়ামে আর্সেনালের বিস্ফোরক ফর্ম চমকে দিয়েছে ফুটবল ভক্তদের। ফরাসি টিম লেন্সের বিরুদ্ধে ৬-০ ম্যাচের পর রীতিমতো উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছিল। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এই প্রথম ইংল্যান্ডের কোনও ফুটবল টিম এমন পারফর্ম করেছে। গোলের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে একাধিক রেকর্ড করে বসেছে আর্সেনাল। অন্য ম্যাচে রিয়াল মাদ্রিদ ৪-২ হারিয়েছে নাপোলিকে। ৩-৩ ড্র বেনফিকা-ইন্টার মিলানের ম্যাচ। তবে আলোচনায় আর্সেনাল। লেন্সের বিরুদ্ধে প্রথম দফার ম্যাচেও ২-১ জিতেছিল আর্সেনাল। ফিরতি ম্যাচে ঘরের মাঠে যে গোলের বন্যা বইয়ে দেবে আর্তেতার টিম, তা অবশ্য বোঝা যায়নি। ৯০ মিনিটের ম্যাচে প্রথম আধঘণ্টার মধ্যেই ৪-০ করে ফেলে আর্সেনাল। কেই হাভার্টজ, গ্যাব্রিয়েল জেসুস, বুকায়ো সাকা, গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেলি পর পর গোল করেন। স্কোরশিটে যে আরও ছাপ রাখবেন আর্সেনালের ফুটবলার, তখনই বুঝে গিয়েছিল গ্যালারি। ২৭ মিনিটে চার গোল করার পরই ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের ২৫ বছরের পুরনো চ্যাম্পিয়ন্স লিগ রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলেছিল আর্সেনাল। ১৯৯৮ সালে ম্যান ইউনাইটেড ব্রন্ডবি-র বিরুদ্ধে ২৭ মিনিটে দ্রুত চার গোল করেছিল। বিরতির ঠিক আগে আবার ৫-০ করে ফেলে আর্সেনাল। মার্টিন ওডেগোর্ড চমৎকার ভলি থেকে টিমকে এনে দেন পঞ্চম গোল। প্রথম ইংলিশ ক্লাব হিসেবে বিরতিতেই ৫-০ গোলের নয়া রেকর্ড করে ফেলে তারা। সেই সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে প্রথম ক্লাব হিসেবে ৫-০ স্কোরলাইনে ছাপ রেখেছেন পাঁচ ফুটবলার। যা এর আগে কখনও দেখা যায়নি। বিরতির পর ম্যাচ নিয়ন্ত্রণে থাকলেও আর্সেনালের পরের গোল আসে ৮৬ মিনিটে। টিমের হয়ে ষষ্ঠ গোল করেন জর্জিনহো। ভিএআর-এ দেখা যায় আব্দুকোদির খুসানোভ নিজেদের বক্সের হ্যান্ডবল করেছেন। পেনাল্টি থেকে ৬-০ করেন আর্সেনালের জর্জিনহো। ফরাসি ক্লাবের বিরুদ্ধে এই হাফডজন গোল চ্যাম্পিয়ন্স লিগে

যে কোনও ইংলিশ ক্লাবের সর্বোচ্চ জয়। সপ্তম গোল এসে যেত। কিন্তু মিস হয়ে যায়। না হলে ২০০৭ সালে আর্সেনালের ৭-০ গোলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের রেকর্ডও ছুঁয়ে ফেলেন জেসুসরা। ম্যাচের পর আপ্লুত আর্তেতা বলেছেন, ''দিনটা পুরোপুরি আমাদের ছিল। যা চেয়েছি, তাই করছি। লেন্সের মতো একটা ভালো টিমের বিরুদ্ধে আমরা বিরতির আগেই ৫-০ করে ফেলেছিলাম। বিরতিতেও আমরা ফোকাস হারায়নি। গ্রুপ শীর্ষে থেকে আমরা নক আউটে পা রাখলাম। এত ঘনঘন ম্যাচ খেলতে হয়েছে যে, ব্যাপারটা বেশ চাপেরই ছিল। ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের আবার ইপিএলে নামতে হবে। তবে আমরা কিন্তু নিজেদের কাছে আরও বেশি প্রত্যাশা রাখছি।''

মেসিকে পেয়ে যা হারাল ইন্টার মায়ামি

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

'আমি ইন্টার মায়ামিতে যাচ্ছি'-মেসির এই ঘোষণা বদলে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলকে। এই এক ঘোষণার পর দেশটির খেলাধুলার ইতিহাসটাও লিখতে হচ্ছে নতুন করে। মেসির সেই ঘোষণার পর যুক্তরাষ্ট্রের খেলাধুলায় চতুর্থ স্থানে থাকা ফুটবলের জগও মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল। বলাবাহুল্য, এই বদলের ধাক্কাটা সবচেয়ে বেশি গেছে ইন্টার মায়ামির ওপর দিয়ে। মাঠের খেলা, শিরোপা, বাণিজ্য-সব দিক থেকে গত জুনের পর অভূতপূর্ব এক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে মায়ামি। মায়ামি, মেজর লিগ সকার (এমএলএস) এবং যুক্তরাষ্ট্রের খেলার জগতে মেসি যেসব ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে এসেছেন, তা নিয়ে কথা হয়েছে অনেক। এর মধ্য দিয়ে ফুটবলে নতুন দিগন্তের উন্মোচনও দেখছেন অনেকে। কিন্তু উজ্জ্বল আলোকবাতির নিচে কিছু অন্ধকারও নাকি জড়ো হয়। সেই অন্ধকারটুকুই খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান। মেসির যুক্তরাষ্ট্রে আগমনের সিদ্ধান্তের পর মায়ামির মালিক জর্জ মাস-ডেভিড বেকহাম থেকে শুরু করে প্রতিপক্ষ দলের মালিক-কোচরাও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে সেই উচ্ছ্বাসে সুর মেলাতে পারেননি মাইক লনগিন। মেসির আগমনের খবর শুনে কী করেছিলেন, তা জানাতে গিয়ে মায়ামির সমর্থক গোষ্ঠী গ্রিন লট গ্যাং-এর এই সদস্য গার্ডিয়ানকে বলেছেন, ''যখন খবরটি সামনে এল, আমি ফোন বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আমার বন্ধু, আমার পরিবারসহ অনেকে ফোন করে বলল, মেসি আসছে। আমরা তোমার জন্য রোমাঞ্চিত। দিনটা রোমাঞ্চকরই ছিল। কিন্তু প্রথম দিন থেকে এই ভাবনাও ছিল যে আচ্ছা, এর অর্থ কী? আমরা জানতাম কোনও কিছু আর আগের মতো থাকবে না।'' হ্যাঁ, আগের মতো যে থাকবে না সেটা সবাই বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু লনগিনের উপলব্ধিটা গড়পড়তা ভাবনার চেয়ে একটু ভিন্নই ছিল। মেসির আসার ঘোষণায় যখন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে হলিডউ তারকারা পর্যন্ত রোমাঞ্চিত ছিলেন, তখন এর অন্য একটা দিক নিয়েই বেশি দুশ্চিন্তায় ছিলেন এই মায়ামি-ভক্ত। সেটি ছিল ক্লাবটির সঙ্গে এর সমর্থকদের সম্পর্ক। মেসি আসার আগে ম্যাচের দিন খেলোয়াড়েরা ডিআরভি পিএনকে স্টেডিয়ামে যাওয়ার আগে ক্লাবের অনুশীলন মাঠে জড়ো হতেন। খেলোয়াড়দের যাতায়াতের পথ বেষ্টনী দিয়ে ঘেরা থাকলেও সমর্থকদের সব সময় স্বাগত জানানো হতো। এমনকি বেষ্টনীর কাছাকাছি জায়গায় খেলোয়াড় এবং সমর্থেকেরা হাতও মেলাতেন। কেউ কেউ তখন সেখানে অটোগ্রাফ নিতেন, কেউ আবার সেলফি তুলতেন। কিন্তু মেসি আসার পর তাঁকে দেখার জন্য নতুন সমর্থক এবং সাংবাদিকদের উপচে পড়া ভিড়ের কারণে সেটি যে আর সম্ভব হবে না, তা অনেকটা অবধারিতই ছিল। বিপরীতে এখন প্রি-ম্যাচ আনুষ্ঠানিকতা সেরে খেলোয়াড়েরা সরাসরি মাঠেই চলে যান। সম্পর্কের বদল নিয়ে লনগিন বলেন, ''ইন্টার মায়ামিকে আগে যা বিশেষ করে তুলত, তা হলো এর দারুণ সমর্থক গোষ্ঠী। যাদের সঙ্গে মালিকদের খুব আন্তরিক সম্পর্ক ছিল।'' এরপর সম্পর্ক কীভাবে বদলে গেল লনগিন সে বর্ণনা দিলেন এভাবে, ''আমি আগে ডেভিড বেকহামের সঙ্গে বিয়ার পান করতাম। নিজেদের ছড়িয়ে দিতে ক্লাব অনেক করেছে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। পারিবারিক আবহ এখন পেশাদারত্বের আবহে রূপ নিয়েছে। আমরা একটি তরুণ ক্লাব ছিলাম। কিন্তু রাতারাতি আমরা বড় হয়ে গেলাম।'' মেসি আসার পর স্টেডিয়ামের অভ্যন্তরীণ চিত্রও বদলে গেছে। এর আগে ইন্টার মায়ামির দর্শক উপস্থিতির গড় হার ছিল সর্বনিম্ন। কিন্তু মেসি আসার পর ম্যাচগুলোতে এখন দর্শক উপচে পড়ছে। যা দীর্ঘ সময় ধরে ক্লাবের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা অনেক ভক্ত মানতে পারছেন না। তাঁরা মনে করেন, পূর্ণ স্টেডিয়াম সব সময় দারুণ পরিবেশ উপহার দিতে পারে তা নয়। লনগিন বলেছেন, ''মেসির আগমন ম্যাচ উপভোগে

কিছু নেতিবাচক প্রভাব রেখেছে। যেহেতু তারা শুধু মেসিকেই দেখতে আসে, বাকি দল নিয়ে তাদের কোনও মাথাব্যথা থাকে না। যখন মেসি খেলে না এবং সে স্ট্যান্ডে বসে থাকে তখন লোকেরা লাফিয়ে চেয়ার উঠে তাকে দেখার চেষ্টা করে।'' তিনি আরও যোগ করেছেন, ''আমরা জানতাম পরিস্থিতি বদলে যাবে। কিন্তু কীভাবে সেটি বদলাবে এবং আলাদা হবে তা নিয়ে আমাদের কোনও প্রস্তুতি ছিল না। ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচে মেসি খেলেনি, সেদিন সেটাকে পুরোনো দিনের স্টেডিয়াম বলেই মনে হয়েছে।'' শুধু ভক্তরাই নন, যেসব সাংবাদিক আগে থেকে ইন্টার মায়ামির খবর সংগ্রহ করতেন, তাঁরাও ভিন্ন এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন। মায়ামি হেরাল্ডের অভিজ্ঞ প্রতিবেদক মাইকেল কাউফমান বলেছেন, ''৭ জুনের পর আমার জীবন পুরোপুরি বদলে গেছে। মেসি আসার আগে আমরা মুষ্টিমেয় কজন দলটির খবর সংগ্রহ করতাম।'' সে সময় দুই-একজন সাংবাদিক খবর সংগ্রহ করতে এলেও মেসি আসার পর পরিস্থিতি কেমন হলো তা কাউফমান জানালেন এভাবে, ''যে মুহূর্তে সে এল, সবকিছু বদল গেল। অনুশীলন দেখতে যেতে এখন মেটাল ডিটেক্টরের ভেতর দিয়েই যেতে হয়। তার (মেসি) প্রথম অনুশীলনের দিন ৫০০ জন সাংবাদিক ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চেয়েছিল। আমার মনে হয় ২০০ জন পেয়েছিল। মাথার ওপর এখন হেলিকপ্টার এবং ড্রোন উড়তে দেখা যায়। আগে যা ছিল তা থেকে এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা।'' তিনি আরও বলেছেন, ''আমি মার্কিন খেলার জগতের অনেক তারকার খবর কাভার করেছি। কিন্তু মেসি-ম্যানিয়ার মতো এমন কিছু আর কখনো দেখিনি।'' শুধু মানসিক নয়, অর্থনৈতিকভাবেও সমর্থকদের বড় ধরনের চাপে ফেলেছে মেসির আগমন। কিছুদিন আগে ২০২৪ সালের টিকিটের মূল্য দ্বিগুণ করার ঘোষণা করেছে ইন্টার মায়ামি। যা চাপে ফেলেছে সমর্থকদের। লনগিন বলেছেন, ''এই ঘটনা অনেককে বিস্মিত করেছে। এই মূল্য অনেকের সাধ্যের বাইরে। এটা হজম করা কঠিন। অনেকে এতে হতাশ হয়েছে।'' সমর্থকদের এমন দুরবস্থা ও মানসিক পীড়নের পরও অনেকেই হয়তো ক্লাবের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, ব্র্যান্ড মূল্য এবং মাঠের সাফল্যকেই বড় করে দেখবেন। তবে এটাও মনে রাখা দরকার যে সমর্থকেরাই হচ্ছেন খেলাধুলা অন্যতম বড় স্তম্ভ, তারাই এই খেলাটির প্রাণ। তাই মেসি আসার পর বড় হয়ে ওঠার পথে থাকা মায়ামিকে সমর্থকদের সঙ্গে একটি ভারসাম্য আনতে হবে। কারণ, তারকারা আসবেন তাঁরা চলেও যাবেন। কিন্তু ক্লাবের নিউক্লিয়াস হয়ে সমর্থকেরা সব সময় সেখানেই থেকে যাবেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013

Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501